পাণ্ডব-গৌরব

পৌরাণিক নাটক

মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ

৬ই ফাল্গুন, ১৩০৬ সাল, ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনীত

অভিনব সংস্করণ
দ্বিতীয় মুদ্রণ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

দাম—আড়াই টাকা

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

মহাদেব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কার্ত্তিক, দুর্ব্বাসা, নারদ, বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকি, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, দুর্য্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন, শকুনি, প্রতিকামী, দণ্ডী, কঞ্চুকী, ঘেসেড়া, দূত, সহিস ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

কুন্তী, দ্রৌপদী, রুক্মিণী, সুভদ্রা, উর্ব্বশী, উত্তরা, অপ্সরাগণ, গঙ্গাসহচরীগণ, জয়া, ঘেসেড়ানী, সখী ইত্যাদি।

"পাণ্ডব-গৌরব"

১৩০৬ সাল, ৬ই ফাল্গুন, ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়।

স্বত্বাধিকারী ও অধ্যক্ষ	...	স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।
নাট্যাচার্য্য	...	„ গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
সঙ্গীত-শিক্ষক	...	শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু।
নৃত্য-শিক্ষক	...	স্বর্গীয় নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু।
রঙ্গভূমি-সজ্জাকর	...	„ আশুতোষ পালিত।

প্রথম অভিনয়-রজনীর প্রধান অভিনেতা ও অভিনেত্রীগ

মহাদেব	...	স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ দে।
ইন্দ্র, অনিরুদ্ধ, বিদুর ও সহদেব	...	শ্রীযুক্ত হীরালাল চট্টোপাধ্যায়।
কার্ত্তিক ও দুর্য্যোধন	...	স্বর্গীয় গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্ত্তী।
নারদ, শকুনি ও দ্বারকার দূত	...	„ অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী।
বলরাম	...	„ অহীন্দ্রনাথ দে।
শ্রীকৃষ্ণ	...	পরলোকগতা প্রমদাসুন্দরী দেবী।
সাত্যকি ও কর্ণ	...	শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।
প্রদ্যুম্ন ও নকুল	...	„ ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
ভীষ্ম	...	স্বর্গীয় মহেন্দ্রলাল বসু।
দ্রোণ ও সহিস	...	শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায়।
যুধিষ্ঠির	...	স্বর্গীয় নটবর চৌধুরী (লাটু দা)
ভীম	...	„ অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।
অর্জ্জুন	...	শ্রীযুক্ত নীলমণি ঘোষ।
দুঃশাসন	...	স্বর্গীয় তিতুরাম দাস।
প্রতিকামী ও দূত	...	„ বনমালী দাস।
চণ্ডী	...	পণ্ডিত হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য।
কঞ্চুকী	...	স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
ঘেসেড়া	...	„ নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু।
কুন্তী	...	পরলোকগতা হরিমতী (গুলফম্
রুক্মিণী	...	„ ভূষণকুমারী।
সুভদ্রা	...	„ তিনকড়ি দাসী।
দ্রৌপদী	...	শ্রীমতী গোলাপসুন্দরী।
উর্ব্বশী	...	শ্রীমতী কুসুমকুমারী।
উত্তরা	...	„ টুকুমণি।
জয়া	...	পরলোকগতা রাণীমণি।
ঘেসেড়াণী	...	„ লক্ষ্মীমণি।

"গিরিশচন্দ্র"-প্রণেতা শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সংগৃহীত তালিকা হইতে উদ্ধৃত।

পাণ্ডব-গৌরব

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বনমধ্যস্থ প্রান্তর

দণ্ডী।

পশ্চিমে আরক্ত ভানু অস্তাচলগামী,
আসে ছায়া বিকাশিয়া কায়া ;
নিবিড় গহন,
পাখী ফিরে নিজ নীড়ে ;
স্তব্ধ—স্তব্ধ ক্রমে দূর গ্রাম্য কোলাহল ;
শ্বাসহীন সমীরণ যেন নিবিড় গহন ছবি হেরে !
পথ-শ্রান্ত পথ-ভ্রান্ত শ্বাপদ কান্তারে,
তুরঙ্গিণী অন্বেষণে বিজনে ঠেকিনু দায় ;
ওই দূরে তুরঙ্গিণী—
মায়া অসংশয়,—
জ্ঞান হয়, জীবন সংশয় মোর !
ঘোর ঘটা, সন্ধ্যার ভীষণ ছটা বনে।

উর্ব্বশীর প্রবেশ

মরি মরি কে সুন্দরী হেরি,
এ বিজনে বিষাদিনী !

উর্ব্বশী। হা বিধাতঃ !

গীত

কঠিন বিধাতা ভাল কাঁদালে কামিনী।
ত্রিদিববাসিনী ভ্রমি বনমাঝে তুরঙ্গিণী॥
জ্বালিতে স্মৃতির জ্বালা, নিশীথে অবলা বালা,
গগনে তারকামালা, ছিল গো মম সঙ্গিনী॥
ভ্রমিতাম ছায়া-পথে, ছিন্ন পদ মৃত্তিকাতে,
তীক্ষ্ণ তৃণ বিঁধে অঙ্গে, মন্দার-ফুল-অঙ্গিনী॥

দণ্ডী। কহ, কে তুমি বিজনে,—
ধরাসনে—বিপিন করেছ আলো ?
হেমাঙ্গিনি, কেন বিষাদিনী,
কি ভাবে ভামিনি, ত্যজিয়াছ গৃহ-বাস ?
বিহনে তোমার—
শূন্য কার হৃদয়-আগার,
সংসার আঁধার হেরে !
দেহ পরিচয়, অবন্তি-ঈশ্বর আমি।

উর্ব্বশী। শুনি ব্যথা, ব্যথা কেন পাবে অকারণ ?
অদৃষ্ট ঘটনা, বিধাতার বিড়ম্বনা !

দণ্ডী। ত্যজ খেদ বালা, এস মোর সাথে।

উর্ব্বশী। যাব তব সাথে ! জান কি, কে আমি,
পরিচয় শুনেছ কি মম ?

দণ্ডী। দেবী তুমি জেনেছি নিশ্চয় !
নহে, যে হও সে হও,
আদরে রাখিব সিংহাসনে।
অপ্সরী, কিন্নরী, দানবী, মানবী,
নিশাচরী হও যদি,—ক'র না বঞ্চনা,
ললনা, চল না হে কৃপা করি।

উর্ব্বশী। এ গহনে কি হেতু রাজন্ ?

দণ্ডী। আজি সুপ্রসন্ন বিধি—
নারী-নিধি পাব দরশন,
কিম্বা, বিধি-বিড়ম্বনে,
বিরহ-আগুনে চিরদিন পুড়ে হ'ব থার—
যদি কৃপা-কণা না পাই তোমার বালা !

উর্ব্বশী। এসেছ কি তুরঙ্গিণী-অম্বেষণে ?
জান কি হে কোথা গেল তুরঙ্গিণী ?
আমি জানি।

দণ্ডী। এ কি রঙ্গ কহ লো রঙ্গিণি !
তুরঙ্গ-প্রসঙ্গ কিবা হেতু ?
সত্য বটে, আসিয়াছি তুরঙ্গিণী ধরিবারে,
কিন্তু হৃদয়-রঞ্জিনি, বাঁধিয়াছ প্রেম-ফাঁসে !

উর্ব্বশী। শুন, ব্রহ্মার নয়ন, আজি রাত্রে,—
না হেরিবে তুরঙ্গিণী আর।
কালি প্রাতে, রবি সহস্র কিরণে,
না হেরিবে বন-নিবাসিনী,—
যারে হেরি চঞ্চল হৃদয় তব ভূপ !
মায়া নারী—মায়া তুরঙ্গিণী !

দণ্ডী। কহ প্রকাশি সুন্দরি,
তব ভাব বুঝিতে না পারি!

উর্ব্বশী। ইন্দ্রালয়ে আইল দুর্ব্বাসা,
নৃত্য-গীত উপভোগ হেতু।
হেরি জটাজূট, বৃদ্ধ শ্মশ্রু, পশুর আকার,
মনে মম জন্মিল বিকার,
নাচিব কি বন্যজন্তু তৃপ্তি হেতু!
মনোভাব বুঝিলেন অন্তর্য্যামী ঋষি,
কহিলেন রুষি,—
"আরে পাপীয়সী,
রূপ-গর্ব্বে অবহেলা কর মোরে?
হও গিয়ে তুরঙ্গিণী বনে;
আইলে শর্ব্বরী
নারী-রূপ ধরি, দগ্ধ হও অনুতাপানলে।"
কত কাঁদিলাম ধরিয়ে চরণ,
নাহি হ'ল শাপ-বিমোচন,
আমি নয়—দেবরাজ কহিলেন কত!
অবশেষে সদয় হইয়ে, দিলা ঋষি ক'য়ে,—
"অষ্ট বজ্র মিলনে ঘুচিবে অভিশাপ।"
তাই দিবসে তুরঙ্গী, রাত্রে নারী-বেশ মম!

দণ্ডী। ভাল, সত্য যদি তোমার বচন,
তথাপি হে করি আকিঞ্চন,
আইস তুমি মমালয়ে।
অতি যত্নে গোপনে রাখিব,
দুইজনে বঞ্চিব যামিনী সুখে।

উর্ব্বশী। জান না দারুণ অভিশাপ,—
মম আশ্রয় দাতার—অচিরে ঘটিবে সর্ব্বনাশ ;
মম সম মনস্তাপে দহিবে সে জন !
করি হে বারণ,
কেন তুমি মজিবে আমার তরে ?

দণ্ডী। লো সুন্দরি,
রত্ন তরে গভীর সাগরে পশে নরে,
মৃত্তিকা-জঠরে, নিবিড় আঁধারে,
প্রবেশে বা কত জন,—
জীবন সংশয় হয় তায় !
সামান্য রতন করি আকিঞ্চন,
দিতে চায় প্রাণ বিসর্জ্জন !
তুমি যদি হওলো সদয়,—
ঋষি-শাপে নাহি করি ভয়,
চল চল,—ভেব' না বিষাদ।

উর্ব্বশী। মোহ-জালে ম'জনা ভূপাল !

দণ্ডী। কেন আর কর হে বঞ্চনা,
করে নর কঠোর সাধনা
স্বরগ কামনা করি।
নিত্য নব রঙ্গ, অপ্সরীর সঙ্গ,
উচ্চ-ভোগ স্বর্গে শুনি ;
যদি অনুকূল বিধি,—
মিলাইল সে নিধি ধরায়,
স্বর্গ-সুখে কোন্ ডরে হইব বঞ্চিত ?

উর্ব্বশী। হে রাজন !

জান কি হে অপ্সরীর হৃদয়-গঠন ?
শুনেছ কি উর্ব্বশীর নাম ?
সে উর্ব্বশী সম্মুখে তোমার, বিষাদিনী বনমাঝে !
কিন্তু কেবা সে উর্ব্বশী
পরিচয় জান কি হে তার ?
শুনেছ অপ্সরী, নারী,
কিন্তু নাহি নারীর হৃদয় !
অপরূপ বিধির সৃজন,
রূপে ভুবন মোহিনী, বিলাসিনী,—
স্বর্গবাসে যায় লোক ভোগ আকাঙ্ক্ষায়,
পায় মাত্র প্রেমহীন দেহের সঙ্গম।
হ'য়েছি অশ্বিনী, বন নিবাসিনী,
স্বর্গ হ'তে ধরায় পতন—
তথাপিও মনের গঠন—অপরিবর্ত্তনশীল !
প্রেম আশে,
ল'য়ে যাবে বাসে প্রাণহীনা কামিনীরে ?
ভোগতৃষা বাড়িবে কেবল—
নাহি হবে অন্তর শীতল।
মানা করি,—ফিরে যাও ঘরে ;
নিজ মন বুঝিতে না পারি,
কেন আজি সতর্ক তোমারে করি !

দণ্ডী। প্রাণহীনা তুমি !
ভাল, তব বাক্য সত্য যদি হয়,
দেব বা দানবে, গন্ধর্ব্ব-মানবে,
তপস্বী বা ঋষি—

কে তোমারে হেলা করে সর্ব্বভূতে ?
তব বিলোল-কটাক্ষ-লালসায়,
কেবা নাহি ফিরে তব পায় ?
স্বর্গচ্যুত হবে, তপ জপ যাবে,
ভেবে কে বিলাস ত্যজে ?
এবে আর নাহিক উপায়,
রূপের প্রভায় জর জর মন-প্রাণ ;
যে হয় সে হয়,—এস তুমি মম সাথে !

উর্ব্বশী। চল তবে,
ভুজঙ্গিনী স্পর্শিতে যদ্যপি সাধ !

দণ্ডী। কেন আত্ম-গ্লানি কর সুবদনি ?
বচনে নয়নে অমৃতের প্রস্রবণ তব,
অমৃতে নির্ম্মিত কলেবর,
অলকায় আনন্দ খেলায়,—
তুমি প্রাণহীনা, ধারণা না হয় সুবচনি !

উর্ব্বশী। স্বেচ্ছাধীনা, পরাধীনা স্বর্গপুরে যেই,
প্রাণময়ী ভাব তারে ?
মম সম বিধাতা বিমুখ তব প্রতি !
লালসায় যেইদিন, যে চেয়েছে মোরে—
করিয়াছি তখনি ভজনা তার
শাপগ্রস্ত হব এই ডরে।
ইচ্ছাধীন নহে প্রতিদান,
তপে শীর্ণ কাষ্ঠ সম দেহ,
হীন-চিত কুরূপ কুৎসিৎ—
ভোগ্য দেহ সবার সেবার ডালি।

স্বর্গে ভ্রমি কালিমা হৃদয়ে ধরি !

দণ্ডী। যত কর মানা, তত তৃষা কর উত্তেজনা,
এস তুমি, যা হয় অদৃষ্টে মোর।

উর্ব্বশী। ভাল, চল রাজা,—
বারি-আশে কালানল ল'য়ে।

দণ্ডী। এস, চল আমোদিনি !

উভয়ের প্রস্থান

দুর্ব্বাসা ও নারদের প্রবেশ

দুর্ব্বাসা। শুনহে দেবর্ষি, কব অধিক কি আর,
ক্রোধ মাত্র লভিয়াছি তপস্যার ফলে।
কেন মোরে নিজ অংশে সৃজিল শঙ্কর,
চিরদিন বহিতে এ অনুতাপানল !
ক্রোধে যারে তারে দিই অভিশাপ,
অনুতাপে দহে শেষে প্রাণ।
হের মহাভাগ, ত্যজি যোগযাগ,
এসেছি কণ্টকময় কানন মাঝারে—
উর্ব্বশীর যোগাতে আহার।

নারদ। মুনিবর, কহ একি অদ্ভুত কথন !
করি উর্ব্বশীর আহার বহন, ভ্রম তুমি বনমাঝে ?
জন্মিল সংশয়, কহ মহাশয়,
কিবা এ অদ্ভুত লীলা !

দুর্ব্বাসা। শুন ঋষিবর, করি তপ সহস্র বৎসর,
ভাবিলাম তপ পূর্ণ মম।
তপে ক্লিষ্ট ইন্দ্রিয় সকল,

কৈল স্তুতি অশেষ বিশেষ—
সুখভোগ ইচ্ছা করি।
কুক্ষণে হে সদয় হইয়ে, আসি ইন্দ্রালয়ে
ঠেকিলাম মহা দায়ে।
ইন্দ্রিয়ের হ'য়ে অনুগামী, এ দশা আমার হেরি !

নারদ। বিশেষিয়া কহ দেব, কিবা বিবরণ ?

দুর্ব্বাসা। ইন্দ্রিয়ের অনুরোধে কহি পুরন্দরে,—
"আজ্ঞা দেহ অপ্সর-অপ্সরীগণে—
আরম্ভিতে নৃত্য-গীত।"
আইল উর্ব্বশী, হেরিয়া রূপসী—
নয়ন ইন্দ্রিয় তৃপ্ত মম।
পারিজাত-পরিমলে তৃপ্ত ঘ্রাণেন্দ্রিয়,
তুষিতে শ্রবণ চাহিলাম গীত শুনিবারে !
পরে শুন বিড়ম্বনা,
হেরি মোরে, উর্ব্বশীর মনে হৈল ঘৃণা,
ভাবিল সে পশু সম আকার আমার !
অমনি হৃদয়ে মহা উপজিল ক্রোধ,
অভিশাপ করিলাম তারে,
("বনে রহ অশ্বিনী হইয়ে, যামিনীতে হও নারী ;
অষ্ট-বজ্র দর্শনে হইবে পূর্ব্ববৎ।")
আহা, বনে ভ্রমে ত্রিদিব-বাসিনী,
বিষাদিনী কাঁদে কত।
শুন মম অধীর হৃদয়,—
অষ্ট-বজ্র-সংঘটন সামান্তে না হয়,
কেবা জানে কত কাল ভুঞ্জিবে হেথায় !

আহা, হীন-বুদ্ধি নারী,
কেন হায় অহেতু করিনু ক্রোধ!
এই ফল লভিলাম তপোবলে?
হায়, তমোগুণে জন্ম, তমঃপূর্ণ আমি!
কহ ঋষিরাজ, কোন হেতু, তুমি এ বিপিনে?

নারদ। হরগৌরী কন্দল দেখিতে হৈল সাধ,
গেলাম কৈলাসপুরে,
হেরিলাম বিশ্বেশ্বর, বিশ্বেশ্বরী সনে—
আনন্দে করেন গান।
করিয়ে প্রণাম, তুলিলাম কত কথা,
গাহিলাম কুচনি-আখ্যান,
তাহে মহামায়া ঈষৎ হাসিল,
বাধিল না কন্দল দু'জনে,
অবশেষ মহেশ কহিলা,—
"যাও তুমি দুর্ব্বাসা সদনে,
বহুদিন তত্ত্ব নাহি তার
দেখা হ'লে পাঠায়ো কৈলাসে।"
বহুদিন করি অন্বেষণ,
অবশেষে এসেছি এ বনে।

দুর্ব্বাসা। রুদ্রেশ্বর, এতদিনে—
পড়েছে কি মনে দীন হীন দাসে তব!
যাই তবে, ঋষিরাজ, ভেটিতে ভোলায়।

নারদ। কহ মোরে তপোধন, কোথায় উর্ব্বশী?

দুর্ব্বাসা। এসেছিল রাজা এক মৃগয়া কারণে,
তার সনে গিয়াছে উর্ব্বশী।

কিন্তু রাজা কোন্ দেশবাসী, কহিতে না পারি,
যোগ দৃষ্টিহীন আমি তমোগুণে।
পাব তত্ত্ব মহেশ সদন,
আচরিব পরে যেবা আজ্ঞা হবে তাঁর।
বিদায়, দেবর্ষি, তব পায়।

দুর্ব্বাসার প্রস্থান

নারদ। নারায়ণ—নারায়ণ!
অষ্টবজ্র একত্রে মিলন—
না হইল সংঘটন সমুদ্র-মন্থনে, তারক-নিধনে,
মৈ'ষাসুর বধে, শুম্ভ নিশুম্ভের রণে,
অদ্ভুত ব্যাপার—অদ্ভুত ব্যাপার—
শিব-অংশে জন্ম দুর্ব্বাসার,
বিফল নহিবে বাক্য তার!
অষ্ট-বজ্র সম্মিলন,
দ্বাপরে কি হবে সংঘটন!
বাড়ে সাধ দেখিতে এ বিষম বিবাদ,
কালাচাঁদ পূরান যদ্যপি।
অকারণ হাসিল কি মহামায়া?

প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজবাটীর পথ

কাঞ্চুকী

কঞ্চুকী। তাইতো বলি!—ঘুড়া নিয়ে কি কখন কেউ দিন-রাত্তির থাকে? যা ঠাউরেছি তাই! ও একটা ছুঁড়ী এনে ঘুড়ীর ল্যাজ পরিয়ে

রেখেছে! কত রকম বেরকম ঘোড়া-ঘুড়ী দেখলুম,—কামিনীধানের চেলের ভাত খায়, আধ সের গাওয়া ঘি খায়, রাজার গা ডলাই মলাই করে, এ ছুঁড়ী না হ'য়ে যায়! ছুঁড়ীই বা বলি কি ক'রে? ভোরের বেলা তো বেটী চিঁ-হিঁ-হিঁ ডাক্‌লে, চাট্‌ ছুড়্‌লে গা ভাঙ্‌লে! এ কালের ছুঁড়ীগুলো সব পাজী হ'য়েছে, এদের ঘুড়ীর অংশে জন্ম। ছুঁড়ীগুলোর তো ঘুড়ীর মতন আচার ব্যবহার চিরদিনই! ঘুড়ীতে ল্যাজ দোলায়, এরা চুল ঝাড়ে, চাট্‌ তো ছুঁড়ীতেও মারে, ঘুড়ীতেও মারে! ছুঁড়ীতেও হাড়ে কাম্‌ড়ে ধরে, ঘুড়ীতেও হাতে কাম্‌ড়ে ধরে! তবে এটার কিছু বাড়াবাড়ি,—চিঁ-হিঁ-হিঁ ডাকে। কি জানি বাপু, কালে কালে কতই হয়! তা ছুঁড়ীরা সব পারে!

রাজ্ঞীর অনৈক সখীর প্রবেশ

ওলো ছুঁড়ী—ওলো ছুঁড়ী! শোন্‌ত, তোরে পরখ ক'রে দেখি।

সখী। আ-মর মুখপোড়া, আমাকে আবার কি পরখ ক'র্‌বি?

কঞ্চুকী। একবার ডাক্‌, চিঁ-হিঁ-হিঁ ক'রে ডাক্‌।

সখী। নে নে বুড়ো, ন্যাক্‌রা রাখ।

কঞ্চুকী। আচ্ছা, সত্যি বল্‌ না,—এখনকার ছোঁড়াগুলো কি চিঁ-হিঁ-হিঁ ডাক্‌লে ভোলে?

সখী। ভোলে বই কি। আচ্ছা তুই বল,—কেন জিজ্ঞেস ক'চ্চিস্‌?

কঞ্চুকী। তা সব বল্‌চি, তুই আগে বল, খুর কোথা পাস্‌?

সখী। কেন, কিনে আনি।

কঞ্চুকী। আর চুলগুলো ছেড়ে দিয়ে বুঝি ল্যাজ করিস্‌,—তা বালামচির মত রং করিস্‌ কি ক'রে বল দেখি?

সখী। সে তোরে শিখিয়ে দেবো। তুই কেন জিজ্ঞেস ক'চ্চিস্‌ বল দেখি?

কঞ্চুকী। গ্যাখ, আমি নূতন আস্তাবলে গিয়ে সেঁধিয়েছিলুম। রাজাকে

দেখ্‌তে পেলুম না, তাই তে-তালায় পড়ে এক কোণে মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্চি। দেখি, সন্ধ্যের আগে রাজা এক ঘুড়ীর মুখ ধ'রে ঠক্‌ঠক্ করে উঠলো! ভয়ে কিছু বল্লুম না, কোণে মুড়ি-সুড়ি দিয়ে চুপ ক'রে বসে আছি। একবার চোখ খুলে দেখি,—ঘুঁড়ী খুব ল্যাজ ছেড়ে একেবারে ছুঁড়ী হ'য়ে ব'স্‌লো। আবার ভোরের বেলা দেখি, খুর-ল্যাজ পরে'—খট্ খট্ ক'রে নীচেয় নাম্‌ল'। রাজা ঘুড়ীকে নাইয়ে দিয়ে, গা আঁচড়ে দিয়ে, নাইতে গেল; আর আমি 'দুর্গা— দুর্গা' বলে বেরিয়ে পড়্‌লুম! হাঁারে, থাম্‌কা তোরা ঘুড়ী হওয়া বিদ্যে শিখ্‌লি কেন বল দেখি? শুধু পায়ের চাট ছেড়ে বুঝি আর মন ওঠে না?

সখী। সরে যা—সরে যা, আমি তোরে চাট্ মা'র্‌ব।

কঞ্চুকী। আমায় চাট্ মেরে আর কি ক'র্‌বি বল? আমি কামিনীধানের চালও খাওয়াতে পার্‌ব না, আর আধ সের গাওয়া ঘিও দিতে পার্‌ব না। রাজা-রাজড়া দেখে চাট্ ঝাড় গে, যে ল্যাজ আঁচড়ে দেবে।

সখী। (স্বগত) আর কি সন্ধান নেব, এই তো সন্ধান পেলুম। নিশ্চয় কোন রাক্ষসী ঘুড়ী সেজে র'য়েছে, রাণীরও কপাল ভেঙ্গেছে।

সখীর প্রস্থান

কঞ্চুকী। দূর হ'ক—আপদ গেল। চাট্ মার্‌তে মার্‌তে রেখে গেছে। ছুঁড়ীর আর ধার দিয়ে চল্‌ব' না। কাম্‌ড়ে নিলেই বা কি ক'র্‌ব— বুড়ো বয়সে কি অপঘাতে মর্‌ব'! বেটীরা থাম্‌কা ঘুড়ী সাজা শিখ্‌লে কেন?

নারদের প্রবেশ

ঋষিরাজ, প্রণাম।

নারদ। কি কঞ্চুকী, মহারাজ কোথায়? সভায় আছেন না কি?

কঞ্চুকী। সভায়, সে দফায় গয়া, আর মহারাজ সভায় বসেন!

নারদ। তবে কি এখন মহারাজ অন্তঃপুরেই থাকেন না কি?

কঞ্চুকী। সে অন্তঃপুরও বটে, আস্তাবলও বটে।

নারদ। অন্তঃপুরে আস্তাবল কি কঞ্চুকী?

কঞ্চুকী। আরে ঠাকুর, তোমরা একেলে লোক নও,—ও সব কথা বুঝ্‌তে পারবে না। আমিই কি বুঝতুম, এখন রাজা-রাজড়ার বাড়ী আর অন্তঃপুর থাক্‌বে না, য'টা রাণী ত'টা আস্তাবল তৈয়ারী হবে।

নারদ। সে কি হে?

কঞ্চুকী। একেলে ঢং ঠাকুর—একেলে ঢং! তুমি বুঝ্‌বে না। এখন ছুঁড়ীদের কি গয়না হয়েছে জান? বালামচির ল্যাজ, খুরওয়ালা ঘুড়ীর খোলস গায়, ঘুড়ীর মুখোস মুখে। চার পায়ে খট খট করে তেতালায় ওঠে। আর ভোর হলেই আড়া-মোড়া দিয়ে চিঁ-হিঁ-হিঁ ডেকে ওঠে।

নারদ। না—না! এও কি হয়?

কঞ্চুকী। আরে ঠাকুর, তপিস্থে ক'রে বেড়াও, আজকালকার ছুঁড়ীদের তুমি দেখ নি। আমি নাক কাণ মলা খেয়েছি, আর যদি কোন বেটীর কাছে যাই। কি জানি কখন খপ্‌ ক'রে ল্যাজ বা'র ক'রে চাট্‌ ঝেড়ে দেবে! এই যে খটরা হাতে মহারাজ আস্‌ছেন।

দণ্ডীর প্রবেশ

নারদ। মহারাজের জয় হ'ক্!

দণ্ডী। কেও ঋষিরাজ, প্রণাম। (স্বগত) কোত্থেকে আবাগীর ব্যাটা মুনি এলো। (প্রকাশ্যে) আমার পুরী পবিত্র! (স্বগত) তুরঙ্গিণীর সন্ধান পেয়েছে না কি? (প্রকাশ্যে) আস্‌তে আজ্ঞা হয়—আস্‌তে

আজ্ঞা হয়। (স্বগত) তাইতো কি বিভ্রাটই বা ঘটায়। (প্রকাশ্যে) আসুন, সভায় আসুন।

নারদ। আর সভায় যাব না। ভাবলুম, যাচ্চি এ দিকে,—মহারাজের কল্যাণ ক'রে যাই। ভাবচি দ্বারকায় গিয়ে প্রভুকে দর্শন ক'রব।

দণ্ডী। তবে আর বিলম্ব ক'র্‌তে ব'ল্‌ব না—তবে আর বিলম্ব ক'র্‌তে বল্‌'ব না। (স্বগত) আপদ গেলে বাঁচি।

নারদ। ভাবছিলুম, কৃষ্ণদর্শনে যাব, মহারাজ যদি কোন উপহার দেন, সঙ্গে ল'য়ে যাই।

দণ্ডী। তাঁর যোগ্য উপহার আর কি দেব ঋষিরাজ,—তাঁর যোগ্য উপহার আর কি দেব ঋষিরাজ, আমি ক্ষুদ্র মানুষ! (স্বগত) ব্যাটা ছাড়ে না, যেন কাঁটালের আটা!

নারদ। যা দেবেন,—ভক্তের ভগবান! মহারাজকে কিছু অন্যমনা দেখ্‌চি?

দণ্ডী। আজ্ঞে, না না! (স্বগত) কতক্ষণে বালাই বিদেয় হয়!

নারদ। তাঁর তো কিছুরই প্রয়োজন নাই, তবে সেদিন আমাকে ব'ল্‌ছিলেন,—যে সর্ব্বসুলক্ষণযুক্তা এক তুরঙ্গিণী যদি দেন,—তাহ'লে গ্রহণ করেন।

দণ্ডী। হায় ঋষিরাজ, সর্ব্বসুলক্ষণা তুরঙ্গিণী কোথা পাব, যে শ্রীকৃষ্ণ চরণে অর্পণ ক'র্‌ব বলুন। আমি সন্ধানে রইলুম, যদি পাই, দ্বারকায় পাঠিয়ে দেব।

নারদ। মহারাজের হাতে উটি কি?

দণ্ডী। (স্বগত) এই সাম্‌লে ব্যাটা!

কঞ্চুকী। ঋষিরাজ, ওইতে ছুঁড়ীর বালামৃচি আঁচড়ে দেয়।

নারদ। মহারাজের হাতে ও কি বল্লেন?

দণ্ডী। ও কিছু নয়—কিছু নয়। অশ্বশালা দেখ্‌তে গিয়েছিলেম, পড়েছিল অশ্বশালায়, অম্‌নি হাতে ক'রে নিয়ে এসেছি।

নারদ। অশ্বশালায় গিয়েছিলেন ?

কঞ্চুকী। গিয়েছিলেন কি ?—রাতদিন প'ড়ে থাকেন,—তবে আর তোমায় বল্লুম কি ? ঘুড়ী-সাজা ছুঁড়ী আছে।

দণ্ডী। কঞ্চুকী, তুমি অন্তঃপুরে যাও—অন্তঃপুরে যাও।

কঞ্চুকী। মহারাজ, ওইটা মার্জ্জনা ক'র্‌তে হবে। আমি এতদিন অন্তঃপুরে যেতুম আসতুম। ঘুড়ীর চাট কে খায় বলুন ? বুড়ো হ'য়েছি, এখন কি হাড় গোড় ভাঙ্গব, না কামড় খেয়ে অপঘাতে ম'রব ?

দণ্ডী। আহা—দেখুন ঋষিরাজ, কঞ্চুকী এক্ষণে বৃদ্ধ হ'য়েছেন, এক রকম বুদ্ধিভ্রম হ'য়ে গিয়েছে। যাও—যাও কঞ্চুকী, এখন তুমি যেখানে যাচ্চ—যাও।

কঞ্চুকী। ঋষিরাজ, ঘুড়ী সাজা ছুঁড়ীটাকে নিয়ে যাও, রাজ্যের আপদ চুকে যা'ক।

নারদ। হাঁ মহারাজ, ব'লছিলেম,—এখন স্বয়ং অশ্বশালার তত্ত্বাবধান করেন না কি ?

দণ্ডী। আরে না,—কদাচ কখন গেলেম—কদাচ কখন গেলেম! (স্বগত) কি ফ্যাসাদেই ফেল্‌লে দেখচি! (প্রকাশ্যে) আরে না, কদাচ কখন গেলেম—কদাচ কখন গেলেম।

নারদ। মহারাজ যখন স্বয়ং অশ্বশালায় যান, তখন অবশ্যই অতি সুন্দর অশ্ব-অশ্বিনী আছে।

দণ্ডী। কোথায়—কোথায় ?

নারদ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—তাই শুনলুম বটে, তাই বনে অশ্ব-অন্বেষণে গিয়েছিলেন। নগরে সবাই ব'ল্‌চে, অতি সুন্দর অশ্বিনী ধ'রে এনেছেন।

দণ্ডী। তা এনেচি বটে,—তা এনেচি বটে,—তা সেকি আর শ্রীকৃষ্ণের যোগ্য ?

নারদ। তবেই হয়েছে, ঠাকুরের সেই অশ্বিনীটিই দরকার। এই মহারাজের কাছে দূত এল ব'লে, আমি সেদিন শুন্‌লুম—মহারাজের কাছে দূত আস্‌বে, এখন স্মরণ হ'চ্ছে—এই অশ্বিনীটার জন্যই বটে।

দণ্ডী। কিসের অশ্বিনী?—আসুক দূত,—আমি দেব না। কেন দেব? ইস্‌,—ভারি গরজ! যাও তুমি বল গে,—আমি দেব না,—যা ক'র্‌তে পারেন করুন। আমি বন হ'তে ধ'রে নিয়ে এলুম—তাঁর জন্য আর কি?

নারদ। মহারাজ! দিলে ভাল হ'ত,—দিলে ভাল হ'ত।

দণ্ডী। তোমার মুণ্ডু হ'ত, তোমার তিলক হ'ত, তোমার তুলসীর মালা হ'ত—তোমার ছাই হ'ত!

নারদ। তবে দেখুন, কৃষ্ণের সঙ্গে বিবাদ করা যুক্তিসঙ্গত হয়, করুন।

দণ্ডী। তোমার সাতগুষ্ঠি ক'রবে।—ঝগড়া বাধাতে এসেছ বটে, তাই দ্বারকায় যাচ্চ—নয়? উঃ কেন দেব—কেন দেব—উঃ প্রাণ থাক্‌তে পার্‌ব' না।

দণ্ডীর প্রস্থান

কঞ্চুকী। ঋষিরাজ, তোমায় আস্তাবল দেখিয়ে দেব, তুমি ঢেঁকি চড়িয়ে ছুঁড়ীটাকে নিয়ে যাবে। রাজ্যের আপদ চুকে যাবে। কোত্থেকে রাক্ষুসী ধ'রে এনেছে, তার মায়া ছাড়্‌তে পাচ্চে না। ঋষিরাজ, তোমার পায়ে ধরি, একটা উপায় কর।

নারদ। তুমি যাও, মধুসূদন উপায় ক'র্‌বেন।

উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দ্বারকার কক্ষ

শ্রীকৃষ্ণ ও সুভদ্রা

সুভদ্রা। আজ্ঞা দেহ যাদব-প্রধান,
পুত্র বধূ সনে যাব পুনঃ বিরাট-ভবনে—
স্নান করি জাহ্নবী-সলিলে।
হে কেশব, চিরদিন আশ্রিত পাণ্ডব তব,
আসন্ন সংগ্রাম, শুনি দুর্য্যোধন
সংযোজন করিয়াছে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা।
বিরাট পাঞ্চাল মাত্র পাণ্ডব সহায়—
আর আর ক্ষুদ্র রাজা কয় জন।
ভাবি, হে মধুসূদন, মহারণে না জানি কি হবে।

কৃষ্ণ। ধর্ম্মবলে বলী পঞ্চ পাণ্ডুর তনয়,
ত্রিভুবনে শক্তি কার পরাজিতে?
জেন গুণবতী, আমি ধর্ম্ম-অনুগামী,
ধর্ম্ম মম প্রাণ, ধর্ম্ম রক্ষা করে যেই জন—
কারে তার ডর ত্রিভুবনে?
চাহ যদি পাণ্ডব-কল্যাণ, পাণ্ডব-ঘরণী তুমি,—
ধর্ম্মে মতি রেখ’ চিরদিন;
সীমন্তে সিন্দুর কভু দূর নাহি হবে।

সুভদ্রা। নারী আমি কিবা জানি ধর্ম্মের মহিমা,
দেহ উপদেশ, কর আশীর্ব্বাদ,
ধর্ম্মে যাহে রহে মতি।
হে শ্রীপতি, সার ধর্ম্ম তব শ্রীচরণ
জানিয়াছি পতি-উপদেশে।

কৃষ্ণ। শুন ভদ্রা, সার ধর্ম্ম আশ্রিত-পালন,
নিরাশ্রয়ে আশ্রয় প্রদান।
যেবা দেয় অনাথে আশ্রয়,
চিরদিন গাই তার জয়,
বাঁধা রহি তার দয়া-গুণে।
অসহায় যেই জন—আশ্রয় যাচিবে,
যত্নে তারে করিবে রক্ষণ।
ধন, প্রাণ, মান—
আশ্রিতের তরে, দেবি, দিতে বিসর্জ্জন
কাতর না হও কভু;
আশ্রিত-পালন ধর্ম্ম—জানিহ নিশ্চয়।

সুভদ্রা। (তব শক্তি বিনা,
আশ্রিতে রক্ষিতে শক্তি কে ধরে ভুবনে?
ধর্ম্ম কর্ম্ম তোমার চরণে,
রেখ' মনে, আমি ত আশ্রিতা তব।
মম হৃদে রহি সর্ব্বক্ষণ,
নিজ কার্য্য করিও সাধন,
আমারে নিমিত্ত রাখি।
দয়াময়, বিদায় মাগি হে পায়।

প্রস্থান

কৃষ্ণ। পাণ্ডব আমার সখা—দেহ, মন, প্রাণ!

নারদের প্রবেশ

নারদ। শুন চিন্তামণি, অদ্ভুত কাহিনী,
অবন্তির স্বামী আনিয়াছে অপূর্ব্ব অশ্বিনী
বিজন কানন হ'তে,
হেন তুরঙ্গিণী নাহি ত্রিভুবনে।
তব রত্নাগার, তুলনা নাহিক তার আর,
কিন্তু অশ্বিনী এমন—নাহি তব অশ্বাগারে।

কৃষ্ণ। হেন সুলক্ষণা তুরঙ্গিণী
অতি প্রয়োজন মম ঋষি;
যাও তুমি অবন্তি-নগরে,
কহ দণ্ডীরাজে, অশ্বিনী অর্পিতে মোরে।
পরিবর্ত্তে তার, চাহে যদি কৌস্তুভ রতন,
করিতে অর্পণ—এখনি প্রস্তুত আমি।
নারীরত্ন, ধনরত্ন, অশ্ব বা অশ্বিনী যেই জাতি,
আশুগতি ধায় যেই বায়ু পরে,
শত শত অর্পিব তাহারে, অশ্বিনীর প্রতিদানে!
যাও ঋষিরাজ, করিয়ে মিনতি,
শীঘ্রগতি আন তুরঙ্গিণী।

নারদ। হায় হায়, কথায় কি ভেজে দণ্ডীরাজ,
কত করিয়ে মিনতি,
চাহিলাম, "অশ্ব দেহ নরপতি,—
শ্রীপতি হবেন তুষ্ট তাহে।"
কহে দম্ভ করি,—"কোথাকার হরি?
কহ, কেন দিব অশ্বিনী তাহারে?"

এইরূপ কতই ঝঙ্কার, কত তিরস্কার,
করিল সে কব কত !

কৃষ্ণ। বলেছ কি ধনরত্ন করিব অর্পণ,
তুরঙ্গিণী বিনিময়ে তার ?

নারদ। একরূপ বলাই হ'য়েছে ;
বলিযাছি কৃষ্ণ তুষ্ট যার প্রতি
ত্রিভুবনে তার কি অভাব ?
তাহে কতরূপ কথা,
সে কথায় বেজে আছে ব্যথা প্রাণে !
অবজ্ঞা করিয়া, কহিল সে কত কথা,
দাস হ'য়ে নারি, প্রভু, আনিতে জিহ্বায় !

কৃষ্ণ। বটে, বটে,—এত স্পর্দ্ধা তার ?
যাও ঋষি, কহ প্রদ্যুম্নে,
রণসজ্জা করিতে এখনি,—
অবন্তি করিব নাশ।

রুক্মিণীর প্রবেশ

রুক্মিণী। কহ শ্রীনিবাস,
কার প্রতি রোষ এত আজি ?
বুঝি সত্যভামা হেতু
পারিজাত পুনঃ প্রয়োজন ?
কিম্বা ওহে মদনমোহন,
অন্য কেবা প্রধানা কামিনী,
উত্তেজনা করিয়াছে ?
চিন্তামণি,
কোন্ কার্য্যে অকস্মাৎ রণ-আয়োজন ?

কৃষ্ণ। দেবি, জান না, দুর্ম্মতি কত অবন্তি-ভূপতি !
বন হ'তে এনেছে অশ্বিনী সুলক্ষণা,
নারদ যাচিল মোর হেতু,
দম্ভভরে কহিল সে কটু কত।

রুক্মিণী। চিন্তাতীত গতি তব ওহে জগৎপতি !
কেহ যদি বল করি হরে কা'র ধন,
হও হরি তখনি তাহার অরি !
হীনমতি, কেমনে হে বুঝিব চরিত ?
বিপরীত-রীতি কিবা আজি,
অবন্তির অশ্বিনী হরিতে কেন সাধ ?

কৃষ্ণ। কবে রত্ন হরি নাহি আনি সুবদনি,
তুমি সতী দৃষ্টান্ত তাহার,
কত ছলে আনি তোমা পিতৃ-গৃহ হ'তে।

রুক্মিণী। কালাচাঁদ,
অশ্বিনী কি ঠেকে কোন দায়,
ডাকে হে তোমায় ?
কিম্বা ব্যাকুলিত হেরিতে চরণ,
দিবানিশি করিছে রোদন
তোমারে স্মরণ করি।
কিম্বা দর্পী কোন জন,
সে দর্প হরণ প্রয়োজন,—
দর্পহারি, পৃথিবীর হিতে ?
অথবা বাড়াতে কোন ভক্তের সম্মান,
ভক্তাধীন, আগুয়ান তুমি ?

কৃষ্ণ। দেবি, তুমি ওই মত কহ চিরদিন ;

কেন, নাহিক আমার সাধ ?
অশ্বিনীর নাহি প্রয়োজন ?
করি যে কার্য্য সাধন,—
উচ্চ প্রয়োজন দেখ তুমি তাহে !
ভাব কি প্রেয়সি,
তোমা হেন রত্নে মম নাহি আকিঞ্চন ?

রুক্মিণী। ইচ্ছাময়, নাহি তব সাধ,—
এ কথা না আসিবে জিহ্বায়,
তোমার কৃপায় নাথ।
কার ইচ্ছা বলে,—ভূমণ্ডল চলে,
উজ্জ্বল তপন, চঞ্চল পবন,
ঘূর্ণ্যমান গ্রহ তারা ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল,
আখণ্ডল স্বর্গ অধিকারী ?
আমি নারী—কৃষ্ণ হৃদে ধরি !
কি কন্দল বাধালে কন্দল-প্রিয় ঋষি ?

নারদ। চিরদিন কর মোরে দোষী,
ওই তব স্বভাব কেমন !
আসি-যাই কৃষ্ণ-দরশনে,
ফিরি হরিগুণ-গান করি,—
নাহি জানি বিবাদ কেমন !
নহি ত' তেমন,—
তুমি তব সতিনী যেমন
ইন্দ্র সনে বাধাইলে রণ !
তোমাদের কন্দলের দায়
হরি, দ্বারকায় থাকিতে পারে কি নারে !

রুক্মিণী। কৃষ্ণ-ভক্ত তুমি মহাঋষি,
তাই দিবানিশি তব নাম পুরে,—
কন্দলের অভাব কি হেতু হবে ?
আছে নানা বাহন জগতে,—
কচকচি মূল ঢেঁকী বাহন কাহার ?

নারদ। তোমারে আঁটিতে কেবা পারে ?
নারায়ণ আপনি মেনেছে হার !
আসি যদি কৃষ্ণ দরশনে,
সাধ্যমত অন্তঃপুরে নাহি যাই ;
কেন মিছে জোটাব বালাই
কন্দলীর মুখ দেখি !
ঠাকুরাণি, চরণে প্রণাম—
করি আমি স্বস্থানে প্রস্থান।

প্রস্থান

রুক্মিণী। যদি তব বাজী প্রয়োজন—
নারায়ণ, প্রের দূত অবন্তি-নগরে,—
ভরে দিবে অশ্বিনী ভূপাল।
নারদের বাক্যে রোষ নহে ত উচিত !

কৃষ্ণ। ভাল,
তব ইচ্ছামত কার্য্য করিব, সুন্দরি !

উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রাজোদ্যান

উর্ব্বশী, মেনকা, মিশ্রকেশী, রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরাগণের প্রবেশ

উর্ব্বশী। প্রসন্ন অদৃষ্ট মম সখীবৃন্দ আজি,
তাই আসি ধরাধামে দিলে দরশন!
দেবরাজে জানাইও মম নমস্কার,
জানাইও নিবেদন পদে,—
দেখে যাও আছি কি বিষাদে,
হায় কত দিনে পাইব নিস্তার!

মেনকা। চিন্তা ত্যজ সুকেশিনি,
দুখ-নিশি অবসান তব;
নারদ-বচনে সবে এসেছি ধরায়,
তোমায় আশ্বাস দিতে।
শুনি সুবদনি, চিন্তামণি ব্যাকুল তোমার তরে!
জানিহ নিশ্চয়, মিথ্যাবাদী মুনি কভু নয়,
দিতে উপদেশ আদেশ তোমার প্রতি।
বিপদে কাণ্ডারী হরি করহ স্মরণ,
আশু হবে দুঃখ বিমোচন,
অষ্ট বজ্র হেরিবে ধরায়।

উর্ব্বশী। কেন সখি, প্রবোধ দিতেছ মোরে আর,—
অঘটন সংঘটন কভু কি গো হয়?
যাহা হয় নাই—হবে, সে কি লো সম্ভবে?
নারায়ণ জানি না কেমন,—
অকারণ কেন তবে কৃপা হবে তাঁর!

মিশ্রকেশী। "অহেতুকী দয়াসিন্ধু" কহিলেন মুনি,—
"ভুঞ্জি তাপ অভিমান বশে,
তাপহর ভগবান করেন মোচন।"
দরশন পাও যদি পীতাম্বর,
শাপ নহে, জেন' সখি—বর!
ভগবৎ কৃপার ভাজন যেই জন,
পাপ-তাপ নির্ম্মূল সমূলে তার;
না কর সংশয়, সুদিন উদয় তব।

উর্ব্বশী। কঠিন দুর্ব্বাসা, হায়, তাই এ যন্ত্রণা।
জান না স্বজনি,
কাননবাসিনী সহিলাম কত জ্বালা।
সেও ছিল ভাল, এ কি কাল হ'ল,
আইলাম রাজগৃহে,
এত ছিল ভালে, নরে স্পর্শে অহর্নিশি!
স্পর্শ লাগে অঙ্গার সমান।
হায় হায়—প্রাণ নাহি যায়,
নারী হ'য়ে সহে আর কত!
দেবাশ্রিতা দেবের বাঞ্ছিতা—
মানবের ভোগ্যা এবে—
মৃত্তিকা গঠিত যার কায়!

রম্ভা। শোক পরিহরি, লো সুন্দরি,
এস করি হরি গুণগান।
ঋষি-বাক্য নাহি কর হেলা,
ঘুচিবে লো জ্বালা,
বিপদভঞ্জন শ্রীমধুসূদন স্মরি,
মত্ত চিতে করি হরি গান।

অপ্সরাগণ।— গীত

দয়াময় রাখ হরি, রাঙ্গা পায়!
দীন-শরণ, দুরিত হরণ, বিপদ-বারণ, কলুষ তারণ,
অবলায় হের করুণায়॥
দারুণ হুতাশে, ভাসে নিরাশে,
ঋষি-রোষে ঘোর প্রবাসে, দেহি বিপদে শ্রীপদ প্রমদায়॥

উর্ব্বশী। হ'য়েছে সময়, ভূপতি আগত প্রায়;
যন্ত্রণায় যাপিব যামিনী!
যাও ফিরে অমর-আবাসে;
করি সখি, সবারে মিনতি
দিও দেখা পাইলে সময়।

মিশ্র। কঠিন ধরায় আগমন,
নামি মৃত্তিকায় ভার লাগে কায়,
ঘন বায়ু—শ্বাস নাহি বহে!
মলিন সকল, চিত্তে জন্মে মল;
কি জানি পারি কি হারি নামিবারে পুনঃ,
যাব স্বর্গ-মেঘে, শক্তি নাহি ফিরে যেতে আর!

উর্ব্বশী। বুঝ সখি, বুঝ তবে কি যন্ত্রণা মোর!

অহর্নিশি রয়েছি ধরায়—
আসিয়ে যথায় ভার তব হয় জ্ঞান।
একে তাপিতা কামিনী,
তাপপূর্ণ তাহে এ মেদিনী,—
সুবদনি, সহি যত কহি আর কত!

মেনকা। চিন্তা ত্যজ, কর সখি, হরিগুণ-গান;—
পাবে পরিত্রাণ ঘোর বিপদ-সাগরে।

উর্ব্বশী।— গীত

অকূলপাথারে, রাখ অবলারে, বিপদবারণ শ্রীমধুসূদন।
বারে বারে হরি, আসি দেহ ধরি, নয়নের বারি করেছ মোচন॥
তারা সম খসি, ধরাতলে আসি
কাঁদি দিবানিশি, এস কালশশী,
উপায় না হেরি, বিনা পদতরী,
হে দীনশরণ, কোথা হে কাণ্ডারী, কাতরা কিঙ্করী, তব পদ স্মরি—
এস নাথ এস, ক'র' না নিরাশ, শ্রীনিবাস ভীত-ত্রাস-বিভঞ্জন॥

মেনকা। ওই শোন গর্জ্জে জলধর,
ফিরিবারে বলিছে সত্বর, আর না রহিতে পারি।

অপ্সরাগণ।— গীত

যাইলো আর রইতে নারি, প্রাণ কেমন করে।
তোরে ভালবাসি, নয় কি আসি মাটির উপরে॥
গরজে স্বর্ণ জলধর, তার মলিন সোণার কর
মাটির হাওয়ায় হয়েছে কাতর;
যাই তবে সই—হবে দেখা অমর নগরে,
আস্‌তে হেথা মন কি লো সরে।

অপ্সরাগণের প্রস্থান

উর্ব্বশী। হেরি যে বয়ান যোগ ভঙ্গ হইয়াছে কত,—
সেই মুখ নেহারি দর্পণে, ঘৃণা হয় মনে।
যেই অলকায়—
বাঁধিয়াছি পায় কঠোর তপস্বী প্রাণ,
যেই হাসি-ফাঁসি—সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী প্রয়াস করে,
যেই আঁখি-রঙ্গে—পতঙ্গ সমান
ঝাঁপ দেছে বিলাস-বর্জ্জিত ঋষি,—
এবে হায় মলিন সকলি !
কৃপা বিধাতার, অশ্বিনী আকার
দর্পণে দেখিতে নাহি পাই !
বাড়িল জঞ্জাল, আইল ভূপাল,
বিরামবিহীন জ্বালা !

দণ্ডীর প্রবেশ

দণ্ডী। প্রিয়ে, সর্ব্বনাশ বাধায়েছে, দেবর্ষি নারদ,
বিষম বিপদ, কৃষ্ণ চায় তোমারে লইতে,
অশ্বিনীর বিবরণ করেছে শ্রবণ !
দূত আসি দ্বারকা হইতে দেখাইল ভয়—
সবংশে মজিব, যদি না অর্পি তোমায়,
এ সঙ্কটে উপায় না হেরি !

উর্ব্বশী। মানিলে না মানা নরপাল,
মম হেতু ঘটিবে জঞ্জাল বলিয়াছি বার বার।
এবে আর কি উপায় হবে,
আমা হেতু নিশ্চয় মজিবে,—
কৃষ্ণ সহ রণে কেবা জিনে ?

দণ্ডী। কালি প্রাতে তোমারে লইয়ে, যাব পলাইয়ে।
আছে কৃষ্ণ-দ্বেষী রাজা বহু,
অবশ্য কেহ না কেহ আশ্রয় দানিবে।
যদি যায় প্রাণ,
প্রাণান্তে তোমারে দান করিতে নারিব,—
নহে তোমা হেতু সবংশে মজিব,
যেবা হয়—যাব পলাইয়ে।
রাজ্য হ'ক খার,—পুড়ুক সংসার,
তোমা হারা ধরিতে নারিব প্রাণ।
চল, প্রাতে করিব প্রয়াণ—
যা হবার হবে শেষে।
ঊষা সমাগত প্রায়,
হবে তব অশ্বিনীর কায়,
চিনিতে নারিবে কেহ।
এস ত্বরা পলায়নে হইব উদ্যোগী।

উর্ব্বশী। (স্বগত) সত্য কিহে মদনমোহন,
শ্রীচরণে দাসীরে রাখিবে?
কৃপার সাগর পীতাম্বর মুরহর শ্যাম,
আসি গুণধাম, পূর্ণ কর কাম!
শুনি হৃষীকেশ, তব উরুদেশে জন্ম দুখিনীর!
জগন্নাথ, নন্দিনী তোমার,—
নিদারুণ দুখভার হর প্রভু ত্বরা!
ওহে ভক্তাধীন,
হই স্রোতাধীন—পদতরী স্মরি হরি!

দণ্ডী মৌন তুমি কেন প্রাণেশ্বরি?

দণ্ডধর, পুরন্দর কিম্বা গঙ্গাধর,—
তোমায় আমায়—বিচ্ছেদ ঘটায় কেবা ?
জীবন থাকিতে নাহি ত্যজিব তোমায় !
প্রাণ ছেড়ে রহিতে কে পারে !

উর্ব্বশী। চল, রাজা, করি পলায়ন।

উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

গঙ্গাতীর

সুভদ্রা ও উত্তরা

সুভদ্রা।— গীত

অমল গভীর ধবল ধার
কুলু কুলু কল্লোল উথাল বিশাল রঙ্গ ভঙ্গ তরঙ্গ-হার ॥
চন্দ্র-মূর্দ্ধনী-জটা-বিহারিণী তাপহারিণী বারি,
সুখদা বরদা মোক্ষদা, মত্ত-মাতঙ্গ-মর্দ্দনকারিণী শুভে শিবনারী ;
শিখরবাসিনী, সাগরগামিনী, মকরবাহিনী জননী করুণা অপার।

সুভদ্রা। চিরদিন গৃহ করি আলো,
রাজমাতা হ'য়ে রহ পাণ্ডব-আগারে !
সেই কামনায়, পতিতপাবনী-পদে করেছি মানস,
বসি তিন দিন তীরে, দান দিব দরিদ্র অনাথে।
আজি শেষ দিন, করি স্নান দান,
ফিরে যাব পিত্রালয়ে তব।

অভিমন্যু আসিয়াছে মায়া-রথ ল'য়ে।
সুমতি কি হবে দুর্য্যোধন,
সন্ধি সংস্থাপন করিবে পাণ্ডব সনে!
কে জানে ঘটিবে কিবা।

তরঙ্গোপরি গঙ্গা-সহচরীগণের গীত

ধবল ধার বহিছে বিমল, কহিছে মৃদুল নাদে।
দ্রবময়ী হ'য়ে শিখর বাহিয়ে, নর-তাপে মম কাতর হিয়ে,
কে কোথা কাঁদে বিষাদে, প্রাণ তাহে কাঁদে॥

উত্তরা। দেখ মাগো, আনন্দে নাচিছে তরঙ্গিণী,
যেন আমোদিনী তরঙ্গ নাচিছে,
হিল্লোলে বহিছে হরিনাম।
প্রেমবারি প্রেমে দ্রবময়ী, করি কুলুকুলু ধ্বনি
অবনীতে করিছে প্রচার—'দ্রব হও পরদুঃখে,
মিল আসি, এ প্রেম-প্রবাহে!'

গঙ্গা-সহচরীগণের গীত

আশ্রিত জন মাগিলে শরণ, তারি তরে মম অভয় চরণ,
ত্যজি কমণ্ডলু হর-জটা কটা, বহে কুলু কুলু ফেনিল ঘটা,
যে ডাকে মা ব'লে, লই তারে কোলে,
দূষিত, তাড়িত, কলুষজড়িত তাপিত অপরাধে॥

সুভদ্রা। শুনি যেন আনন্দের ধ্বনি চারিদিকে,
যেন দিকচয় করিতেছে জয় জয় ধ্বনি,
যেন দেববালাগণে তরঙ্গে তরঙ্গে খেলে!
হয় উত্তেজনা মনে,
দয়াময়ী সনে হৃদয় মিলায়ে রহি।
মরি মরি নৃত্য করে বারি,—
নরতাপ হরিবারে।

গঙ্গা-সহচরীগণের গীত

যতনে যে জন পালে আশ্রিত, তারে হেরি মম চিত্ত পুলকিত
আমোদিত সলিলোত্থিত, চাহি পরহিত,
শরণাগত যে জন রত—পূত পূজিত মম সম ব্রত,
ধরম করম সকল জনম, জীবন বহে অবাধে ॥

দণ্ডীরাজের প্রবেশ

দণ্ডী। মিথ্যাবাদী শঙ্করের দূত,
মিথ্যাবাদী ত্রিভুবন!
দুর্জ্জয় কেশব—পরাভব পুরন্দর যার তেজে,
কারে বা দুষিব কে যুঝিবে তার সনে?
হায়, ত্রিভুবনে না মিলিল আশ্রয় কোথায়!
আর আছে কি উপায়?
তুরঙ্গিণী সনে পশিব জাহ্নবী-জলে।

উত্তরা। দেখ গো জননি,
দীন হীন কেবা নাহি জানি,
কূলে বসি করিছে রোদন,—
বদনে বিষাদ মাখা!
হায়, হেরি মুখ—প্রাণ ফেটে যায়,
যেন নিরাশ-সাগরে ভাসে!
জ্ঞান হয় অনাথ নিশ্চয়,
শূন্যময় হেরি এ সংসার,—
ঝাঁপ দিতে আসিয়াছে জাহ্নবীর নীরে।

সুভদ্রা। সত্য দীন জন,
এস, দেখি, কেবা এ অনাথ!

দণ্ডী। ত্রিতাপহারিণী, তাপিততারিণী, হর-শির-নিবাসিনী।
তারিতে অবনী, পতিতপাবনী, পূতধারা-প্রবাহিনী॥
সন্তান তোমার, সহে না মা আর, কাতরে রাখ গো পায়
চাহ ত্রিনয়নে, করুণা নয়নে, অনাথ আশ্রয় চায়॥
অরি বলবান, নাহি আর স্থান, দুরিত-দলনী-বারি।
কেহ নাহি আর, এ জীবন ভার, কত মা সাহিতে পারি॥
অকূল পাথার, না হেরি নিস্তার, এ দীন শরণাগত।
রাখ মা আশ্রিতে, জুড়াও তাপিতে, পূর্ণ কর মনোরথ॥

সুভদ্রা। কে তুমি উন্মাদ প্রায় জাহ্নবীর তীরে?
কহ, কি বেদনা মনে?
যদি সাধ্য হয়, জানিহ নিশ্চয়,
করিব তোমার আমি শোক-বিমোচন।

দণ্ডী। কে তুমি গো মধুরভাষিণী?
কথা শুনি জুড়ায় তাপিত প্রাণ!
কিন্তু মাতা, বৃথা দেহ আশ্বাস আমায়,
জাহ্নবী-জীবনে,
তনু ত্যাগ বিনা নাহিক উপায় মম!
অভাগা অবন্তিপতি আমি—
সংসার-সমুদ্রে ভাসি;
শুনি মম দুখের বারতা, দুখ পাবে দয়াময়ি!
নারী তুমি, কি উপায় হবে তোমা হ'তে?
ত্রিজগতে কার শক্তি রক্ষিতে আমায়!

সুভদ্রা। কি হেন সঙ্কট, যার নাহিক উপায়?
কিবা মনস্তাপ কহ বিস্তারি আমায়?
কোন মহাপাপে দহে কি হৃদয়?

কিম্বা কোন শত্রু বলবান, করে অপমান,
ত্যজিবারে চাহ প্রাণ—মান-রক্ষা হেতু ?
কি অনর্থ ঘটেছে তোমার,
নাহি যার প্রতিকার ?

দণ্ডী। বিধিবিড়ম্বনে মোর কৃষ্ণ সহ বাদ,
নাহি শক্তিধর ত্রিভুবনে—
বিরোধিতে চক্রধর সনে।

সুভদ্রা। কহ মাতমান, অদ্ভুত কথন,
নারায়ণ বিরোধী কি হেতু ?
যদি ক'রে থাক কোন দুর্নীত আচার,
কৃষ্ণপদে মাগহ মার্জ্জনা,
অপার করুণা—ক্ষমিবেন অপরাধ।

দণ্ডী। নহি কোন দোষে দোষী, শুন গো জননি,
আনিলাম তুরঙ্গিণী কানন হইতে,—
প্রাণ সম সে অশ্বিনী মম !
সংবাদ নারদ দিল তাঁরে,—
চান কৃষ্ণ অশ্বিনী লইতে।

সুভদ্রা। শুনিলাম অদ্ভুত বারতা,
কভু কি অযথা কার্য্য করেন মাধব !
অশ্বিনী তোমার, তুমি না করিলে দান,—
রুষ্ট তাহে কোন্ হেতু যদুপতি ?

দণ্ডী। জাহ্নবীর নীরে, আসিয়াছি প্রাণ ত্যজিবারে,-
নাহি কহি মিথ্যা কথা।
শুনিলাম বারতা—যাদব-দূত মুখে,
না দিলে অশ্বিনী, মম সবংশে নিধন !

কামরূপী তুরঙ্গিণী করি আরোহণ,
করিলাম ভুবন ভ্রমণ।
বড় আশে গেলেম যথায়,
তদধিক নিরাশ তথায়—
কেহ নাহি হইল আশ্রয়দাতা !

সুভদ্রা। অসম্ভব কি শুনি কাহিনী !
মহাপরাক্রম যত ক্ষত্র রাজাগণ,
কেহ না আশ্রয় দান করিল তোমায় ?
কৃষ্ণদ্বেষী আছে বহু রাজা,
মহাতেজা, মহাধনুর্দ্ধর,—
যাও তথা, কহ মনোব্যথা,
নিশ্চয় আশ্রয় পাবে।
জরাসন্ধসুত যমদূত সম বলে,
বিপক্ষদমন শিশুপালের নন্দন,
ভগদত্ত, শাল্ব, শল্য আদি রাজাগণ,
যার কাছে যাবে, স্থান তুমি পাবে—
তবে কেন ত্যজ প্রাণ ?

দণ্ডী। কত আর কব গো তোমায়
মানব কি ছার,—
দেব-দৈত্য, অপ্সর-কিন্নর,
সাগর-তপন, পবন-শমন,
বিরিঞ্চি-বাসব স্থানে—এসেছি নিরাশ হ'য়ে
যাই শিব-স্থানে—পথে দেখা দুর্ব্বাসা সহিত,
ঋষি কয়,—"কৈলাস-আলয়
না পাইবে পরিত্রাণ।

মহেশ-আদেশে কহি যুক্তি যেই সার,—
ভারত বংশের বীর আশ্রিতপালক,
হবে হিত যথোচিত লইলে শরণ।"

সুভদ্রা। শিব-উপদেশ তবে কেন কর হেলা?

দণ্ডী। বীরহীনা বসুন্ধরা শুন সুহাসিনি,
বড় আশে রাজা দুর্য্যোধনে,
দুখ-কথা করি নিবেদন,—
শুনি উত্তর তাহার, বিদরিল হৃদয় আমার!
কহিল নৃপতি,—
"পাণ্ডব-সংহতি করি রণ-আয়োজন,
যাদব-বিগ্রহে এবে নারিব পশিতে,
ঘুচাও বিবাদ—কৃষ্ণে তুরঙ্গিণী দানে।"
দেব, দৈত্য, নর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
কত কব কি দিল উত্তর,—
বিদরে হৃদয় মাতা সে কথা স্মরণে।

সুভদ্রা। শরণাগতেরে কেহ নাহি দিল স্থান?
ধারণা না হয় মম মনে।

দণ্ডী। মনে মনে কৃষ্ণদ্বেষী আছে বহু জন,
কিন্তু পশিতে সম্মুখ-রণে পরের কারণে
কেন হৃদে না বাঁধে সাহস;
অপযশ শ্রেয় লইল মানি—
চক্রপাণি সহ রণ গণি অসম্ভব।
রাম রূপ ধরি হরি বাঁধিলা সাগর,
কিন্তু শুন কিবা সমুদ্র কহিল,
কহে,—"হরি সনে রণে,

সলিল শুকাবে অধিকার যাবে!
কিঙ্কর কি হয় কভু প্রভুর বিরোধী?"
নারায়ণ পারিজাত করিল হরণ,
ভাবিলাম পুরন্দর হবে বাদী,
কিন্তু অদ্যাবধি কাঁপে পুরন্দর—
চক্রের গর্জ্জন স্মরি!
ব্রহ্মা হতজ্ঞান—স্থান কোথা দেবে মোরে?
পথে যেতে ফিরাইল হর,—
চক্রধরে ত্রিভুবন ডরে।

সুভদ্রা। ত্যজ ভয়, মহাশয়, দানিব আশ্রয়,—
আইস মোর সাথে তুরঙ্গিণী ল'য়ে।

দণ্ডী। পাগলিনী তুমি মা জননি!
আছ সুখে পতি-পুত্র ল'য়ে,
ঠেকিবে বিপাকে কেন অভাগার তরে?

সুভদ্রা। শুন নৃপমণি, বীরাঙ্গনা বিপদ না জানে,
অহেতু যদ্যপি বাদী হন চক্রপাণি,—
তাঁরে আমি তিল নাহি গণি,
আশ্রিতপালন ধর্ম্ম মম।
পাণ্ডবঘরণী, যাদবনন্দিনী, সুভদ্রা আমার নাম

দণ্ডী। কি কহিলে?
কৃষ্ণসখা পাণ্ডবঘরণী,—কৃষ্ণের ভগিনী!
তুমি দিবে আশ্রয় আমায়?
অনাথে মা কেন কর প্রতারিত?
অর্পিবে যাদব-করে বুঝি অভিপ্রায়!

সুভদ্রা। অহেতু আশঙ্কা তুমি কেন কর চিতে?

বীরাঙ্গনা হ'তে, হীনকার্য্য অসম্ভব চিরদিন !
সত্য তুমি বলেছ রাজন্,
চিরদিন পাণ্ডবের সখা নারায়ণ,
কিন্তু, আশ্রিত বর্জ্জন কভু করে না পাণ্ডব !
শুন ধরাপতি, যার শক্তি সেই জানে।
পূজি শশাঙ্ক-শেখরী,
আশ্রিতে রক্ষিতে নাহি ডরি,—
হয় হ'ক ত্রিভুবন বাদী।
গঙ্গাতীরে সত্য করি কহি মহীপাল,
পতি-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন,
মজে যদি তোমার কারণ,—
তথাপি গো রক্ষিব তোমারে।
যে হয়, সে হয়, ত্যজ ভয়,—
এস মোর সাথে।

দণ্ডী। বিস্ময় জন্মায় চিতে কহি মা সরল,
শঙ্কা দূর নাহি হয় কোন মতে !
শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন চিরদিন এক প্রাণ,
কৃষ্ণ সনে বিবাদ কি সম্ভবে মা তাঁর ?
তুমি দয়াময়ী, দয়ায় আশ্বাস দান',
কিন্তু মাতা, অগ্র-পর না কর বিচার,
অপরাধী হবে তুমি পতির সদনে,—
আত্মীয়-স্বজনে কহিবে তোমারে কটু !
গৃহে ফিরি যাও গো জননি,
যা'হবার হইয়াছে মম ;
তুমি কেন মজ' মোর সনে !

সুভদ্রা। পাণ্ডবের রীতি তুমি নহ অবগত,
অসঙ্গত-বাণী, নৃপ, কহ সেই হেতু।
দেব-দৈত্য, যক্ষ-রক্ষসহ পাণ্ডব করিল রণ,
বাহুযুদ্ধে প্রীত ত্রিলোচন,
হত কালকেয়গণ পাণ্ডবের শরে!
যাদবের সনে বাদ উদ্বাহে আমার,—
শুন নাই এ সব কাহিনী?
পৃথিবীর বীরগণ যত,
কর দিল পাণ্ডব-প্রধানে।
গদাধর ভীমের বিক্রমে,—
জরাসন্ধ হত, হিড়িম্বা কির্ম্মীর পাত,
নিষ্কণ্টক তপোবন পাণ্ডব-শাসনে।
আশ্রিতপালন,
পাণ্ডবের লক্ষণ বিদিত ত্রিভুবনে।
কুন্তীদেবী পাণ্ডব-জননী,
পরহিতে সমর্পণ করিল নন্দনে,—
ভুবনে বিদিত কথা!
ত্যজ মনোব্যথা, এস ত্বরা, শঙ্কা কর দূর।

উত্তরা। মৌন কেন রহ মহীপাল?
পাণ্ডব-আশ্রয়ে তুমি কারে কর ভয়?
জে'ন স্থির, যদি কভু রবি-শশী খসে,
সাগরে না রহে জল, অনল শীতল,
মেরু যদি নড়ে, বিশৃঙ্খল ব্রহ্মাণ্ড যদ্যপি,
পাণ্ডব না আশ্রিতে ত্যজিবে।
শুন বাণী, নৃপমণি,

আমিও পাণ্ডব-কুল-নারী,
স্বচক্ষে দেখেছি, পাণ্ডব-কুলের রীতি;
ভদ্রাদেবী দেছেন আশ্রয়,—
যম-ভয় নাহি আর তব।

দণ্ডী। বুঝেছি মা, মজিব মজা'ব তোমা সবে।
ত্রিভুবন একত্রে মিলিবে যদুপতি আবাহনে;
মহারণে দুর্দ্দৈব ঘটিবে,—
কে আঁটিবে নারায়ণে?
কৃষ্ণ-বলে বলী মা পাণ্ডব,
কৃষ্ণ-বলে দহিল খাণ্ডব,
কৃষ্ণ-বলে বিজয়ী সংসার!
তাঁর সহ রণে—পরাক্রম সকলি টুটিবে!
পতি-পুত্র সনে কেন মা মজিবে?
গৃহে যাও—পশিব সলিলে!

সুভদ্রা। কদাচিৎ তোমারে না ত্যজিব রাজন—
স্থির এ প্রতিজ্ঞা মোর।
বংশক্ষয় হয় যদি রণে,
তিলমাত্র নাহি গণি মনে,
সত্য, কৃষ্ণ-বলে বলী পাণ্ডুপুত্রগণ,
কিন্তু, কৃষ্ণসখা—পাণ্ডবের ধর্ম্মের পালনে!
পাণ্ডুবংশ-নারী,
পরিহরি যাই যদি তোমারে ভূপাল,—
কুলে দিব কলঙ্কের কালি!
হবে অধর্ম্ম সঞ্চার, কৃষ্ণ সখা না রহিবে আর,
পাণ্ডুবংশ ছারখারে যাবে।

অনাথ নৃপতি তুমি, আজি পুত্র সম মম,
মজে যদি সকলি সমরে,
লইয়ে তোমারে দিক-অন্তে করিব প্রস্থান,—
ত্যজিব না তোমারে কদাপি।
আত্ম-হত্যা মহাপাপ জানত' ধীমান!
পুত্র বলি সম্ভাষি তোমারে,
রাখ বৎস, জননীর মান,—
তোমা হ'তে হবে মহা ধর্ম্ম উপার্জ্জন,
ত্রিভুবন করিবে কীর্ত্তন পাণ্ডবের যশোগান।
ক্ষত্র তুমি, কর রাজা ভীরুতা বর্জ্জন।

দণ্ডী। চল ভগবতী, চল মহাদেবী,—
শঙ্করী সহায় মম হেরি—পাণ্ডু-কুল-নারীরূপে।
তবে কিবা ভয়, জয় জয় পাণ্ডবের জয়!
নিরাশ্রয় আশ্রয় পাইল!—
শঙ্কা দূর শুভঙ্করি, তোমার প্রসাদে!

সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পাণ্ডব-অন্তঃপুর

ভীম ও দ্রৌপদী

ভীম। শুন দেবি, সন্ধি নাহি হইবে স্থাপন।
দুর্য্যোধন করিয়াছে পণ,
সুচ্যগ্রে মেদিনী নাহি করিবে প্রদান।
রাখ মতি গোবিন্দের পদে,
একমাত্র পাণ্ডব ভরসা জনার্দ্দন;
প্রতিজ্ঞা পূরণ তব অবশ্য হইবে,
সমরে কৌরবকুল হইবে নির্ম্মূল!
দুঃশাসন-হৃদয় বিদরি
লো সুন্দরি,—বেণী তব করিব বন্ধন।

দ্রৌপদী। একাদশ অক্ষৌহিণী কৌরব সহায়,
তাহে নারায়ণী সেনা দেছেন শ্রীহরি,
সেও অক্ষৌহিণী একাদশ;
শুনি গুণমণি, কৃষ্ণ সম বীর জনে জনে।
না বুঝি কেমনে তবে হবে রণ জয়!

ভীম। সুকেশিনি, কিবা হেতু কর লো সংশয়,

যেই লয়, কৃষ্ণের আশ্রয়, তার কোথা ভয় ?
নিশ্চয় জিনিব রণ, ভেব না ভাবিনি !

সহচরীর প্রবেশ

সহ। দেব, ভদ্রাদেবী মাগিছেন চরণ দর্শন।

ভীম। ভদ্রা দেবী! কিবা প্রয়োজন ?
(দ্রৌপদীর প্রতি)
যাও সতী, দ্রুতগতি আনহ দেবীরে।

দ্রৌপদী ও সহচরীর প্রস্থান

প্রয়োজন মাতার বুঝিতে কিছু নারি,
অবশ্য নহে ত' কোন সামান্য কাহিনী !
অমঙ্গল কিছু কি ঘটেছে দ্বারকায়,
কিবা হেতু কল্যাণী আসেন মম পুরে ?

সুভদ্রার প্রবেশ

সুভদ্রা। করি, দেব, চরণ বন্দন,—
সঙ্কটে পড়েছি, পদে রাখ বীরবর !

ভীম। কহ দেবি,—কি সঙ্কট তব ?
কার' সনে ঘটেছে কি বাদ-বিসম্বাদ ?
শমন কি স্মরণ করেছে কোন জনে ?

সুভদ্রা। অবধান ক্ষত্রিয়-প্রধান,
স্নান হেতু যাই গঙ্গাতীরে,—
হেরিলাম অনাথ জনেক,
মহা অভিমানে, মান রক্ষার কারণে,
অরি ডরে আসিয়াছে পশিতে সলিলে।
পাণ্ডব-বংশের নারী দেখিতে নারিনু,

পাণ্ডব-গৌরব মনে হইল উদয়,
দম্ভ করি দানিনু অভয় ;
করি মম আশ্বাসে বিশ্বাস—
আসিয়াছে মম বাসে।
আশ্রিত, শরণাগত দীন,—
সঙ্কটে ঠেকেছি আজি তাহার কারণে।

ভীম। করিয়াছ কুলরীতি মত গো কল্যাণি,
বিষাদ কি হেতু ভাব মনে ?
শরণাগতের তরে ত্যজিতে জীবন,—
পাণ্ডব না ডরে কভু জান সুবদনি !
বরাননি, উদ্বিগ্ন কি হেতু তবে ?
অর্জ্জুন কি অসম্মত সাহায্য প্রদানে ?

সুভদ্রা। ডরে তাঁর চরণে করিনি নিবেদন !

ভীম। কেন বৎসসে, কিবা ডর ?
জান না কি ফাল্গুনীরে তুমি ?
ভুবন হইলে অরি গাণ্ডীবী বিজয়
অভয় দানিবে, হবে আশ্রিত যে জন,—
নিষ্কণ্টক সুরলোক যার ভুজ-বলে !
সমাচার দিতে তারে কি আশঙ্কা তব ?

সুভদ্রা। দেব, জানি আমি সকল কাহিনী,
শুন শুন বীর গদাপাণি,
পাণ্ডব-আশ্রিত সনে কৃষ্ণের বিবাদ ;
শ্রীকৃষ্ণের ডরে,
কেহ তারে না দিল আশ্রয়,
অনাথ আইল তাই ত্যজিতে জীবন।

ভীম। সযতনে রাখ দেবি, আশ্রিতে আবাসে,
ধন্য ধন্য পাণ্ডব-কুলের তুমি নারী,
ধন্য তুমি যাদব-ঝিয়ারী !
যদ্যপি বিরোধ কভু কৃষ্ণ সনে হয়,
সম্ভব এ নয়,
রক্ষিব শরণাগতে প্রতিজ্ঞা আমার।
কিন্তু মা গো, শুনি সমাচার—
কৃষ্ণ সনে কি হেতু বিবাদ ?

সুভদ্রা। অবন্তির অধিপতি আছিল এ জন।
সুলক্ষণা তুরঙ্গিণী আনিল বন হ'তে,
সেই তুরঙ্গিণী—চিন্তামণি করিলেন সাধ,
কিন্তু প্রাণ সম সে অশ্বিনী তা'র,
নারিল ভূপতি, কৃষ্ণে করিতে অর্পণ।

ভীম। কহ সাধ্বি, কি হইল অতঃপর ?

সুভদ্রা। কৃষ্ণভয়ে, তরঙ্গিণী ল'য়ে পলাইল নরপতি ;
কামরূপী তুরঙ্গী-বাহনে,—
ত্রিভুবনে করিল ভ্রমণ
কিন্তু, কোথাও না পাইল আশ্রয় !

ভীম। অদ্ভুত আখ্যান,
কেহ তারে নাহি দিল স্থান ?

সুভদ্রা। ব্রহ্মলোকে করিলেন বিরিঞ্চি নিরাশ,
কহিলেন বিধি,—"আমি বিধি যাঁহার কৃপায়,
শত্রু তাঁর শত্রু মম,—তাহারে আশ্রয় ?
কদাচিৎ আমা হ'তে সম্ভব এ নয় !"

ভীম। অনুচিত হেন কথা কহিলেন ধাতা !

সুভদ্রা। পরে পুরন্দর-পুরে, ধর্ম্মরাজ-স্থানে,
বরুণ সমীপে, উপনীত হইল ক্রমে ক্রমে।
এক বাক্য সকলে কহিল, স্থান নাহি দিল ;
কহিল সকলে,—
"কিঙ্কর কি করে কভু প্রভু সনে বাদ !"

ভীম। আশ্রিত-পালনধর্ম্ম—অমর ভুলিল ?

সুভদ্রা। যক্ষ, রক্ষ, দানব, গন্ধর্ব্ব আদি যত,—
নাগ, নর, অষ্টবসু, দিকপালগণ,
বঞ্চিত করিল সবে ;
মনে ভয়, হবে ক্ষয় কৃষ্ণের বিগ্রহে !.

ভীম। যাও গুণবতি, গৃহে নিশ্চিন্ত হৃদয়ে।
কুল-লক্ষ্মী তুমি,
আসিয়াছ বাড়াইতে কুলের গৌরব।
ধর্ম্ম নরপতি, চিরদিন ধর্ম্মে তাঁর মতি,
উচ্চকার্য্য-সুযোগ-প্রয়াসী সদা,
মহা উচ্চ-কার্য্য তাঁর হবে পৃথিবীতে
তোমা হতে পাণ্ডুকুলবধূ !
আশ্রিতে আশ্রয় দানে পাণ্ডু-পুত্রগণে,
অর্জ্জিবে অতুল ধর্ম্ম অমূল্য জগতে!
সে ধর্ম্ম-অর্জ্জন হেতু তুমি বীরাঙ্গনা।
ধন্য ধন্য দয়াময়ী আশ্রিত-পালিনী,
জগন্মাতা অভয়াস্বরূপা ভবে !
হৃদয়ের লহ আশীর্ব্বাদ,
ধর্ম্ম-সাধ চিরদিন পূর্ণ হ'ক তব।

সুভদ্রা। প্রণাম চরণে, মাগে বিদায় নন্দিনী !

ভীম। যাও বৎসে,
অঞ্জন-বিহীনা নিরঞ্জনের ভগিনী।

সুভদ্রার প্রস্থান

বিবরণ করিয়া শ্রবণ,—
ধর্ম্মরাজ হইবেন আনন্দে মগন।

অর্জ্জুনের প্রবেশ

অর্জ্জুন। দেব, গোবিন্দ হবেন মম সারথী সমরে।
বহু সৈন্য সংগ্রহ করেছে দুর্য্যোধন,
তথাপি ধার্ম্মিক রাজগণ, স্বপক্ষ হইল সবে;
নিবেদিছি ধর্ম্মরাজ-পদে সমাচার,
আসিয়াছি নিবেদতে চরণে তোমার।
ভীম। ভাই, শুনেছ কি অবন্তি-রাজার বিবরণ?
অর্জ্জুন। শুনিলাম দ্বারকায়,
রাজ্য ত্যজি সে না কি গিয়াছে কোথা চলি।
ভীম। আসিয়াছে নরপতি বিরাট-ভবনে,
কৃষ্ণ-ভয়ে পাণ্ডবের লইতে আশ্রয়।
অর্জ্জুন। দণ্ডীরাজ—পাণ্ডব-আশ্রিত?
ভীম। চমৎকৃত হয়ো না ফাল্গুনি!—
দেব-নাগ-নরে, গন্ধর্ব্ব-কিন্নরে,
যক্ষ-রক্ষ দিক্‌পাল আদি—
কৃষ্ণবাদী কে দিবে আশ্রয়?
ধর্ম্মরাজ কার জ্যেষ্ঠ ভাই?
ধর্ম্ম-নীতি কে শিখিবে ভবে,
ধর্ম্ম-আত্মা ধর্ম্মরাজে না করিলে সেবা?

প্রাণ বিসর্জ্জনে—আশ্রিত পালনে,
উপদেশ কেবা দিবে ?

অর্জ্জুন। কঠোর ক্ষত্রিয় তুমি বীরকুলোত্তম,
ক্ষত্রধর্ম্ম একমাত্র তুমি অবগত।
কনিষ্ঠ তোমার, দেব, তব অনুগামী ;
দিব ঝাঁপ অনলে নিশ্চয়—
আশ্রিতরক্ষণ হেতু।
ভাবি, বীর, নিষ্কণ্টক হ'ল দুর্য্যোধন !

ভীম। নিষ্কণ্টক দুর্য্যোধন ?
কদাচ না ভেব মনে !
ধর্ম্ম-যুদ্ধে অবশ্য লভিব জয়।
শ্রীহরি ধর্ম্মের সখা,—
স্মরি তাঁরে জিনিব তাঁহারে।
কিন্তু যদি হয় পরাজয়,
কণ্টক-শয্যায় তবু শোবে দুর্য্যোধন !
রাজসূয়ে বৈভব হেরিয়ে—
ঈর্ষ্যায় করিল দুষ্ট—ছল অক্ষ-ক্রীড়া।
শত গুণে পুনঃ মূঢ় জ্বলিবে ঈর্ষ্যায়,
শুনিবে যখন,
পাণ্ডব-আশ্রিত হেতু ত্যজেছে জীবন !
পুনঃ কহি শুন ধনুর্দ্ধর,
উল্লসিত হয় যদি মূঢ় পাণ্ডবের পরাজয়ে,
এল গেল কিবা তায় ?
রাজ্য ল'য়ে থাকুক কুশলে।
এস, ত্যজি কলেবর অতুল গৌরবে ;

দীননাথ হরি শরণাগতের ত্রাণ,
রক্ষিব শরণাগতে তাঁহার স্মরণে।

অর্জ্জুন। রাজা যদি হন অসম্মত ?

ভীম। ধর্ম্মরাজ অসম্মত ?
বাঞ্ছিত-কর্ত্তব্য-কার্য্য-সুযোগ উদয়,—
হইবেন ধর্ম্মরাজ অতি উল্লসিত !
জান' ত নিশ্চিত—
ধর্ম্মপথে মতিগতি তাঁর !

অর্জ্জুন। দেব, তব পদে শত নমস্কার,
হ'ল মম ভ্রান্তি নাশ,—
বিকাশ অন্তর তব বীরবাক্য শুনে।
অসম্ভব সম্ভব যদ্যপি হয়,
মক্ষিকায় চা'লে মেরু,
রণভঙ্গ তব যদি হয় সংঘটন,
যুদ্ধ-ভয় উদয় হৃদয়ে তব,
তথাপি প্রতিজ্ঞা শুন, হে বীরকেশরি,
রক্ষিতে আশ্রিতে নাহি ডরিব কেশবে।
সহদেব-নকুলে লইয়ে,
চল ভাই, ত্বরা যাই নৃপতি সদনে,
করি যুক্তি মিলি পঞ্চজনে।

ভীম। যুক্তি কিবা ?—নিশ্চয় বুঝিব।

অর্জ্জন। নিশ্চয় অগ্রজ বীর্য্যবান।

উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মন্ত্রণা-গৃহ

কুন্তী ও যুধিষ্ঠির

কুন্তী। শুন যুধিষ্ঠির, অন্তর অধীর,
বিপদের নাহিক অবধি,
আশ্রয় দিয়াছে ভদ্রা অবন্তি ঈশ্বরে,
কৃষ্ণ সনে বাদ তার!
শুনি, বৃকোদর করিয়াছে পণ—
সুভদ্রার অনুরোধে,
যুঝিবে কৃষ্ণের সনে দণ্ডীর রক্ষণে।
দ্বন্দ্ব কৃষ্ণসনে, সন্দ হয় মনে,
পাণ্ডু-কুল হইল নির্ম্মূল;
প্রতিকূল বিধি, তাই এত বিড়ম্বনা!

যুধি। শুনিয়াছি কৌরব সদনে,
এসেছিল দণ্ডী নরপতি,—
বিরোধ শ্রীপতি সনে।
জেনে শুনে ভদ্রা তারে আনিয়াছে ঘরে?

কুন্তী। উন্মাদ ক'রেছে বৃকোদরে,
করিয়াছে পণ, তব বাক্য করিবে হেলন,
নিবারণ কর যদি দণ্ডীরে রাখিতে!

যুধি। নিশ্চয় কৃষ্ণের ছল জেন'গো জননি,
কৃষ্ণের ভগিনী নহে কৃষ্ণের বিরোধী!

কৃষ্ণ-দ্বেষী জনে কেন স্থান দিবে পুরে ?
অবশ্য রহস্য কোন থাকিবে ইহার।

ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের প্রবেশ

কুন্তী। বৃকোদর,
এ বৃদ্ধ বয়সে ব্যথা দিও না মায়েরে !
ইন্দ্র সম অরি দুর্য্যোধন,
উপস্থিত রণ,
হরি মাত্র পাণ্ডব সহায় ;
রণে, বনে, দুর্গমে, সঙ্কটে—
পাইয়াছ পরিত্রাণ যাহার কৃপায়,
দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ,
দুর্ব্বাসাপারণে ত্রাতা শ্রীমধুসূদন,
পাণ্ডব বান্ধব নাম !
তুচ্ছ দণ্ডী হেতু, কর দ্বন্দ্ব তার সনে ?

ভীম। জননি, কি নাহি জানি কৃষ্ণের মহিমা !
জানি না কি হর্ত্তা কর্ত্তা ত্রাতা জগন্নাথ !
দেহ মন প্রাণ,
পাণ্ডবের হরি বিনা কেবা আর ?
কার কৃপাবলে নতশির পৃথিবীর রাজাদলে ?
কিন্তু কৃষ্ণ সখা কি কারণে পুত্রের তোমার—
ভুলেছ কি মহাদেবী ?
তব ধর্ম্মবলে—ধর্ম্মরাজের জননি !
ব্রাহ্মণনন্দন হেতু অর্পিলে নন্দনে—
ভয়ঙ্কর বক নিশাচর-মুখে।

চিরদিন সয়ে মা যন্ত্রণা,
করিয়াছ ধর্ম্ম-উপাসনা,
পাণ্ডব-বান্ধব কৃষ্ণ তব পুণ্যবলে।
ঘটে যদি হরি সহ বাদ, ভেব'না বিষাদ,—
তথাপি পাণ্ডব-সখা হরি,
নহে ধর্ম্মে কেবা দেয় মতি?—
আশ্রিতপালন-ব্রতে করে উত্তেজনা?
জান না কি আশ্রিততারণ নারায়ণ!
তবে মাতা, কেন কর ভয়?
রণ যদি হয়, বিজয় নিশ্চয়,
অভয় চরণে বঞ্চিত হব না পঞ্চজনে,
পাণ্ডব ভরসা শ্রীচরণ।
পদে তাঁর রাখিয়ে বিশ্বাস,
কবে কেবা হয়েছে নিরাশ,
হতাশ কি হেতু মাতা?
দয়াময় আশ্রিত-আশ্রয়,
রুষ্ট না হইবে কৃষ্ণ আশ্রিত পালনে।

যুধি। বিষম বৈষ্ণবী-মায়া বুঝিতে না পারি,
শুধাই তোমায়,
কেবা কবে পাইয়াছে ত্রাণ, শত্রু করি ভগবানে?

ভীম। শুনেছি শ্রীমুখে বারেবার,
হরি কভু আর নহে কার,
মিত্রভাব, শত্রুভাব—তারণ কারণ!
যদি তনু হয় ক্ষয়, কিবা তাহে ভয়?
পার হ'ব ভবার্ণব গোখুর সমান!

আজীবন, মহারাজ, সয়েছ যন্ত্রণা,
ব্রত তব ধর্ম্ম-উপাসনা,
সেই ব্রতে পূর্ণাহুতি দেহ নরনাথ,—
ধর্ম্মহেতু ধর্ম্ম-আত্মা শরীর বর্জ্জনে।

যুধি। দারুণ সংশয় উদয় হৃদয়ে ভাই,—
সারধর্ম্ম কৃষ্ণপদ জানি চিরদিন,
বুঝি শ্রীপদে হ'য়েছি অপরাধী !
শত্রু-ভাবে নহে ভাই আমার সাধন,
তবে কেন শত্রু ভাবে আজি জনার্দ্দন,
আশ্রিতপালন কর্ত্তব্য নিশ্চয় জানি,
কিন্তু তা'হ'তে কর্ত্তব্য—কৃষ্ণ-চরণ-শরণ !
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ত্যজি বিভীষণ, রামে কৈল পূজা,
ত্যজি আপন জননী, ভরত পূজিল চিন্তামণি,
পিতৃঘাতী-শত্রু-সেবা করিল অঙ্গদ,
অতুল সম্পদ শ্রীপদ পাইল তায় !
পড়ি পাছে বৈষ্ণবী মায়ায়,
তাই শঙ্কা হয়, বৃকোদর !

ভীম। একমাত্র উপায় কেবল, ভেদিতে বৈষ্ণবী-মায়া—
শিখিয়াছে দাস, দেব, তব উপদেশ।
স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয়ঃ যার,
তার 'পরে মায়ার নাহিক অধিকার !
রাজধর্ম্ম, ক্ষত্রধর্ম্ম—আশ্রিত-রক্ষণ,
রণ আকিঞ্চন ক্ষত্রিয়ের।
পিতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, ইষ্টদেব গুরু,
আবাহন যে করে সমরে—

প্রবোধিতে তারে, ক্ষত্র-রীতি চিরদিন।
ভীরু করে গুরু বলি সমরে সম্মান !
পৃষ্ঠ দেয় রণে, মিথ্যা বোধ দিয়া নিজ মনে,
নাহি বুঝে—ভয় নয় ধর্ম্ম-আচরণ।
কহিলে রাজন,
ধর্ম্ম হেতু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ত্যজে বিভীষণ,
ধর্ম্ম হেতু তব বাক্য করিব হেলন—
নিবারণ কর যদি আশ্রিতরক্ষণ।

অর্জ্জুন। কহ মাতা, কি হেতু চিন্তিত ?
যে করেছে আশ্রিতে রক্ষণ,
কবে তার হয়েছে পতন ?
ভেব' না, মা, শ্রীকৃষ্ণ বিরূপ,
অরি-রূপ ধরি ধন্য করিবেন কুল,—
ধন্য ধন্য তুমি মা জননি,
আশ্রিতপালন-শক্ত পুত্র গর্ভে ধরি।

যুধি। এ সঙ্কটে কাণ্ডারী শ্রীহরি।
বাড়িল রজনী, যাও সবে নিজ স্থানে,
প্রভাতে করিব যুক্তিমত।
জেন' ভীম, জেন' হে অর্জ্জুন,
প্রাণভয়ে নাহি দিব ধর্ম্মে বিসর্জ্জন !

কুন্তী। হরি, পার কর এ সঙ্কটে।

সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রান্তরমধ্যস্থ কুটীর

ঘেসেড়া ও ঘেসেড়ানী

গীত

উভয়ে।— কালা রাত্তি চলে সাঁই সাঁই সাঁই।
ঢাল পিয়ালা ঢাল—চাই চেক্‌নাই॥
পু-ঘে।— ঢাল চেক্‌না বদন তোর চেক্‌না হবে,
স্ত্রী-ঘে।— ঢেলে নে, ভাল তোরে বাস্‌ব তবে ;
পু-ঘে।— ভর পিয়ালা পিয়ে দে না,
স্ত্রী-ঘে।— পড়ি ঢলে ঢলে মোরে ধরে নে না ;
পু-ঘে।— চুমি তোর আঁখি লালি,
স্ত্রী-ঘে।— সর্ সর্ দেব গালি ;
পু-ঘে।— মজা উড়ানা প্রাণে তোর দরদি কি নাই ?
স্ত্রী-ঘে।— তোর বেইমানি ভারি রে তোরে বাতাই॥

স্ত্রী-ঘে। চুপ, থাম! ওই আস্‌ছে।

পু-ঘে। কেন রে খেঁদী ?

স্ত্রী-ঘে। ওই খুরের শব্দ পাচ্চিস্ নি ?

পু-ঘে। খুরের শব্দ কি রে ?—পায়ের শব্দ !

স্ত্রী-ঘে। ওই ঘুড়ীভূত।

পু-ঘে। ঘুড়ীভূত কি রে ?

স্ত্রী-ঘে। ঘুড়ীভূত কি ? সে দিন—সেই রাজা ঘুড়ী চ'ড়ে এ'ল। বল মানিস্ কি না ?

পু-ঘে। মানি।

স্ত্রী-ঘে। তবে ঘুড়ীভূত—মানিস্ নি বল্‌চিস্ ?

পু-ঘে। তা এল এল, তা ঘুড়ীভূত কি।

স্ত্রী-ঘে। পট্ পট্ কাণ নাড়ে, কেমন ?

পু-ঘে। কান নাড়ে তা কি ?

স্ত্রী-ঘে। শোন আগে বলি। কথা ব'লতে গেলে মুখ-খাবা দিস। কাণ নাড়ে ত ?

পু-ঘে। নাড়ে।

স্ত্রী-ঘে। ল্যাজ নাড়ে ?

পু-ঘে। নাড়ে।

স্ত্রী-ঘে। পা ছোড়ে ?

পু-ঘে। ছোড়ে।

স্ত্রী-ঘে। কেউ কাছে গেলে কাম্‌ড়াতে আসে ?

পু-ঘে। আসে।

স্ত্রী-ঘে। এই বোঝ, ঘুড়ীভূত কি না বোঝ।

পু-ঘে। হাঃ হাঃ,—তবেই তুই ঘোড়ার ঘাস কেটেছিস !

স্ত্রী-ঘে। তুই ঘোড়াভূত মান্‌বি নি ?

পু-ঘে। না।

স্ত্রী-ঘে। মান্ বলচি, নইলে অমি খুনোখুনি হব।

পু-ঘে। মিছে কেন ব'কৃচিস্, নে নে, আয় গান করি আয় !

স্ত্রী-ঘে। আগে মানবি কি না বল, তার পর তোরে বুঝে নিচ্চি,—তুই কত বড় ঘেসেড়া ! ওঃ ঘোড়াভূত মান্‌বে না—আর ঘেসেড়াগিরী কর্‌বে !

পু-ঘে। তোর মত ত' আর আমি মাতাল হই নি।

স্ত্রী-ঘে। আচ্ছা মাতাল হ'য়েছি—হ'য়েছি ; তুই ঘোড়াভূত মান্‌বি কি না বল ?

পু-ঘে। না।

স্ত্রী-ঘে। তবে বেরো তুই! তোর মত পাঁচ পোণ ঘেসেড়া আমি এখনি বাজার থেকে নিয়ে আস্‌বো। আমার সাফ কথা,—ঘোড়াভূত মানতে চাও, আমার সঙ্গে থাক, ভাত বেড়ে দিচ্চি খাও। আর যদি না মান্‌তে চাও—বেরোও! বেরো এখনি।

দ্বারকার দূতের প্রবেশ

পু-ঘে। আচ্ছা ওই একজন মানুষ আস্‌চে, ওকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, ঘোড়াভূত আছে কি না?

দ্বা-দূ। ওগো বাছা, আমি বিদেশী, আমায় একটু জায়গা দিতে পার?

স্ত্রী-ঘে। তুমি ঘোড়াভূত মান?

দ্বা-দূ। খুব মানি।

স্ত্রী-ঘে। ওই শোন্‌ পোড়ারমুখো! (দূতের প্রতি) আচ্ছা, ঘোড়াভূত কেমন বল?

দ্বা-দূ। আচ্ছা, তুমি বল—তুমি বল।

স্ত্রী-ঘে। আচ্ছা, আমি বল্‌চি! খট্‌ খট্‌ চলে, পট্‌ পট্‌ কাণ নাড়ে, সর্‌ সর্‌ ল্যাজ ঝাড়ে, কেমন?

দ্বা-দূ। ঠিক্‌।

স্ত্রী-ঘে। বল্‌ পোড়ারমুখো, এখন মান্‌বি কি না?

পু-ঘে। আচ্ছা, তুই ঘোড়াভূত, ঘোড়াভূত—কি ব'ল্‌চিস্‌?—আমায় বুঝিয়ে ব'ল্‌তে পারিস?

স্ত্রী-ঘে। তোর আক্কেল থাকে তো তোরে বোঝাই! বোঝ্‌, রাজাটা যে এলো, রাজার আস্তাবলে ঘুড়ী রাখ্‌লে রাখ্‌তে পারতো,—তা নয়, আলাদা বাড়ীতে ঘুড়ী নিয়ে আছে। ঘুড়ীটা রাজা ছাড়া কারেও কাছে ঘেঁস্‌তে দেয় না, সন্ধ্যে হ'ল তো দোর দিলে, আর ভোর না হ'লে খুল্‌বে না! এই তো বোঝ্‌, ঘোড়াভূত কি না? ওই আস্‌চে!—

দূরে উর্ব্বশীর প্রবেশ

উর্ব্বশী। নিশীথিনী ভয়ঙ্করী আজি তারকা-চন্দ্রমা-হীনা,
অদৃষ্টের প্রতিরূপ মম।
ভীষণ পবন-স্বন মিশিতেছে দীর্ঘ শ্বাসে,
হাহাকার প্রতিধ্বনি জলদ গর্জ্জন,
ধারা বরিষণে ঘন আবরণ—
দূরে যাবে যামিনীর,
হাসিবে সীমান্তে চন্দ্র পরি।
কিন্তু আনিবার আঁখি-ধারা বরিষণে,
ঘোর দুখ-তম নাহি যাবে দূরে,
সুখের চন্দ্রমা নাহি উদিবে ললাটে।
মজিল অবন্তিপতি আমার কারণে,
পাণ্ডুবংশ ধ্বংস বুঝি হয়!
পাপ ক্ষয় কত কালে হবে,
দেখিতে দেখিতে ব'হে গেল কত দিন!

স্ত্রী-ঘে। ওই দেখ্‌ছিস, ঘোড়াভূত মানিস নি! ঘাস খেতে এয়েছে,—(দূতের প্রতি) কেমন বল, ভূত নয়?

দ্বা-দূ। ঠিক ঠাক্!

স্ত্রী-ঘে। তুমি ব'স, তোমাদের কোন দেশ?

দ্বা-দূ। সে অনেক দূর।

স্ত্রী-ঘে। তা হ'ক, তোমাদের দেশে ঘোড়াভূত আছে?

দ্বা-দূ। ঢের, রোজ মাঠে এমন বিশ ত্রিশটা চরে।

স্ত্রী-ঘে। (ঘেসেড়ার প্রতি) শোন মুখপোড়া, তবে না কি ঘোড়াভূত নেই! (দূতের প্রতি) কেমন, তোমাদের ঘোড়াভূত দিনের বেলা ঘোড়া হ'য়ে থাকে—আর রেতের বেলায় ঠিক ভূত হয়?

দ্বা-দু। হুঁ, রেতের বেলায় ধেই ধেই ক'রে নাচে।

স্ত্রী-ঘে। না—না, নাচে নয়—কাঁদে।

দ্বা-দু। না না, ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদে নয়, কাঁদে কেমন জান'? উঃ—আঃ! ওই দেখ, এইবার কাঁদ্‌বে,—

উর্ব্বশী। ওহো-হো দারুণ বিধাতা,—
এ দশায় কেননা হইনু স্মৃতি-হারা!
মনে জাগে স্বর্গের বসতি,
মনে জাগে নন্দন কানন,
মনে জাগে মন্দারের মালা,
দেবের সহিত খেলা,
মনে পড়ে নিতম্বিনী অপ্সরী সঙ্গিনী,
নৃত্য-গীত-মঞ্জীরের ধ্বনি,
আনন্দে অমৃত পান।
দহে, স্মৃতি দহে দাবানল সম,
অশ্বিনী-হৃদয়ে দহে স্মৃতি।
দুর্গতি, দুর্গতি—
যা'ক স্মৃতি অতল সলিলে,
পরমাণু হোক তনু!

স্ত্রী-ঘে। দেখ, তোমার কি বোধ হয়? আমার বোধ হয়, আর জন্মে এটা সাপ ভূত ছিল, নইলে এমন ফোঁস ফোঁস ক'রে নিঃশ্বেস ফেল্‌বে কেন?

দ্বা-দু। ছিলই তো; আমি জানি, আমাদের বাড়ীর কাছে একটা হাঁড়লের মধ্যে ছিল।

স্ত্রী-ঘে। বটে, তুমি গুণিন্ না কি?

দ্বা-ঘে। হুঁ।

স্ত্রী-ঘে। তবে একটা কাজ ক'র্‌তে পার, এটাকে কূপোয় পুরতে পার? মিন্সে মদ খেয়ে প'ড়ে ঘুমোয়,আর ওটা খট্ খট্ ক'রে বেড়ায়,আমার প্রাণ কাঁপতে থাকে।

দ্বা-দূ। আচ্ছা বল দেখি, এখন ও কি রকম ভাবে আছে?

স্ত্রী-ঘে। আর ভাব কি? ওর গুণিন্‌টা ওর পিঠে চড়ে এ'ল, সন্ধ্যাবেলা হ'লেই দোর দেয়, ভারি রাত্রি হ'লে একবার হাওয়া খেতে ছেড়ে দেয়। ভোর হ'লেই চার পা তুলে ছুটে বাড়ীর ভেতর সেঁদোয়!

দ্বা-দূ। আচ্ছা চার পা কি ক'রে হয়?

স্ত্রী-ঘে। না—এ ভূত ধরা তোমার কর্ম্ম নয়! চার পা কি ক'রে হয়, তাই জান না!—তুমি আবার ভূত ধ'রবে!—চুপ!

উর্ব্বশী। ছিঃ ছিঃ এত কি লাঞ্ছনা ছিল ভালে!
যে অর্জ্জুন আমারে ঠেলিল পায়,
তার প্রেয়সীর গৃহে আজ আমি দাসী!
ধিক কলেবরে!—
অক্ষয় অমৃত পানে,
অনলে না জ্বলে, সলিলে না হয় নাশ!
তীক্ষ্ণ-অস্ত্র মর্ম্মে নাহি পশে!
হায় হরি, গোলোক বিহারী,
উরুদেশ হ'তে,
সৃজিলে কি মোরে—
দিতে এ দারুণ তাপ?
অসময়ে দেহ দেখা!

স্ত্রী-ঘে। ঐ গুণিন্ রাজাটা আস্‌ছে। এইবার ধ'রে নিয়ে গে, আস্তাবলে পূরবে।

দণ্ডীর প্রবেশ

দণ্ডী। প্রিয়ে, প্রভাত নিকট,—
নহে আর উচিত তোমার—
প্রান্তরে রহিতে একা।
অকস্মাৎ রূপের বর্ত্তন,
কেহ যদি করে দরশন,
চমৎকৃত হবে—
আরোপিত গল্প কত উঠিবে নগরে!
রোদনে কি হবে তব শাপ বিমোচন?
বিফল কি হেতু করি তাপ!

উর্ব্বশী। মর্ম্মব্যথা তুমি কি বুঝিবে?
শ্বাস-রুদ্ধ হয় মম মৃত্তিকার গৃহে!
প্রান্তরে আসিয়ে, শিরে হেরি নীলাম্বর,
হেরি উজ্জ্বল তারকামালা,—
ভুবনমোহিনী বেশে ভ্রমিতাম যথা।
হেরি ছায়াপথ—
যেই পথে যাইতাম দেবেন্দ্রে ভেটিতে!
হেরি মেঘদল চলে,
ভাবি মনে—
বিদ্যুৎ-অঙ্গিনী কোন সঙ্গিনী আমার
যাইতেছে কোন লোকে।
যাও, রাজা, যাও—
কারাগারে পশিব এখনি।
ক্ষণেক বিরাম তরে এসেছি হেথায়,
ব্যাঘাত তাহাতে নাহি কর'।

দণ্ডী। অধীরা নিতান্ত হেরি, সুন্দরি, তোমায়
আপাততঃ কয় দিন হ'তে।
বিষময় যেন তব জ্ঞান হয় মোরে!
রাজ্যহারা, বন্ধুহারা, পরান্ন-পালিত,
দুর্গতি হ'য়েছে কত তোমার কারণে।
পলমাত্র তোমারে না হেরি,
আকুল আমার প্রাণ!
কিন্তু তব এ কোন বিধান?
কাছে গেলে ভাস' নয়নের জলে,
স্পর্শে যেন অগ্নি লাগে কায়!
চেয়ে থাকি তোমার বদন পানে
তৃষিত নয়নে—
বদন ফিরা'য়ে লও।
বুঝিতে না পারি কিবা তব আচরণ!

উর্ব্বশী। কল্পনায় কভু কি হে পেয়েছ আভাস,
কি ছিলাম হইয়াছি কিবা?
পৃষ্ঠোপরে করিয়া বহন দেখা'য়েছি স্বর্গপুরী।
কিন্তু মানব-নয়ন,
যোগ্য নহে সৌন্দর্য্য হেরিতে—
পেচক যেমতি রবিকর হেরিতে অক্ষম।
ছিল জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতির গঠিত কায়,
রূপের ছটায় মুগ্ধ হ'ত ইন্দ্রের নয়ন!
এবে মাথা মৃত্তিকায়, লুটাই ধরায়!
বহিয়ে মন্দার-গন্ধ ছানিত সমীর—
শীতল স্পর্শিত কায়;

বহি পূতি-গন্ধ ভার,—
তীক্ষ্ণ তীর সম এ সমীর বিন্ধে দেহে।
কীটপূর্ণ-বারি পান—সুধা বিনিময়ে,
কত সহে—কত সহে!
মৃত্যু নাই, এ যন্ত্রণা কেমনে এড়াই!

দণ্ডী। হ'ক স্বর্গ যতই সুন্দর,
কিন্তু প্রেমহীন স্থান সে নিশ্চয়।
নহে মম প্রেমে—
পাইতাম প্রতিদান তোমার নিকটে।
জ্ঞান হয়—স্বর্গভোগ বিলাস কেবল,
হৃদয়ের বিনিময় নাহিক তথায়!

উর্ব্বশী। মহারাজ, কর'না ভর্ৎসনা,
বড়ই যন্ত্রণা মনে।
ভালবাস যদ্যপি আমায়,
অপরাধ ক্ষম, ভূপ, অবলা ভাবিয়ে!
চল যাই—প্রভাত নিকট।

উভয়ের প্রস্থান

স্ত্রী-ঘে। ওই ওর গুণিন্ মন্ত্রের চোটে সঙ্গে নিয়ে যাচ্চে,—এই বেলা ধর।

দ্বা-দূ। কাল, কালসাঁজিতে ধ'র্‌বো।

স্ত্রী-ঘে। তবে তুমি আজ এখানে থাক'।

দ্বা-দূ। থাক্‌বই ত'।

পু-ঘে। ওঃ তোর যে ভারি আমোদ দেখ্‌ছি। তুই ত' ভূতের রোজা, আমি আবার তোর রোজা।

দ্বা-দূ। কেন বাপু, কেন বাপু! আমি বিদেশী অতিথি!

পু-ঘে। তুই গোয়ান্দা।

স্ত্রী-ঘে। ও আবাগীর বেটা, তোর মতিচ্ছন্ন ধ'রেছে! এদিকে ঘোড়াভূত গর্জ্জাচ্চে আর তুই গুণিনকে খ্যাপাচ্ছিস্।

পু-ঘে। দাঁড়া গুণিন্, তোকে আজ থোলের পুরে ভীম ঠাকুরের কাছে নিয়ে যাচ্চি!

স্ত্রী-ঘে। ও মুখপোড়া থাম্—ও মুখপোড়া থাম্! ও ভাল গুণিন্, এখনি তোকে ধুলোপড়া দেবে।

পু-ঘে। দাঁড়া বেটা, আমি এখনি দু'মুটো বালিপড়া ওর চোখে ঝাড়ছি! (দূতের প্রতি) কে তুই বল?

দ্বা-দূ। আমি বিদেশী।

পু-ঘে। বিদেশী তো জানি, কে তুই?

স্ত্রী-ঘে। তোর কি?

পু-ঘে। (দূতের প্রতি) তুই সন্ধান নিতে এসেছিস্—তুই গোয়েন্দা।

স্ত্রী-ঘে। গোয়েন্দা বটে, তা তুই কি ক'র্‌বি?

পু-ঘে। ছ্যাখ্ না, আধাছানার মোণ্ডা খাওয়াব।

স্ত্রী-ঘে। ও মিন্সে, গোয়েন্দা কিরে মিন্সে—গোয়েন্দা কিরে মিন্সে? ও যে গুণিন্, গোয়েন্দা তো ভূতের রোজা!

পু-ঘে। দাঁড়া না, ওকে সোজা ক'রে দিচ্চি!

দ্বা-দূ। দেখ বাছা, তুমি সাম্‌লাও, ওই ঘোড়াভূতটা এর ঘাড়ে চেপেছে।

স্ত্রী-ঘে। ওগো, তবে তুমি ঝাড়িয়ে দাও—তবে তুমি ঝাড়িয়ে দাও!

পু-ঘে। তুমি থপ্ ক'রে এই কেলে হাঁড়ীটে নিয়ে এর মাথায় চাপিয়ে দাও।

স্ত্রী-ঘে। ওগো আমি পার্‌বো না—আমি পার্‌বো না!

জনৈক সহিসের প্রবেশ

সহিস। ওরে বাপ্‌রে মা'রে! সত্যিই ঘোড়াভূত রে!

স্ত্রী-ঘে। ও মা কি হবে—ও মা কি হবে!

পু-ঘে। সিদে, ধর ব্যাটাকে, ব্যাটা গোয়েন্দা!

সহিস। ওরে বাপ্‌রে—ওরে বাপ্‌রে, আমার বুক ধড়ফড় ক'চ্চে! চাটি মাস্তে মাস্তে রেখেছে! ওরে বাপ্‌রে—ওরে বাপ্‌রে! কোথাকার গণ্ডী দেওয়া রাজা, ঘুড়ীভূত এনে পূর্‌লে রে!

দ্বা-দূ। কি কি দণ্ডী রাজা?

পু-ঘে। হ্যাঁ হ্যাঁ,—তোকে এই ঠাণ্ডি গারদে পূরি দাঁড়া। সিদে ধর—এই ব্যাটাই ওস্তাদ?

সহিস। এই ব্যাটা ওস্তাদ! তবে আর তুই যাবি কোথা?

পু-ঘে। চল টেনে নিয়ে চল, ভীম ঠাকুরের কাছে নিয়ে যাই চল।

উভয়েই দূতকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান

স্ত্রী-ঘে। ওরে বাপ্‌রে, সর্ব্বনাশ হলো রে!—কি ঘোড়াভূতের উপদ্রব রে—

প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

দ্বারকার কক্ষ

অনিরুদ্ধ ও শ্রীকৃষ্ণ

অনি। অবধান, যাদব-প্রধান,
ভ্রমি ত্রিভুবন, এল দূতগণ—
দণ্ডীরাজ অন্বেষণ কেহ না পাইল।
দূতগণ যাইল যথায়, শুনিল তথায়—
এসেছিল দণ্ডীরাজ সাহায্য কারণে।

কিন্তু কেবা শক্তি ধরে
যদু বীর সহ বাদ করে—
সর্ব্বস্থানে হইল বিমুখ!
শেষে এক বার্ত্তাবহ সংবাদ আনিল,
জাহ্নবীর তীরে তারে দেখিয়াছে লোকে;
হয় অনুমান, অভিমানে গঙ্গায় ত্যজেছে প্রাণ।

কৃষ্ণ। ফিরিয়াছে দূতগণ ভ্রমিয়া ভুবন?

অনি। দক্ষ এক দূত গেছে বিরাট নগরে,
ফেরে নাই সেই জন।

কৃষ্ণ। বৃথা তথা অন্বেষণ—
আছে তথা পাণ্ডুপুত্রগণ,
গেলে দণ্ডী, বন্দী ক'রে প্রেরিত হেথায়।
কি সাহসে যাইবে তথায়?
জান ত পাণ্ডব মম পরম বান্ধব!

সাত্যকির প্রবেশ

সাত্যকি। যদুমণি,
কি শুনি, কি শুনি, কি বুঝিব লীলা তব!
ফিরিয়াছে দূত এক মৎস্যদেশ হ'তে—
পাণ্ডবের রথে।
হতজ্ঞান হইয়াছি সংবাদে তাহার।
শুনি রাজা যুধিষ্ঠির,—
দণ্ডীরে আশ্রয় দেছে উপেক্ষি তোমায়।

কৃষ্ণ। এ কি কথা সম্ভব-অতীত!

সাত্যকি। অসম্ভব, সম্ভব তোমাতে যদুনাথ!

বিরিঞ্চির বোধাতীত লীলা লীলাময়,
মূঢ় আমি কেমনে বুঝিব !
কিন্তু সত্য এ বারতা,
পাণ্ডব-আশ্রয়ে আছে অবন্তির পতি।

কৃষ্ণ। মদ্যপায়ী অথবা উন্মাদ সেই জন ?
কে জানে সম্মান মম পাণ্ডব সমান !
রাজসূয়-মহাযজ্ঞে হেরিল ভুবন,
মহারাজ যুধিষ্ঠির পূজিল আমারে।
কালি অর্জ্জুন আইল, বরণ করিল,
আসন্ন কৌরব রণে স্বপক্ষ হইতে।
গিয়ে থাকে দণ্ডী যদি বিরাটভবনে,
জানিহ নিশ্চয়,
ধনঞ্জয় নিজ হস্তে করিয়ে বন্ধন,
সমর্পণ করিবে চরণে।
প্রাণতুল্য সখা সে আমার,
বার্ত্তাবহে আনহ সাত্যকি।

সাত্যকির প্রস্থান

অনিরুদ্ধ, মিথ্যা এ সংবাদ—
কিবা অনুমান তব ?

দূতের সহিত সাত্যকির প্রবেশ

সাত্যকি, সতর্ক কর বার্ত্তাবাহকেরে,
রাখে যদি প্রাণের মমতা—
মিথ্যা নাহি কহে।

সাত্যকি। কহ কি বারতা তব ?

দূত। মিথ্যা নাহি কহি দেব যাদব-ঈশ্বর,
দণ্ডীরাজ উদ্দেশে ভ্রমি নানাদেশ—
উপনীত হইলাম জাহ্নবীর তীরে।
শুনিলাম লোকমুখে—
গে'ছে দণ্ডী অশ্বিনীবাহনে সুভদ্রাদেবীর সনে,
সে কথায় বিস্ময় জন্মিল অতি মনে !
মৎস্যদেশে গুপ্তবেশে করি অন্বেষণ,
অশ্বপাল, তৃণবাহী বর্ব্বরের করে
যে দণ্ড পাইনু—তাহা কহিব কেমনে—
প্রাণ মাত্র ছিল অবশেষ !
ল'য়ে গেল পাণ্ডব-সভায়,
কহিলেন রাজা যুধিষ্ঠির,—
"কহ কৃষ্ণে, আশ্রয় দিয়েছি দণ্ডীরাজে।"
কহিলা রাজন,
"জানাইও যদুপতি-চরণে মিনতি,
যদুপতি পাণ্ডবের গতি—
পাণ্ডবে চাহিয়ে যেন ক্ষমেন দণ্ডীরে।"
পরে করি মোরে অশেষ সান্ত্বনা,
রথোপরে দ্বারকায় দেন পাঠাইয়ে।

কৃষ্ণ। বুঝিতে না পারি এই বাতুলের বোল,
যাও তুমি আপনি সাত্যকি।
দূত-বাক্য সত্য যদি হয়,
দণ্ডী যদি থাকে মৎস্যদেশে,
ব'ল' যুধিষ্ঠিরে,
অচিরে প্রেরিতে তারে তুরঙ্গিণী সনে ;

কিন্তু যদি গর্ব্বিত পাণ্ডব অবহেলা করে মোরে,
শুন রথি, আজ্ঞা তব প্রতি,
কহিবে পাণ্ডবে হ'তে সমরে প্রস্তুত।
পরে দেবলোকে, ব্রহ্মলোকে, কৈলাসভবনে,
জানাইবে পাণ্ডবের দুর্নীত আচার,
দেবলোক, নাগলোক, বসু, দিক্‌পাল—
বরিবে সবারে মোর হইতে সহায়।
জান তুমি,
যথোচিত হিতকারী পাণ্ডবের আমি,
এই কি তাহার প্রতিদান ?
ভুবনে যাহারে কেহ নাহি দিল স্থান,
করি অপমান আশ্রয় দানিল তারে ?
যাও অনিরুদ্ধ, তুমি কহ মন্মথেরে,
রাখিতে যাদব-সৈন্য সমরে প্রস্তুত।

অনিরুদ্ধ ও দূতের প্রস্থান

সাত্যকি। হে ব্রজবিহারি, তত্ত্ব বুঝিবারে নারি,—
বার্ত্তা অসম্ভব !
কার বলে বলীয়ান হইল পাণ্ডব ?
হে মাধব,
তোমারে উপেক্ষা করে রাজা যুধিষ্ঠির !
মতি গতি তব পদে চিরদিন !
হে রাধারমণ,
ভ্রান্ত মন না বোঝে কারণ,
ছন্নমতি কি হেতু হইল তার ?
ধন, মান, প্রাণ—পাণ্ডবের সকলি হে তুমি,

পাণ্ডব শরণাগত পদে।
না জানি কি দারুণ মায়ায়,
যদুরায় ভুলাইয়ে মজাও আশ্রিতকুল!
হে শ্রীকান্ত, একান্ত অশান্ত মতি মম,
স্বপ্নজ্ঞান হয় সমুদয়,—
পাণ্ডবের সহ বাদ—হে পাণ্ডব-সখা!

কৃষ্ণ। বুঝ রথি, রীতি পাণ্ডবের,—
ভৃত্য সম আসি যাই করিলে স্মরণ,
বুঝ এবে মম প্রতি আচরণ!

সাত্যকি। কিছুই বুঝিতে নারি হরি!
আজ্ঞাকারী—আজ্ঞা তব করিব পালন।
কিন্তু হে ভুবনপাবন,
রোষের লক্ষণ নাই বদনে তোমার!
যেন উল্লাসে—শ্রীমুখ সুপ্রকাশ—
কহ মাত্র রোষ-ভাষ!
তোমার তুলনা মাত্র তুমি—
অজ্ঞান কেমনে আমি বুঝিব মহিমা!

প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

প্রাসাদ-কক্ষ

পঞ্চ পাণ্ডব

যুধি। দেখ পুনঃ করিয়ে গণনা,
অবশ্য অশুভ দিনে পাণ্ডব উদয়—
নহে হেন অশুভ লক্ষণ কি কারণ?
কৃষ্ণ-সনে পাণ্ডবের বাদ—
অতি অসম্ভব লোকে;
কিন্তু অসম্ভব সম্ভব অদৃষ্ট-দোষে মোর!

সহ। দেব, আমিও বুঝিতে কিছু নারি!
হেন শুভ নক্ষত্র-গ্রহের সম্মিলন—
হয় নাই কভু প্রভু!
নহে প্রভু, একা তব—
অদৃষ্ট, প্রসন্ন হেন আমা সবাকার—
হয় নাই পূর্ব্বে কভু।
কিন্তু, কেন হেন অশুভ ঘটনা-স্রোত
বুঝিতে না পারি!

ভীম। অতি সত্য গণনা তোমার বীরবর,
পাণ্ডবের শুভদিন উদয় নিশ্চিত—
অন্তর্যামী ক'ন মম অন্তরে বসিয়ে।

অর্জ্জুন। দ্বারকায় রণ-আয়োজন,
এতক্ষণ হ'তেছে নিশ্চয়;
যুক্তি নয় নিশ্চিন্ত রহিতে।

যুধি। কৃষ্ণ অরি—কে হবে সহায় নাহি জানি।

নকুল। কিন্তু আশ্চর্য্য কাহিনী—শুন নৃপমণি,
সমাগত যত রাজ সাহায্যে তোমার, কৌরব-বিপক্ষে;
দেব, সবে কহে একবাক্যে করি দৃঢ়পণ,
বারিবে যাদবসেনা দণ্ডীরে রাখিতে।

দূতের প্রবেশ

দূত। দেব, আসিয়াছে রথী এক দ্বারকা হইতে.
সাত্যকি তাহার নাম।

যুধি। যাও সহদেব,
সমাদরে আন বীরবরে।

দূতসহ সহদেবের প্রস্থান

আসন্ন অনর্থ—তার নাহিক সংশয়।

সহদেব ও সাত্যকির প্রবেশ

সাত্যকি। অবধান ধর্ম্ম-নরবর,
পীতাম্বর প্রেরিলেন মোরে;
শুনিলেন দূত-মুখে আশ্চর্য্য বারতা,
দণ্ডীরে আশ্রয় না কি দে'ছেন আপনি?
এ নহে উচিত মহারাজ;
জগতে বিদিত রাজা কৃষ্ণ বন্ধু তব,—
তার শত্রু আশ্রয় পাইল তব পুরে!
না বুঝিয়ে হ'য়েছে যে কাজ—
অব্যাজে করহ সংশোধন।
অশ্বিনীর সনে দণ্ডী নরাধমে.

মম করে করহ অর্পণ,
বন্দী করি ল'য়ে যাব দ্বারকানগরী।

ভীম। তুমিও পাণ্ডব-বন্ধু ওহে ধনুর্দ্ধর,
সৎযুক্তি সুধাই তোমায়,—
আমি দি'ছি দণ্ডীরে অভয়,
উচিত কি আশ্রিতে বর্জ্জন ?
তুষ্ট কি হবেন কৃষ্ণ আশ্রিতে ত্যজিলে ?

সাত্যকি। সত্য, ধর্ম্মরাজাশ্রিত আমি চিরদিন,
কিন্তু অদ্য বিপক্ষের দূত,
যোগ্য নহি যুক্তিদানে—
কর কার্য্য যুক্তিমত।
জানাই তোমায়
যেমতি আদেশ মম প্রতি,—
দেহ দণ্ডীরাজে মোরে তুরঙ্গিণী সনে,
নহে হও প্রস্তুত সত্বর,
রোধিতে যাদব-আক্রমণ।

যুধি। কৃষ্ণসনে বিবাদ না করি কদাচন,
পাণ্ডবের একমাত্র সখা হরি ;
কিন্তু নারি আশ্রিতে ত্যজিতে।
তাহে যদি বাধে রণ,
স্মরি শ্রীমধুসূদন, পঞ্চজনে পশিব সমরে।

সাত্যকি। বুঝিলাম, বিধাতা বিমুখ তোমা প্রতি,
কৃষ্ণ শত্রু কর সেই হেতু।
অবশ্য শুনেছ, নৃপ, দণ্ডীরাজ-মুখে,—
আশ্রয়কারণ ত্রিভুবন করিল ভ্রমণ,

কিন্তু কে দিল আশ্রয় ?—কেহ নয়।
জানে সবে ধ্বংস হবে কৃষ্ণ-সনে বাদে।
তবে কেন মতিচ্ছন্ন হেন ?
দুগ্ধ দিয়া কাল-সর্প পুষিয়াছ গৃহে।

যুধি। কি কারণ ত্রিভুবন বর্জ্জিল দণ্ডীরে
জানিবারে নাহি মম সাধ।
হরিতে পরের রাজ্য-ধন,—
রণ করে ক্ষত্র রাজাগণে!
বিবাদে কে কবে ডরে ?
বিশেষতঃ রাজকার্য্য—আশ্রিত-পালন।
ক্ষত্র-ধর্ম্ম, রাজ-ধর্ম্ম ডরে পরিহরি,
রাখিতে সে হেয় প্রাণ ইচ্ছা নাহি করি-
হরির চরণে নিবেদন!

সাত্যকি। অমঙ্গলে কেন টান কোলে ?
উপস্থিত কৌরব-সমর,
মহা মহারাজগণ কৌরব সহায়,
উপায় তাহাতে মাত্র হরি।
পরের কারণ—
কি হেতু কিনিয়া লও যাদববিগ্রহ ?
বিপদের রবে কি অবধি ?

অর্জ্জুন। ক্ষণপূর্ব্বে ছিলে বীর,
অসম্মত উপদেশ দানে,
এবে কেন স্বীয় পণ করিছ লঙ্ঘন ?
উপদেশ-স্রোত বহে জলস্রোত সম।
রাজ-আজ্ঞা করেছ শ্রবণ,

বাক্য ব্যয়ে অধিক নাহিক প্রয়োজন।
যাচি বীরবর,
আতিথ্য স্বীকার কর পুরে।

সাত্যকি। গুরু তুমি, তৃতীয় পাণ্ডব,
আজ্ঞাবাহী চিরদিন এই দাস ;
কিন্তু আজি বীর, বিপক্ষের দূত।
পথপানে আছেন চাহিয়ে—
শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা,
বার্ত্তা আনিতে সত্বর !
নমস্কার মম পাণ্ডব-চরণে,
হই বিদায় এখন।

ভীম। এক নিবেদন শুন বীরবর মম,
জানাইও হরির চরণে—আমি তাঁর বাদী
বিরোধী হইয়া আমি রেখেছি দণ্ডীরে।
যুদ্ধে হবে বহু সৈন্যনাশ,
সে হেতু প্রয়াস আমি করি রাঙ্গা পায়,
করুণায় পূর্ণ মম করুন কামনা ;—
করিব কৃষ্ণের সহ দ্বৈরথ-সমর,
পরাজয় করিয়ে আমারে,
তুরঙ্গিণী-সনে দণ্ডী করুন গ্রহণ।

সাত্যকি। মধ্যমপাণ্ডব, তব স্পর্দ্ধা অধিক !—
চক্রপাণি সহ চাহ দ্বৈরথ-সমর ?
ভাব বীর্য্যবান আপনারে,—
সোসর কেশব-সহ করিতে সমর ?
হীনবুদ্ধি বিনা হেন স্পর্দ্ধা নাহি হয় !

ভীম। এ নহে স্পর্দ্ধা ধনুর্দ্ধর,
বাধিলে সমর, বীর, স্বচক্ষে দেখিবে।
পণ মম জানে অরিগণে—
রণে পৃষ্ঠ দেখাইতে নিষেধ আমায়।
দেখ' যদি থাক উপস্থিত,
চক্র হেরি—পলক না পড়িবে নয়নে।

সাত্যকি। কৃষ্ণের অধিক প্রীতি তোমা পঞ্চজনে,
এতক্ষণ বাধে নাই রণ সেই হেতু।
বলরাম নাহি দ্বারকায়,
গিয়াছেন তীর্থ-পর্য্যটনে,—
নহে হলের ফলকে উপাড়িত মৎস্যদেশ।

অর্জ্জুন। আসিয়াছ দ্রুতগামী রথে,
শীঘ্র তাঁহে দেহ সমাচার।
হলের ফলকে ডরে অস্ত্রহীন জন!

সাত্যকি। বিলম্ব নাহিক, হবে বিক্রম পরীক্ষা!
যদুপতি দেন যদি যুদ্ধের আরতি,
শিব, ব্রহ্মা, পুরন্দর আদি দেবগণে,
কেবা না হইবে তাঁর সমরে সহায়?
দেখিব, পাণ্ডব পঞ্চজন—
হেন সমাবেশ কিসে করে নিবারণ!
ভাবি তাই, নিশ্চয় হ'য়েছে ছন্নমতি,
যার বলে বলী, তারে কর অবহেলা?
এখনো ত্যজহ দুষ্ট পণ,
কৃষ্ণের চরণে কর দণ্ডীরে অর্পণ।

ভীম। মতি গতি হয় যদি তোমার সমান,

গ্রহণ করিব উপদেশ।
কিন্তু আপাততঃ,
বাক্যব্যয় প্রয়োজনহীন তব রথি!
আছে ভার, সমাচার দিতে শীঘ্রগতি,
আপাততঃ নিজ কার্য্য করহ সাধন,
যে হয় কর্ত্তব্য মোরা সাধিব সকলে।

সাত্যকি। বিধাতার বিড়ম্বনা বুঝিনু নিশ্চিত।

নকুল। অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তব দেব!

যুধি। ধর্ম্ম চাহি দিয়াছিহে দণ্ডীরে আশ্রয়;
লয় যেই ধর্ম্মের আশ্রয়,
অটল তাহার মতি, ডরে নাহি টলে।
আর্থিক আকাঙ্ক্ষা নাহি মম।
রঘুরাজ-উপাখ্যান করেছ শ্রবণ?
নিজ হস্তে অঙ্গ কাটি অর্পি শার্দ্দূলেরে
রক্ষিল ব্রাহ্মণ-সুতে।
সেই পুণ্যফলে,
রামচন্দ্র অবতার বংশেতে তাঁহার,
তাঁর নামে রঘুনাথ নাম শুনি।
ধর্ম্মের আশ্রয়ে কোথা বিপদের ভয়?
অনিত্য এ দেহে এক ধর্ম্ম মাত্র সার!
অনিত্য সংসার হেতু ধর্ম্ম বিসর্জ্জন,
বলেছি ত' নাহি মম মন,
নিবেদন করিও গোবিন্দ-চরণে।

সাত্যকি। তবে, বিদায় এক্ষণে।

যুধি। যেবা রুচি, মতিমান! সাত্যকির প্রস্থান

জানাইল সাত্যকি আভাসে,
অসুরারি-সেনা হবে যাদব সহায়।
ধর্ম্মযুদ্ধে যে হইবে সহায় আমার,
সে সবারে দিব সমাচার।
মম মতে দুর্য্যোধনে কহিতে উচিত।
বাদ যবে কৌরব-পাণ্ডবে,
এক পক্ষ তারা শত ভ্রাতা,
বিপক্ষ আমরা পঞ্চজন।
এবে ভারতবংশের সহ যাদব-বিগ্রহ,
উচিত—সংবাদ দান।
কর ভাই, যেই মত সবাকার।

অর্জ্জুন। মম মতে উচিত সংবাদ দান।

ভীম। শিরোধার্য্য তব আজ্ঞা, দেব!

যুধি। বহুকার্য্য উপস্থিত, ত্বরান্বিত হও সবে।

ভীম ব্যতীত সকলের প্রস্থান

ভীম। রাজ-আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি।
অসম্ভব সম্ভব সকলি ভবে,—
যাবে ধনঞ্জয় কৌরবসভায়,
দীন ভাবে যাচিতে আশ্রয়,
ত্রিভুবনে এ কথা কি প্রত্যয় করিত কভু?
নাহি জানি কি ভাবায়,
ভুবনবিজয়ী ধনঞ্জয়—
যাচিবে আশ্রয় আজি কৌরবসদনে!
ঘৃণা হয় মনে—
কিন্তু রাজ-আজ্ঞা ঠেলিব কেমনে—

ধর্ম্মরাজ-অনুগামী আমি !—
নহে এতদিন সহে কি দারুণ অপমান—
হ'ত পাশাক্রীড়া-স্থলে কৌরবসংহার !
দারুণ এ অপমান—
কৌরব-সাহায্য চাহে পাণ্ডুপুত্রগণ ।
আছে কি উপায়—
সয় স'ক হৃদয়ে আমার,
সহেছি বিস্তর,—দেখি আর কত সয় ।
জ্বলে প্রাণ তক্ষক-দংশনে মম
ঘূর্ণিত মস্তিষ্ক—হেরি আঁধার সংসার ।
দারুণ এ অপমানে কিসে পাব ত্রাণ—
প্রাণ বিসর্জ্জন শ্রেয়ঃ !
ঠেকিয়াছি দণ্ডীরে লইয়া ।
এ কি, কোথায় এ মুরলীর ধ্বনি—
দূর হ'তে আসে যেন ভেসে !
যেন মৃদু রবে, করিছে আশ্বাস দান ।
সত্য, কি কল্পনা ?
উচ্চতর বাঁশরীনিনাদ,—
কালাচাঁদ আসেন কি পুরে ?
বংশীরব হয় হৃদিমাঝে,—
বাজান মুরলীধর হৃদয়ে আমার ;—
কহে হৃদয় বাঁশরীনাদে,
ভেটি কালাচাঁদে নিবারিব জ্বালা !
লজ্জানিবারণ বিনা লজ্জা নিবারণ
কে আর করিবে ?

কিন্তু এবে শত্রু ভাবে হরি,—
দ্বারকায় কিরূপে যাইব ?
কৌরবের অপমান না জানি কেমনে
ফাল্গুনী হইল বিস্মরণ !
আহা, না জানি—
কে দেয় আশ্বাস মম হতাশ হৃদয়ে !
কে কহে নীরব ভাষে অন্তর-মাঝারে,
"আছি আমি, ভাব কেন ভীমসেন,
তোমারে কে করে অপমান ?
ভেব না ভেব না—
অতুল গৌরব লাভ করিবে পাণ্ডব।"

প্রস্থান

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

গ্রাম্যপথ

কঞ্চুকী ও শ্রীকৃষ্ণ

কঞ্চুকী। ওরে ছোঁড়া—ওরে ছোঁড়া ?
শ্রীকৃষ্ণ। কেন্ রে বুড়ো—কেন্ রে বুড়ো ?
কঞ্চু। তুই কে ?
কৃষ্ণ। আমি যে হই, তোর কি ?
কঞ্চু। আমার তোরই মত একটা কেলে ছোঁড়াকে দরকার। তার নাম কৃষ্ণ।

কৃষ্ণ। কেন, তোর কি দরকার আমায় বল্ না?—আমি কৃষ্ণ।

কঞ্চু। তুই কি রকম কৃষ্ণ?

কৃষ্ণ। তুই যে রকম কৃষ্ণ চাস্।

কঞ্চু। আমি যাকে খুঁজ্‌চি—সে মাছ হয়।

কৃষ্ণ। আমিও হই।

কঞ্চু। সে আবার বরা হয়।

কৃষ্ণ। আমিও হই।

কঞ্চু। মাঝে ছেড়ে গেলুম—সে আবার কাচিম হয়।

কৃষ্ণ। আমিও হই।

কঞ্চু। সে যে যা' বলে, শোনে।

কৃষ্ণ। আমিও শুনি।

কঞ্চু। বেশ কথা, তবে শোন্ এখন,—এক ছুঁড়ীকে তুই জব্দ ক'র্‌তে পার্‌বি?

কৃষ্ণ। পার্‌বো।

কঞ্চু। 'পার্‌বো' না—সে বড় শক্ত ছুঁড়ী! তুইও কাছে যাবি, আর সে ল্যাজ তুলে দৌড় মার্‌বে।

কৃষ্ণ। তবে কি ক'র্‌বো?

কঞ্চু। বেটী,—যাতে আর না ঘুড়ী হ'তে পারে—তা' হলেই জব্দ!

কৃষ্ণ। কি ক'রে ঘুড়ী হয়?

কঞ্চু। তা কি আমি জানি! তুই যে ক'রে মাছ হ'স্, সে সেই ক'রে ঘুড়ী হয়।

কৃষ্ণ। সে কোথায় আছে?

কঞ্চু। তুই তবে কেমন কৃষ্ণ? আমি যে কৃষ্ণকে খুঁজ্‌চি, সে শুনেচি—সব জানে।

কৃষ্ণ। আমি জানি, তুই জানিস্ কি না, দেখ্‌ছিলুম।

কঞ্চু। আমি কিছুই জানি নে। যা জান্‌তুম, তা বুড়ো হ'যে ভুলে গেছি।

কৃষ্ণ। আচ্ছা, আমি তোর এ কাজ ক'রবো, সে ছুঁড়ী—যাতে ঘুড়ী হ'তে না পারে, তা ক'র্‌বো। তুই আমার এক কাজ ক'র্‌তে পার্‌বি? আমি তোরে রথে ক'রে বিরাটনগরে পাঠিয়ে দিচ্চি। তুই, সেখানে সুভদ্রাদেবী আছে, তাকে একটী কথা ব'ল্‌বি!

কঞ্চু। সুভদ্রাদেবী। ছুঁড়ী তো?—আমার কর্ম্ম নয়। বুকের ছাতিতে চাট মেরে দেবে, আর রক্ত উঠে ম'র্‌বো!

কৃষ্ণ। না না, ঘুড়ী সাজে না।

কঞ্চু। তোর কথায় সাজে না! ঠিক ঘুড়ী সাজে, তুই ছুঁড়ীদের চিনিস্ নি?

কৃষ্ণ। না—রে, সত্যি সাজে না।

কঞ্চু। আচ্ছা,তার কাছে তোর কি দরকার? আচ্ছা তাকে বে ক'র্‌বি?

কৃষ্ণ। দূর বুড়ো, সে আমার ভগ্নী।

কঞ্চু। আমার আবার ধোঁকা হ'চ্চে,—তুই কি রকম কৃষ্ণ? আমি যে কৃষ্ণের কাছে এসেছি,—তার বাপ মা, ভাই বোন কেউ নাই—সে একা।

কৃষ্ণ। তাই তো, তুই যে ফ্যাসাদে ফেল্‌লি!

কঞ্চু। তাই তো কি? আমি বুঝ্‌তে পেরেছি! তুই ছোঁড়া জোচ্চর, মিথ্যাবাদী।

কৃষ্ণ। আরে না রে না, আমি সেই কৃষ্ণই বটে!

কঞ্চু। তোর মৎলব বুঝেছি—তুই ছোঁড়া লম্পট, কার বউ ঝিকে কুলের বা'র করবার চেষ্টায় আছিস্, আমি সে কাজে নয়।

কৃষ্ণ। আরে না রে না, আমি ভাল কথা ব'লে দেব।

কঞ্চু। তোদের ভাল কথার কি ইসারা আছে। আচ্ছা, তুই কি ভাল কথা ব'ল্‌বি শুনি।

কৃষ্ণ। উত্তর গোগৃহের কাছে অম্বিকা দেবী আছেন,—

কঞ্চু। বুঝেছি, বুঝেছি,—রাত্রিবেলায় সেইখানে তারে যেতে ব'লবো। কেমন, তোর মৎলব আমি আগেই ঠাউরেছি। আমি চল্লুম।

কৃষ্ণ। আরে বুড়ো যাস্ নি—যাস্ নি, শোন্ না।

কঞ্চু। দূর ছোঁড়া—আর তোর দম্‌বাজিতে ভুলি!

কৃষ্ণ। আরে বুড়ো, শোন্—শোন্—শোন্—

কঞ্চু। শুনে আর কি হবে বল্?

কৃষ্ণ। তুই আমার সঙ্গে মিতে পাতাবি?

কঞ্চু। সত্যিকার মিতে—না দম্‌বাজীর মিতে?

কৃষ্ণ। হ্যাখ মিতে, যে দম্‌বাজি করে, তার সঙ্গে দম্‌বাজি করি, আর যে সত্যি মিতে হয়, যে দম্‌বাজী জানে না, তার আমি সত্যি মিতে হই।

কঞ্চু। আমার সাতপুরুষে দম্‌বাজী জানে না।

কৃষ্ণ। তা জানি মিতে!

কঞ্চু। হ্যাখ্ তোর কথা বড় মিষ্টি!—আচ্ছা, কি ব'লবি শুনি। হ্যাখ্, আমি বুড়োমানুষ, আমার সঙ্গে দম্‌বাজী করিস্ নি!

কৃষ্ণ। আমি কি মিছে কথা কই মিতে! আমার মুখ দিয়ে মিছে কথা বেরোয়ই না।

কঞ্চু। সত্যি—মাইরি?

কৃষ্ণ। মাইরি।

কঞ্চু। তবে আয়, কোলাকুলি করি আয়! যে মিথ্যে কথা বলে না, তারে আমি বড় ভালবাসি।

কৃষ্ণ। হ্যাখ্ মিতে, তুই সুভদ্রার কাছে যা। তারে অম্বিকাদেবীর স্থানে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবি।

কঞ্চু। কোথায় তার দেখা পাব?

কৃষ্ণ। বাণেশ্বরের মন্দিরে। দেখ্‌তে পাবি,—একটা বনের ভিতর কাঁটাবন

জ্ব'ল্‌চে, তুইও মার কাছে রাজার জন্যে বর চাবি, আর সুভদ্রাকেও বর চাইতে ব'ল্‌বি। মার বরে সব মঙ্গল হবে।

কঞ্জু। আচ্ছা,—সেও পথ জানে না, আমিও পথ জানি না। কাঁটাবন, আগুন জ্ব'ল্‌চে, সেখানে কি ক'রে যাব?

কৃষ্ণ। মা'কে নমস্কার ক'রে বেরুলেই গান শুন্‌তে পাবি। দ্যাখ, সেখানে সতী-অঙ্গ পড়েছে—মার পায়ের আঙ্গুল—বড় জাগ্রত দেবী! মার কাছে যে বর চাবি—তাই পাব।

কঞ্জু। আচ্ছা, তুই মিথ্যা কথা বল্‌ছিস্ নি? তুই তো সুভদ্রা ছুঁড়ীকে নিয়ে সট্‌কাবি না?

কৃষ্ণ। ছিঃ ছিঃ মিতে, ও কথা কি বল্‌তে আছে? আমি যে মিথ্যে কথা জানিই নি।

কঞ্জু। দ্যাখ্ মিতে, তুই ছোঁড়া; খুব সাম্‌লে থাকিস্—ছুঁড়ীর পাল্লায় পড়িস্ নে। আমাদের রাজাটা প'ড়ে এক দম লাটাপাটা! আচ্ছা, ব'ল্‌তে পারিস্—তুই তো সব জানিস—ও ছুঁড়ীটে কে? রাজাকে পেয়ে ব'স্‌লো কেমন ক'রে?

কৃষ্ণ। তা জানিস্ নে মিতে!—ও উপদেবতা,—আসমানে বেড়ায়। তুই যা না, একবার অম্বিকাদেবীকে জানা,—আমি তা'কে ঝাড়িয়ে তাড়িয়ে দেব।

কঞ্জু। দ্যাখ্ মিতে, তোর ঠিক কথা—ও ডাইনিই বটে! তুই তো ঠিক ব'ল্‌ছিস্ তাকে তাড়াবি?

কৃষ্ণ। হুঁ,—মা অম্বিকার কৃপায় ঠিক তাড়াব।

কঞ্জু। তোর অম্বিকা মা কেমন?

কৃষ্ণ। দেখ্‌লে চক্ষু জুড়োবে।

কঞ্জু। বটে!—মা তাড়াবে?

কৃষ্ণ। তা নয় তো কি?

কঞ্চু। মা ঝাড়িয়ে তাড়াবে ?

কৃষ্ণ। তা কেন,—মায়ের নাম ক'রে আমি তাড়িয়ে দেব।

কঞ্চু। তাই করিস্। তবে ছাখ্, কোন্ দিক দিয়ে যেতে হবে বল্ ?

কৃষ্ণ। আয়, রথে ক'রে পাঠিয়ে দিই। ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে যাই চ'—আরও অনেক কথা আছে।

কঞ্চু। ছাখ্ মিতে, তুই দম্‌বাজ হ'স্, আর যাই হ'স্, আমার প্রাণটা কিন্তু গলিয়ে দিলি।

কৃষ্ণ। না মিতে, আমি দম্‌বাজ নই।

কঞ্চু। তবে ছাখ্ মিতে,—আর একবার কোলাকুলি করি আয়।

কোলাকুলি করিয়া উভয়ের প্রস্থান

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

পাণ্ডব-প্রাঙ্গণ

বলদেব ও সুভদ্রা

বলদেব। শুনিলাম অনর্থ বেধেছে তোমা হেতু,
বিবাদ করেছ না কি গোবিন্দের সনে ?
করি আমি তীর্থ পর্য্যটন,
পথে লোক-মুখে করিনু শ্রবণ,
সাজে ত্রিভুবন—
কৃষ্ণ আবাহনে পাণ্ডব নিধন হেতু।
জান ভগ্নি, কৃষ্ণের চরিত,
কহি যদি হিত, কোন মতে ভুলাইবে মোরে

ইচ্ছা তার রোধিতে নারিবে কেহ।
অশ্বিনী অর্পণে কর বিবাদ ভঞ্জন;
নহে বড় প্রমাদ পড়িবে,
কে রক্ষিবে পাণ্ডবে মাধব যদি রোষে!

সুভদ্রা। পণ করি জাহ্নবীর তীরে,
দণ্ডীরে আশ্রয় দিছি।
কহ দেব, সত্য ভঙ্গ করিব কেমনে?
আদরিনী ভগ্নী আমি তোমা দোঁহাকার;
সেই বলে করি অহঙ্কার,
সত্য করি জাহ্নবীর কূলে—দিয়েছি আশ্বাস,
অকূলে ভাসা'তে তারে নারি!
নহে দণ্ডী কোন দোষে দোষী,
তার প্রতি রোষ কেন অকারণ!
অনাথের নাথ কৃষ্ণ ভুবন বিদিত!
তাঁর নাম স্মরি অনাথে আশ্রয় দিছি;
নিরাশ্রয়ে নিরাশ করিব কি প্রকারে?

বল। বিপরীত বুদ্ধি, ভদ্রা, তোর চিরদিন;
কুলে কালি দিলি, অর্জ্জুনে বরিলি,
রথ-অশ্ব চালাইলি তার;
যদুকুল-সেনানাশ করিল পামর।
সেই দিন যেত যম-ঘর—কৃষ্ণ যদি না রাখিত!
বুঝিবা স্পর্দ্ধা তোর সেই দিন হ'তে,—
যাদববাহিনী পুনঃ জিনিবে পাণ্ডব।

সুভ। অনিশ্চিত জয়-পরাজয়,
ভয়ে কোন্ ক্ষত্র হয় সমরে বিমুখ?

রাজসূয় যজ্ঞকালে কেবা না জানিল,
পাণ্ডব-বিক্রম ত্রিভুবনে ?
বিগ্রহে পাণ্ডব নাহি পৃষ্ঠ দেয় কভু,—
দেবগণে পুরন্দর সনে এ বারতা জানে,
গঙ্গাধর জানেন আপনি ;
খাণ্ডবদাহনে, পাণ্ডবের বাণের গর্জ্জন—
শুনেছিল ত্রিভুবন ;
শুনিয়াছে ধনুকটঙ্কার যত যাদবীয় চমূ !
ন্যায়রণে, আশ্রিত-রক্ষণে,
পাণ্ডব না হবে পরাঙ্মুখ।

বল। নিতান্ত বৈধব্য তোর সাধ।
স্নেহবশে করি মানা নাহি শোন কাণে—
বংশনাশ করিবি নিশ্চয় !

সুভ। ক্ষত্রিয়-রমণী, দেব, বৈধব্যে না ডরে,
সাজাইয়ে পুত্রে দেয় পাঠায়ে সমরে।
রণে বংশ নাশ ক্ষত্রিয় প্রয়াস করে,
বাধা তায় নাহি দেয় বীরাঙ্গনা।
বীর-পত্নী, বীরকুল-নারী,
কুলরীতি কেমনে লঙ্ঘিব ?
আর্য্যগণে কেমনে কহিব,
দণ্ডীরে করিতে ত্যাগ ?
অপযশ হবে লোকময়,
দানিয়া অভয়, ভয়ে পুনঃ আশ্রিতে ত্যজিব !
মৃত্যু শ্রেয়ঃ পাণ্ডবের অপকীর্ত্তি হ'তে !
সত্য, বাদ বাধে আমা হেতু,

কিন্তু এবে মম অনুরোধে—
দণ্ডীরাজে না ত্যজিবে রাজা যুধিষ্ঠির

বল। শুন ভদ্রা, তুমি মোর প্রাণের সমান,
প্রাণতুল্য ভাগিনেয় অভিমন্যু মম,
কহি এত তাহার কল্যাণ হেতু!
যুঝিতে হইবে তোর পতি-পুত্র সনে,
হেন বাঞ্ছা নাহি কদাচিৎ!
কর তুমি বিহিত ত্বরিত,
নহে জেন' সকলি মজিবে!
কহি স্নেহ-বশে,
পিতামাতা কি কবেন মোরে,
সমরে করিলে নাশ পতিরে তোমার
সহি তাই তোর মুখে যদুকুলগ্লানি,
নহে এতক্ষণ,
হলের ফলকে তুলি বিরাট নগর
ফেলিতাম সাগরের জলে।

সুভ। চিরদিন মম প্রতি স্নেহ তব অতি,
বিদিত এ কথা লোকময়।
কিন্তু শুন হলধর, কঠিন ক্ষত্রিয় পণ।
উপযুক্ত অরি সনে বাদ,
ক্ষত্রিয়ের সাধ,—
অগোচর নহে, প্রভু, তব।
কৃষ্ণ সহ মিলি ত্রিভুবন,
দিবে আসি রণ,
বীর-হৃদি উত্তেজিত রণ-আশে।

সে উৎসাহ করিতে নির্ব্বাণ,
শক্তিবান কেবা ভবে ?
ন্যায় রণ—আশ্রিত কারণ,
বাদী ত্রিভুবন—অতি গৌরবের কথা !
হবে যুদ্ধ না হবে অন্যথা ;
মজে যদি, মজুক সক'ল !—
বৃথা মহাবাহু, মোরে কর অনুরোধ !
চাহ যদি আমার কল্যাণ,
শ্রীকৃষ্ণে বুঝায়ে কহ—
প্রাণসম অশ্বিনী দণ্ডীর,
অন্যায় কি হেতু সাধ করিতে হরণ ?

বল। জন্ম তোর পাণ্ডব-বিনাশ হেতু।

সুভ। ও কথা শুনিনু বারবার !
কিন্তু নিবেদন করি শ্রীচরণে,
আশ্রিত-বর্জ্জনে পাণ্ডব না হইবে সম্মত।
রণে যদি মজে পাণ্ডুকুল,
তথাপি না ত্যজিবে দণ্ডীরে—
পুত্র সম সে আশ্রিত জন।
যদবধি কণ্ঠে রবে প্রাণ,
শুন বীর্য্যবান, স্থান, আমি দিব তারে।
হ'লে প্রয়োজন,
কাটি বেণী বিনাইব গুণ,
অশ্ব-রজ্জু করিব ধারণ পুনঃ,
নারী হ'য়ে ধরিব ধনুক।
বিধাতা বিমুখ যদি হয়,

পাণ্ডব যদ্যপি পায় পরাজয় রণে,—
যাদব-ঝিয়ারী, পাণ্ডুকুল-নারী,
পিতৃকুল, পতিকুলে, শিখিয়াছে দেব,
ভুবনে পরম ধর্ম্ম আশ্রিতরক্ষণ !
এ ধর্ম্ম হেলন কহ কেন বা করিব ?
ভগিনী তোমার—
হীনপ্রাণা নহি তো রমণী !
হলপাণি, করি যোড়পাণি,
কর ক্ষমা, ঠেলি যদি বাক্য তব।

বল। ভগ্নী আর নহ তুমি মম।
সর্পাঘাত করিয়াছে পাণ্ডবের শিরে,
ঔষধে কি করে আর!

সুভ। করিবারে ধর্ম্মসংস্থাপন,
দণ্ডিতে দুর্জ্জন, সাধুজন ত্রাণ হেতু,
অবতীর্ণ তোমা দোঁহে।
তবে, দেব, কি হেতু ছলনা ?
ধর্ম্মহেলা উপদেশ কিবা হেতু ?
এ ছলনা সাজে না তোমায়!
ধর্ম্মের সেবায়, অমঙ্গল কোথা কার হয়,
যদুপতি ধর্ম্মের আশ্রয়দাতা।
হে অনন্ত, অনন্ত-বিক্রম,
ধর্ম্মরক্ষা হেতু কর ধরণী ভ্রমণ,
কেন দেহ হীন উপদেশ ?
হীনবুদ্ধি নারী,
ডরি যদি করিবারে ধর্ম্ম-উপাসনা

কর উত্তেজনা ধর্ম্মের আশ্রয়-দাতা !
সর্ব্বনাশে নাহি মম ভয়,
চিন্তা, পাছে ধর্ম্ম ভঙ্গ হয় !
চিরদিন কেবা রয় ভবে ?
আছে কতজন পতিপুত্রহীনা,
স্থায়ী কিছু নহে চিরদিন,—
বন্ধু মাত্র ধর্ম্ম এ সংসারে।
থাক্ ধর্ম্ম, হ'ক সর্ব্বনাশ,
তিলমাত্র নাহি তাহে গণি !

বল। ভাল—বোঝা যাবে পণ পাণ্ডবের।

সুভ। যথা অভিরুচি, দেব !

প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কৌরব-কক্ষ

দুর্য্যোধন ও শকুনি

শকুনি। শুভবার্ত্তা শুন, দুর্য্যোধন,
কৃষ্ণ সহ বাধিয়াছে পাণ্ডবের রণ।
পরে পরে অরি হবে নাশ,
পূর্ণ তব আশ,
নিষ্কণ্টকে বস' সিংহাসনে।

দুর্য্যো। বার্ত্তা কহ মাতুল সুধীর,
বিবাদ কি হবে না ভঞ্জন ?
বাধিবে কি রণ ?
প্রত্যয় না জন্মে মম মনে,
নিশ্চয় এ কৃষ্ণের চাতুরী !
যদুপতি মহা মায়াধর,
কে জানে, কি মায়াজাল করিছে বিস্তার-
তত্ত্ব কিছু বুঝিতে না পারি।

শকু। আর তত্ত্ব কিবা,

ভীষ্ম, দ্রোণ কহে তারে নারায়ণ,—
কিন্তু সে অতি হীনজন,—
পরস্ব নাহিক জ্ঞান।
সুন্দর রতন আছে যার,
প্রয়োজন তার।
দণ্ডী আনে তুরঙ্গিণী কানন হইতে,
অমনি জন্মিল তার লোভ।
তোমা সনে পাণ্ডবের আসন্ন সমর ;
জানে—
পাণ্ডুপুত্রগণে সমরে না হবে অগ্রসর,
আয়াস ব্যতীত হবে অশ্বিনী অর্জ্জন।
এ সময়ে যুক্তি এই শুন দুর্য্যোধন,
যাই আমি ভীমের সদন,
করি উত্তেজনা, যুদ্ধে যেন নাহি দেয় ক্ষমা ;
যুধিষ্ঠিরে ভরসা দানিব,
আমরা সকলে হব স্বপক্ষ তাহার।
পরে বাধিলে সমর,
কৌতুক দেখিব দাঁড়াইয়ে।

দুর্য্যো। পরম আনন্দ যার পাইলে সংগ্রাম,
তারে কি করিবে উত্তেজনা ?
জেন' স্থির বৃকোদর শান্ত নাহি হবে।
কহ যুধিষ্ঠিরে, সহায় হইব আমি যাদব-সমরে।

শকু। উত্তম কৌশল,
মৎস্যদেশে এখনি যাইব।
অদৃষ্ট প্রসন্ন যবে যার,

অনুকূল ঘটনা তাহার !
একচ্ছত্র সিংহাসনে হবে অধিকারী।

শকুনির প্রস্থান

কর্ণের প্রবেশ

কর্ণ। শুনি সখা, পাণ্ডবের বিপদ সমূহ।
যদুকুল সাহায্যের হেতু,—
পাণ্ডব-বিপক্ষে সাজে অসুরারি-সেনা।
দম্ভ করি কহে হরি নাশিবে পাণ্ডবে,
স্বপক্ষ যে হবে তার সবংশে সংহার !
দেখি, সখা, যাদবের দম্ভ অতিশয়,
ক্ষত্রিয়-সমাজে দেয় লাজ !
কি কহিব বিবাদ পাণ্ডব সনে,
নহে ইচ্ছা হয় মনে,
কৃষ্ণ সহ বিরোধিতে পাণ্ডব সহায়ে।

দুর্য্যো। তব যোগ্য কথা বীর অঙ্গদেশপতি,
মান হেতু বিবাদ আমার,
নহে সিংহাসন তরে।
দ্বন্দ্ব মম ভীমসেন সনে,
দম্ভে তার অঙ্গ জ্বলে !
নহে, রাজা হোক যুধিষ্ঠির,—ক্ষোভ নাহি মনে।
উচিত সমরে মম সাহায্য প্রদান।

কর্ণ। অবশ্য উচিত।
যাদব-সমরে যদি ভীম হয় নাশ,
হত না হইবে দুষ্ট তব গদাঘাতে—

প্রতিজ্ঞা হইবে ভঙ্গ সখা।
হবে মম প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন,
পর হস্তে হয় যদি অর্জ্জুন নিধন।

দুর্য্যো। পুনঃ দেখ, জিনে যদি পাণ্ডুপুত্রগণে,
জয়-পরাজয় নিশ্চয় নাহিক রণে,
অতুল গৌরব লাভ করিবে তাহারা,—
পৃথিবীর রাজা হবে অনুগত ডরে।
মম পক্ষে স্বপক্ষ না রবে, বিপক্ষ প্রবল হবে,
অতি শ্রেয়ঃ এ সময়ে সাহায্য প্রদান।
ছিঃ ছিঃ না বুঝে তখন,
ত্যজিলাম দণ্ডীরাজে,
বাড়াইতে পাণ্ডবের মান;
দিলাম কৌরবকুলে কালি।
এবে বুদ্ধি ভ্রম করি সংশোধন
মিলিয়ে পাণ্ডব সনে।

কর্ণ। সখা, তুমি অতি বিচক্ষণ।

দুঃশাসনের প্রবেশ

দুঃশাসন। অতি শুভ সংবাদ রাজন্,
কৃষ্ণ হ'তে হয় বুঝি পাণ্ডবনিধন।

দুর্য্যো। দুঃশাসন, জান না কি অপযশ তাহে?
ভারতবংশের মহা কলঙ্ক রটিবে!
সত্য বটে, পাণ্ডবের চির-অরি আমি,
কিন্তু মর্ম্ম তুমি বুঝ তার,—
আছে জ্ঞাতিত্ব বিবাদ চিরদিন,

জয়-পরাজয়ে—
ভরত রাজার বংশ রবে হস্তিনায়।
হয় যদি যাদবের জয়,
যদুকুল প্রবল হইবে ;
কবে সবে, ভীরু দুর্য্যোধন—
প্রাণভয়ে বংশ-মান দিল বিসর্জ্জন।
এ নহে ক্ষত্রিয়-আচরণ !
পাণ্ডবের ব্যবহার হের মম প্রতি,
কৈল যবে গন্ধর্ব্বে দুর্গতি মো-সবার,
ধনঞ্জয় বিনা আবাহনে,
প্রবেশিল রণে, বংশের গরিমা হেতু।
কাপুরুষ নহি ত আমরা—
বংশ-মান দিব বিসর্জ্জন !
ভীম সহ বিবাদ আমার,
অন্য চারিজন,
শত্রু নয় মিত্র মম জেন' চিরদিন।
জেন' বীর, পর সহ বাদে—
এক শত পঞ্চ ভাই মোরা ;
জ্ঞাতি-যুদ্ধে অন্য মত—
পঞ্চ জন তারা, মোরা শত সহোদর !

প্রতিকামীর প্রবেশ

প্রতি। মহারাজ, বীর ধনঞ্জয় উদয় হস্তিনাপুরে,
বাঞ্ছা তাঁর রাজ-দরশন।

দুর্য্যো। আন বীরে মহা সমাদরে—
গন্ধর্ব্ব-সমরে ত্রাতা মম। প্রতিকামীর প্রস্থান

যাও সখা, কহ পিতামহে,
একত্র করিতে যত সৈন্যাধ্যক্ষগণে
মন্ত্রণা-ভবনে।

কর্ণের প্রস্থান

অর্জ্জুনের প্রবেশ

এস ভ্রাতা, বীর-চূড়ামণি,
শুনিয়াছি দণ্ডীর আখ্যান।
আদেশে আমার,
ভেটিবারে ধর্ম্মরাজে গিয়াছে মাতুল,
জানাইতে নিবেদন রাজার সদন;
যদি হয় রাজ-অনুমতি—
একশত পঞ্চ ভাই মিলিয়ে সমরে,
ভারতবংশের গর্ব্ব দেখা'ব যাদবে।

অর্জ্জুন। এসেছি কৌরব-শ্রেষ্ঠ, রাজার আজ্ঞায়।
লাঘবিতে পাণ্ডব-বিক্রম,
সংগ্রামে সাজিছে ত্রিভুবন;
সাজে অসুরারি দল কৃষ্ণের সহায়ে।
বিগ্রহে সাহায্যে তব চান যুধিষ্ঠির।

দুর্য্যো। জানাইও, বীরবর, নমস্কার মম,—
বাড়িল সম্মান মোর রাজ-আবাহনে।
আজ্ঞায় আমার,
এসেছে সামন্তগণে মন্ত্রণাভবনে,
হবে সবে মুহূর্ত্তে প্রস্তুত।
মম অনীকিনী,
মিলিবে সত্বর তব বাহিনী সহিত।

অৰ্জ্জুন। কুরুপতি, আজ্ঞা হয়—যাই দ্রুতগতি,
জানাইতে সংবাদ রাজায় ;
ধর্ম্ম নরপতি আনন্দিত মতি—
হবেন বদান্তে তব।

দুৰ্য্যো। যাও বীর ভারতগৌরব,
যাইব মন্ত্রণাগৃহে রণ-আজ্ঞা দিতে।

উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর-মধ্যস্থ কুটীর

কঞ্চুকী, ঘেসেড়া ও ঘেসেড়ানী

কঞ্চুকী। সারথী তো বল্লে—যা সোজা পূর্ব্বমুখে চলে। এখন কোন দিক সোজা, কোন দিক বাঁকা? একে রথে চড়ে গা টল্‌চে, ঐ ছোঁড়াটাকে জিজ্ঞাসা করি। ওরে ছোঁড়া, ওরে ছোঁড়া!

পু-ঘে। খবরদার, হুঁসিয়ার হ'য়ে কথা ক'স্। আমাকে তুই ছোঁড়া বলিস্?

কঞ্চুকী। তুই ছোঁড়া ন'স! তোদের দেশে ছোঁড়া কেমন? আমাদের দেশে তোর মতন যারা—তাদের বলে ছোঁড়া; আর আমার মতন যারা—তাদের বলে বুড়ো!

পু-ঘে। দেখ, ছোঁড়া ছোঁড়া ক'স্ নে—মুখ সাম্‌লে কথা ক'স্!

কঞ্চুকী। কেন, তুই রাগ ক'চ্চিস্ কেন? তোদের দেশে যে ছোঁড়া আর এক রকম, তা কেমন ক'রে জানবো বল? আচ্ছা, তোরে আর একটা কথা জিজ্ঞেসা করি,—তোদের দেশে সুয্যি উঠে কোন দিকে?

পু-ঘে। (ঘেসেড়ানীর প্রতি) আরে শোন্ শোন্ ও খেঁদী, এই বুড়োটা কি জিজ্ঞাসা ক'চ্চে শোন্! বলে—তোদের দেশে সূয্যি উঠে কোন্ দিকে ?

স্ত্রী-ঘে। নে নে তুই স'রে আয়! ও বুড়োর চলন দেখ্‌ছিস্? ও কে, তা কে জানে!

পু-ঘে। কে আবার? তুই এমন ছম্‌ছমে হ'য়েছিস্ কেন? (কঞ্চুকীর প্রতি) তোদের দেশে সূর্য্য উঠে কোন দিকে ?

কঞ্চু। আমাদের পূবে, তোদের দক্ষিণে ওঠে, না? আচ্ছা, তুই বল্লি—তুই ছোঁড়া ন'স্, তবে তুই কে ?

পু-ঘে। আমি রাজা।

কঞ্চুকী। বটে!—তোরও একটা ঘুড়ী আছে না কি? তাই ঘাস ছিঁড়ছিস্ না ?

পু-ঘে। হ্যাঁ।

কঞ্চুকী। ঐ ছুঁড়ী তোর ঘুড়ী নয় ?

পু-ঘে। ওরে খেঁদী, তোরে বল্‌চে ঘুড়ী!

স্ত্রী-ঘে। তুই চ'লে আয়! ও ভালমানুষ নয়, ওর চোখ দেখেছিস্? এখন কত রকম লোক আনাগোনা ক'চ্চে। তুই বলিস্—আমার গা ছম্ ছম্ করে কেন? ঐ মিন্সের মুখ ছ্যাখ্ দেখি।

কঞ্চুকী। আচ্ছা ও ছুঁড়ীটা ঘুড়ী হয় কখন?—রেতের বেলা? আমাদের রাজার ছুঁড়ীটা দিনের বেলা ঘুড়ী হ'ত।

পু-ঘে। আমার এটা রেতের বেলা ঘুড়ী হয়।

কঞ্চুকী। তবেই তো তোর মুস্কিল! ঘাসও কাট্‌তে হয়, আর পিটে চ'ড়ে বেড়াতে পাস্ না।

পু-ঘে। আর ভাই, দুঃখের কথা বলিস্ কি? তুই যদি ভাই এটাকে নিয়ে যাস্—তা'হলে আপদ যায়!

কঞ্চুকী। বাপ রে, আমি ওদের খুরে খুরে দণ্ডবৎ করি। ঘুড়ীর জ্বালায় আমাদের দেশ উৎসন্ন গেল! তোর দেশে সুভদ্রা কে আছে রে?

পু-ঘে। কেন?

কঞ্চুকী। সে আমাদের রাজার ঘুড়ীটা পুষেছে। আমি তার কাছে যাব! আমি সেই ঘুড়ীটা মানুষ করবার ফিকিরে আছি।

স্ত্রী-ঘে। ঐ শোন মুখপোড়া—ঐ কি বল্‌চে? কেমন আমার কথা মিল্‌চে! আমি তোরে বল্‌চি, দেশ ছেড়ে পালাই চ, এখানে কত কি হ'চ্চে!

পু-ঘে। (কঞ্চুকীর প্রতি) তুই কি ক'রে মানুষ ক'র্‌বি?

স্ত্রী-ঘে। গুণ ক'র্‌বে রে মুখপোড়া—গুণ ক'র্‌বে? পালিয়ে আয় বুঝ্‌তে পাচ্ছিস্‌ নি?

পু-ঘে। আমি তো সেই ফিকিরেই আছি। তোরে গুণ ক'রে থ'লের পুরে নিয়ে যায় তো আপদ যায়। দু'টো কথা কইতে দেবে না!

স্ত্রী-ঘে। গ্যাখ,—ভাল চাস্‌ তো চ'লে আয় ব'ল্‌চি। নইলে তোরে আমি ঘরে ঢুকতে দেব না।

পু-ঘে। (কঞ্চুকীর প্রতি) আচ্ছা তুই বল্লি নি—তুই কি ক'রে মানুষ ক'র্‌বি?

কঞ্চুকী। তুই কি মনে ক'রেছিস্‌, আল্‌গা ব'লে কি আমি এত আল্‌গা যে, তোর কাছে সব ভেঙ্গে ব'ল্‌ব। বল্‌, তোদের কোন দিক্‌ পূর্ব্ব দিক্‌? বাণেশ্বরের মন্দির কোন্‌ দিকে বল্‌?

পু-ঘে। আমাদের দেশে পূব দিক নাই।

কঞ্চুকী। সত্যি না কি? তোদের তো ভারি বিশ্রী দেশ, তোদের দেশে আর কি নাই বল?

পু-ঘে। হাওয়া নেই।

কঞ্চুকী। এই যে গায়ে লাগচে।

পু-ঘে। ও হাওয়া নয়—জল।

কঞ্চুকী। তবে খাবার জল কি বল্?

পু-ঘে। ঐ জল কলসীতে পূরে রাখি, গড়িয়ে গড়িয়ে খাই।

কঞ্চুকী। আচ্ছা ঐ যে রথে আস্‌তে আস্‌তে নদী দেখে এলুম। তাতে তো জল দেখ্‌লুম।

পু-ঘে। তুই রথে ক'রে এলি? তোরে কে পাঠালে? তুই কোত্থেকে এলি?

কঞ্চুকী। তা আমি বল্‌বো না! সে ছোঁড়া আমায় মানা ক'রে দিয়েছে।

পু-ঘে। তুই সুভদ্রা দেবীকে খুঁজ্‌ছিস্? (স্বগত) এ কে তা হ'লে? এর সঙ্গে তো তা হ'লে তামাসা ক'রে ভাল করি নি। বুড়ো বামুন দেখ্‌চি—কোন রাজার বাড়ীর কঞ্চুকী হবে। তামাসা ক'রে তো ভাল করি নি—এখনি ভীম ঠাকুর গর্দ্দানা নেবে! (প্রকাশ্যে) ম'শায়—আমায় মাপ করুন, আপনার সঙ্গে তামাসা ক'রেছি, ভাল করি নি।

কঞ্চুকী। কি তামাসা ক'রেছিস্?

পু-ঘে। ম'শায় মাপ করুন। আমি ঘেসেড়া—আমি রাজা নই। ঝক্‌মারি ক'রে বলেছি, আমাদের দেশে পূব দিক নাই।

কঞ্চুকী। তবে কি তুই মিছে কথা বলেছিস্?

পু-ঘে। আজ্ঞে হাঁ—মাপ করুন।

স্ত্রী-ঘে। ওরে বাপ রে—ওরে সর্ব্বনাশ কল্লে রে—ছোঁড়ারে গুণ ক'র্‌লে রে।

কঞ্চুকী। আচ্ছা তুই যে বল্লি,—এই ছুঁড়ীটা ঘুড়ী হয়, সেও মিছে কথা?

পু-ঘে। আজ্ঞে মিছে কথা ক'য়েছি—ঘাট ক'রেছি ম'শায়?

স্ত্রী-ঘে। ওরে বাপ্‌রে—কি হ'ল রে,—মিন্সে বুঝি মারা গেল রে! ওরে বাপ রে—আমার কি হবে!

কঞ্চুকী। ও যদি ঘুড়ী নয়, তবে তিড়িং-তিড়িং ক'রে লাফাচ্চে কেন?

পু-ঘে। ও এমন লাফায়—মাপ করুন ম'শায়, মাপ করুন।

কঞ্চুকী। এইবার তুই মিথ্যা কথা বল্লি, আমি চল্লুম।

পু-ঘে। মশায়, রাগ কর্ব্বেন না—রাগ কর্ব্বেন না। চলুন, আপনাকে ঐ বাণেশ্বরের মন্দিরে নিয়ে যাই।

কঞ্চুকী ও ঘেসেড়ার প্রস্থান

স্ত্রী-ঘে। ওরে কি সর্ব্বনাশ হ'লো রে—আমার মিন্সেকে নিয়ে যায় রে! ওরে কি হলো রে—বাপ্ রে—আমি পালাই রে! প্রাণ বড় ধন রে!—মিন্সে গেলে মিন্সে পাব,—ম'লে আর ভাত খেতে পার্ব্বো না রে!

প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

নদী-তীর

কুন্তী ও কর্ণ

কর্ণ। কেন মাতা, পুনঃ মোরে করেছ স্মরণ?

কুন্তী। দেখ বৎস, বিপন্ন তোমার ভ্রাতাগণ,
এ সময়ে কর, পুত্র, সাহায্য প্রদান।

কর্ণ। মাতা, বাদ মম নাহি তব অন্যপুত্র সনে,
ঈর্ষ্যানল জ্বলে মাত্র হেরিলে অর্জ্জুনে।
গায় শতমুখে লোকে অর্জ্জুনের গুণ-গান।
কহে ইন্দ্রপুত্র ইন্দ্রের সমান,
আমিও মা—সূর্য্যপুত্র তোমার সন্তান,
কিন্তু লোকে কয়, রাধার তনয়
হেরিয়ে তপনে দীর্ঘশ্বাস করি সংবরণ!

মা গো, মৃত্যু ইচ্ছা হয়, স্মরিলে পূর্ব্বের কথা।
দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর কালে,
উঠিলাম লক্ষ্যভেদ হেতু,
নিবারিল দ্রুপদনন্দিনী—
কটুবাণী শুনিল সে নৃপতিমণ্ডল।
কহিল পাঞ্চালী,—"সুতপুত্রে বরিব না কভু।"
বিঁধে আছে শেল সম হৃদে।
যাবে খেদ লক্ষ্যভেদী পার্থে বিনাশিলে।

কুন্তী। নহে বৎস, রোষের সময়,
আসে যদুবীর,
তার যুদ্ধে কে রহিবে স্থির—
তুমি না ধরিলে ধনু পাণ্ডব সহায়ে ?

কর্ণ। বৃথা চিন্তা কেন কর মাতা—
যাদব-সমরে যদি না রাখি অর্জ্জুনে,
নিজহস্তে বধিব কেমনে ?
নাহি কর ভয়,
দুর্য্যোধন হইবে সহায় ;
জয়লাভ নিশ্চয় হইবে।
মিলিলে মা কৌরব-পাণ্ডব,
ত্রিভুবনে আহবে কে জেনে ?

কুন্তী। বৎস, তুমি নহ অবগত,
কৃষ্ণ নহে নর—নারায়ণ নররূপে ;
দুষ্কর সমর তার সনে।
রাবণ সমান পাছে বংশনাশ হয়,
হুতাশ জন্মেছে মনে।

কর্ণ। জানি মাতা কৃষ্ণ নারায়ণ,
তাই শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুনে, ভেটিবারে চাহি রণে;
দিনকর আকর আমার—বুঝাইতে চাহি লোকে।
হ'ন নারায়ণ কৃষ্ণ, তবু এবে নর,
অঙ্গে বিন্ধে শর,
ভঙ্গ আছে সংগ্রামে তাঁহার;
বহু ধনুর্দ্ধর নিবারিল বহু রণে তাঁরে।
ধনুকরে সমরে, মা, না ডরি কেশবে।
অবতার উপদেষ্টা মম;
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডবের আমি—
উপস্থিত বিগ্রহে রক্ষিব জ্যেষ্ঠ সম।
মাতা, যাব ফিরে—
সাজিছে কৌরব-সেনা,
বিলম্বিলে ভগ্নোদ্যম হবে দুর্য্যোধন।
যাও গৃহে, ঠাকুরাণী, লহ নমস্কার—
কৃষ্ণ হ'তে নাহি কিছু ভয়।

কর্ণের প্রস্থান

ভীমের প্রবেশ

ভীম। (স্বগত) কি কথা কহেন মাতা সূত-পুত্রসনে!
অনুরোধ বুঝি জননীর,
বুঝাইতে দুর্য্যোধনে সাহায্য-প্রদানে।
(প্রকাশ্যে) ভাব কি জননি,
দানিয়াছি দণ্ডীরে অভয়,
সূতপুত্র-বাহুবলে করিয়া নির্ভর?

একে হৃদে জ্বলে গো আগুন,
গিয়াছিল আপনি অর্জ্জুন—
দুর্য্যোধনে নিমন্ত্রণ হেতু।
ধিক হেন অপমান, তুচ্ছ হয় প্রাণ,
দ্রৌপদীরে দেখাইল উরু—
সেই কুরু রণে সাথী!
কৃষ্ণ-রণে যদি বাঁচি প্রাণে,
ঝম্প দিব হুতাশনে।

কুন্তী। বৎস,
খল সম আচরণ যোগ্য তব নয়।
সত্য দুর্য্যোধন, করিয়াছে দুনীত আচার,
জ্ঞাতিশত্রু চিরদিন—
কিন্তু শত্রু তায়
বংশের গৌরব ভোলে নাই কুরুরাজ।
নহে শুধু জীবন-সংশয় কাল যাদব সংগ্রামে!
দেখ বিচারিয়া মনে—
পরাজয় হয় যদি রণে,
হবে তায় ভারতবংশের অপমান।
নিজমান হেতু নাহি ত্যজ দণ্ডীরাজে,
পিতৃলোক-গৌরব কি না চাহ রক্ষিতে?
হীনজন নহে দুর্য্যোধন,
সম যোগ্য অরি তব;
তোমা হ'তে শতগুণে ঈর্ষ্যা তব প্রতি!
যদি এই রণে পাও পরিত্রাণ,
কভু মনে নাহি দিও স্থান—

বন্ধু হবে কুরুপতি ?
না করিবে স্বচ্যগ্রে মেদিনী দান।
পাণ্ডবের সনে যুদ্ধ পণ
হবে না বারণ—
ত্রিভুবন একত্র মিলিলে।
কিন্তু উচ্চাশয়—জেন সে নিশ্চয়,
হইবে সহায় বংশের সম্মান ভাবি,
যাদবে ভারতে বিসম্বাদ !

ভীম। যাও, মাতা,
যা হবার হইয়াছে কি হইবে আর।
নাহি করি বংশের সম্মান ?
জ্ঞান হয়, পুরন্দর করে না সাহস—
এ হেন কর্কশবাণী কহিতে সম্মুখে।
রাখিব বংশের মান দেখিবে জগৎ !
ভীমসেন বংশ-অভিমানী—
ত্রিভুবন মানিবে, জননি,
উদ্ভব ভারতবংশেতে মম—
বংশের বিক্রম প্রকাশিব ভূমণ্ডলে।
নহে বংশের সম্মান হেতু, মাতা,
বংশের সম্মান হেতু মূঢ় দুর্যোধন,
না করিবে রণ !
পশু সে দুর্মতি, পশু সম ব্যবহার,
বংশের মর্য্যাদা কোথা তার ?
নিজ কুলাঙ্গনারে—দেখাইল উরুস্থল
নহে বংশের মর্য্যাদা হেতু —

ঈর্ষ্যায় জ্বলিয়ে নীচাশয়
এ সময়ে হইবে সহায়,
কবে সবে—"দণ্ডীরাজ মাগিল আশ্রয়,
অক্ষম এ কুরু-কুলাধম,—
ভীমসেন দণ্ডীরে দিযাছে স্থান।"
এই লজ্জা-বাহণ-কারণ,
করে দুষ্ট হেন আচরণ!
অতি ক্রূরমতি, নারিলাম করিতে দুর্গতি,
দেখি—কৃষ্ণমাত্র ভরসা আমার!

কুন্তী। করিবে কি তুমি, বৎস, কৃষ্ণসহ প্রীতি?

ভীম। নহে মা ভারতবংশ ভোজবংশ সম,
ভোজবাজী, ইন্দ্রজাল শিখে নাই কেহ—
ভারতের বংশধরগণে।
ভারতবংশের পণ না হয় লঙ্ঘন;
সাক্ষ্য তার ভীষ্ম পিতামহ—
পণ রক্ষা হেতু ক্ষত্র উচ্চ-বংশধর,
ক্ষত্রজয়ী রাম সহ করিল সমর,
অবতার আখ্যা যার।
মিথ্যাবাক্যে যায় মা সময়।
কৃষ্ণ সহ সম্প্রীতি আমার,
নহি আমি শ্রীকৃষ্ণবিরোধী;
প্রাণ, ধন, জীবন, সর্ব্বস্ব মম হরি,
জানি আমি কৃষ্ণ তুষ্ট যায়,—
দণ্ডীরে অভয় দিছি তাঁর প্রীতি হেতু।

প্রস্থান

কুন্তী। একি! বনপথে যায় ভদ্রা উন্মত্তার প্রায়!
শূন্য পানে চায়, দৃষ্টি আর নাহিক ধরায়,
চলে সাথে বৃদ্ধ এক জন।
কোথা যায়?—
দুশ্চিন্তায় জন্মিয়াছে বুদ্ধিভ্রম!
নহে কুলনারী, কোথা যায় যামিনীতে?

প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

নিবিড় বন

সুভদ্রা ও কঞ্চুকী

সুভদ্রা। কহ, কোন পথে ল'য়ে যাও মোরে?
শাল বৃক্ষ নিবিড় কানন,
পত্রে পত্রে ঠেকেছে গগন,
দূরে ঘোর জলদ সমান—
বিদ্যমান শৃঙ্গধর।
উন্নত তৃণের শির—নরপদ-চিহ্ন নাহি হেরি!
দুস্তর কান্তারে কোথা ল'য়ে যাও মোরে?

কঞ্চুকী। সেই কেলে ছোঁড়া ব'লেছিল, তুই ভয় পাবি; আবার আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলে যাবি। কত কি গান গাবে—তুই শুনবি—আর সঙ্গে সঙ্গে কে সব যাবে।

শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গিনীগণের গীত

ঘোরা যামিনী, ভেব না ভাবিনি, হরিপদে প্রাণ ঢালো।
দেখ না গহনে, রূপের কিরণে, গগনে উঠিছে আলো॥
দেখ রূপের ছটা উথলে উঠে,—
চল লো চল লো চল, মুছে ফেল মনের কালো॥

সুভদ্রা। সত্য শুনি সঙ্গীতের ধ্বনি ;
গভীরা যামিনী—
যেন নিশীথিনী সঙ্গিনী সংহতি
করে গান, বিমোহিত প্রাণ—
আগুয়ান সঙ্গীতলহরী।
পন্থাহীন ঘোর বন-পথ,
কহ, বৃদ্ধ, যাব কোন দিকে ?

কঞ্চুকী। ছোঁড়া ব'লেছিল, পুব দিকে যেতে, তা তোদের দেশে ত পুব দিক নাই—যে দিকে হয় চল্।

সুভদ্রা। কোথা যাব, কোথা হব অগ্রসর!
ফিরিবার পন্থা না নেহারি।
চিত্তে নারি করিতে নির্ণয়—
কোন্ পথে এসেছি কাননে।
ঘোর বনে শ্বাপদ-ঝঙ্কার—
আগুসার হইব কেমনে ?

কঞ্চুকী। হাঁ হ্যাখ্—সে ছোঁড়া এ সব কথা ব'লেছিল—আর ব'লেছিল,—পথ না পেলে চোখ বুজে আমায় দেখিস্! তুই একটু দাঁড়া, আমি ব'সে একটু চোখ বুজে দেখি।

সুভদ্রা। বুঝিতে না পারি,
কেহ বা ক'রেছে ছল এই বৃদ্ধ সনে!

কঞ্চুকী। এ্যাঃ—তোর মনে ধোঁকা লেগেছে! সে ব'লেছে—ধোঁকা করিস্ নি! আমায় চোখ বুজে দেখ্‌বি আর যে দিকে হয় চ'ল্‌বি।

সুভদ্রা। আইলাম গহন কাননে বাতুল-বচনে,
কল্পনায় সঙ্গীতের ধ্বনি উঠে কাণে!
কামনায় জ্ঞান হয় দেবতা উদয়;
বৃদ্ধের কথায়, করিয়া প্রত্যয়—
ঠেকিয়াছি ঘোর দায়!

কঞ্চুকী। তুই আমায় অবিশ্বাস কচ্ছিস্, না? আচ্ছা, তোরে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুই অন্ধকার দেখ্‌ছিস্—কি আলো দেখ্‌ছিস্?

সুভদ্রা। তমাচ্ছন্ন তমোময় স্থূল এ আঁধার!
চারিদিকে রুদ্ধ করে পথ।
জগৎ আঁধারময়—দিকবিদিক্ না হয় নির্ণয়।

কঞ্চুকী। এই বার তোর হ'য়েছে, নয় আর একটু হ'লেই হবে; এইবার তুই আলো দেখ্‌বি। (শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ও প্রস্থান) দ্যাখ্, দ্যাখ্—ঐ ছোঁড়াই আলো ক'রে চলেছে।

সুভদ্রা। আলো ক'রে কেবা যায়?

শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গিনীগণের গীত

ধীর মাধুরী, গীত-লহরী, মৃদুল বোল কানন ভরি,
ধীর তান তরঙ্গে, এস এস তুমি এস লো সঙ্গে
রঙ্গিণি, হের রঙ্গে ভঙ্গে চলিছে গোলোক-নারী, সারি সারি;
রাখ মনে মনা নয় ত ভাল,—বরানন, করি মানা,
কেন সরল প্রাণে গরল ঢালো, নয়ত ভালো॥

কঞ্চুকী। তোর চোখ কোথায়? আমার কথা না শুনিস, এই গান শুন্‌তে শুন্‌তে চ'। ছাখ্, আমি তোকে জিজ্ঞাসা করি, এরা কারা গাচ্ছে বল দেখি? বেশ গায়! তুই তো ব'ল্‌ছিস্ আমি বুড়ো; তুই কেন সবাই

বলে বুড়ো। তুই আলো দেখ্‌তে পাচ্চিস্ নি কেন বল দেখি? তুই যে আমায় বল্‌লি—তুই বিপদে পড়েছিস্। আমিও দণ্ডীরাজাকে নিয়ে বিপদে পড়েছি—তুইও তাকে নিয়ে বিপদে পড়েছিস্। সে বল্লে, বিপদ হ'লে যে ডাকে, তার আমি কাছে থাকি, তার পথ আমি আলো ক'রে দিই। আমি তো আলো দেখ্‌ছি, তোর বুঝি তেমন বিপদ নয়—তাই অন্ধকারে আছিস্!

সুভদ্রা। কিবা কহে এই বৃদ্ধ দ্বিজ?
কেবা কালো এর?
বলে, পথে দেখা হ'ল তার সনে।
কালো!—কে সে?
যাব আমি যথায় দেখাবে পথ।

কঞ্চুকী। আচ্ছা দ্যাখ্, আমার কত বয়স ঠাওরাচ্চিস্? খুব বয়স তো মনে কচ্চিস্?—তা তাই বটে। আচ্ছা মনে কর, তোর মত ছুঁড়ীও দেখেছি, তার মত কেলে ছোঁড়াও দেখেছি। দেখেছি ত? বল?—আচ্ছা। কিন্তু তার মত আমি ছোঁড়া দেখি নি!—তার কি কল্লি ব'ল? কেমন? তুই ব'ল্‌বি, আমি বুড়ো হ'য়ে বোকা হ'য়েছি—পুব-পশ্চিম জানিনি। আমায় সেই ছোঁড়া ব'লেছিল—পুব-পশ্চিমের ধার ধারিস্ নে। ব'লেছিল—সব বিশ্বাস ক'রিস্। তাই ঘেসেড়ার কথায় বিশ্বাস ক'র্‌লুম, শুন্‌লুম,—যে পুব দিক নেই। মনে করিস্ নি, ঘেসেড়ার কথায়, সেই ছোঁড়ার কথায়। সে বলেছে: যে পুব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ ও সব মানিস্ নি। না মেনে তো ঠকি নি; তোকে তো বাণেশ্বরের মন্দিরে ধ'রেচি। তবে চ', আমার সঙ্গে চ'।

সুভদ্রা। কহ বৃদ্ধ, কোথা তুমি কোথা আলো?
কালো—কালো—গভীর কালোর উপর কালো!
স্থূল কলেবর এ আঁধার!

যেন আঁধারে আঁধার ঢাকা,
তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ভেদিতে না পারে।

কঞ্চুকী। তুই আমার মুখ দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌ ?

সুভদ্রা। না।

কঞ্চুকী। আমি তোর মুখ দেখ্‌তে পাচ্ছি। তুই আমায় দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌ নি,—তোর মনের ঘোর, তোর প্রাণের ফারফোর! আমার হাত ধর, আমার সঙ্গে চ'। ঐ শোন্‌—আবার গান।

শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গিনীগণের গীত

গোলোকবিহারী সাথী, হরি ব'লে চল' মাতি,
হের রাজীব-চরণ-ভাতি, চল' চল' ওলো পোহাল রাতি,
যুবতী, কোথা ভকতি, মনে সন্দ করা নয় যুকতি, সুমতি তুমি সতী,
তোমারি কারণে, গহন বনে, বনকুসুম-মাল'
গাঁথি বাঁকা, বাঁকা পাখা, এস' তোরি তরে বাঁকা কালো বনমাল'॥

সুভদ্রা। কোথায় উঠিছে এই তান ?
কোথা যায় ? হাওয়ায় মিশায়!
এ গহনে গায় কেবা ?
কভু ওঠে তান, গগন-গহন ব্যাপি ;
কভু অতি ধীর,
নীর যথা সাগরে মিশায় !
পুনঃ ঘোর রোল—আনন্দ হিল্লোল,
অমানুষী প্রভাব কাননে!
কহ, বৃদ্ধ, কে তোমার কালো ?

কঞ্চুকী। তুইতো তিন শ' তেত্রিশ বার জিজ্ঞাসা ক'রলি,—আমি বলতে পারলুম না। তুই ফের জিজ্ঞেস কর, আমি ব'ল্‌বো—জানি নি,—আবার জিজ্ঞেস ক'রবি, আবার ব'ল্‌বো—জানি নি। এখন তুই এগুবি

কি পেছুবি ? এগুতেও পারবি নি, পেছুতেও পারবি নি। আমার হাত ধর, আমি টেনে নিয়ে যাই।

শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গিনীগণের গীত

ধীর গহনে মঞ্জীর ধ্বনি, উঠে পুনঃ পুনঃ শুন বিনোদিনি,
হেলিছে দুলিছে চলিছে শ্যাম, ফিরে ফিরে তোরে চায় অবিরাম,
ভুবনমোহন ঠাম,
দূরে দূরে চলে ধীরে ধীরে, মঞ্জীর রুণু মিলে সমীরে,
চাহে ফিরে ফিরে, বালা, কূল পাবি লো অকূল নীরে ;
দেখ ঢেউ দে উঠে রূপের আলো,
গিরিধারী শুভকারী, কেন জড়িয়ে রাখ' সন্দজাল, রূপে আলো ॥

সুভদ্রা। সঙ্গীত উঠিছে পুনঃ !
চল বৃদ্ধ, অগ্রপর কিছু না ভাবিয়ে—
চলিব সংহতি তব।
কৃষ্ণ বাদী, বিপদের নাহিক অবধি,
কেন মিছে করি আর ভয় ?

কঞ্চুকী। তোর ভয় গিয়েছে ?

সুভদ্রা। কি জানি !

কঞ্চুকী। তুই মরিস্ বাঁচিস্—ভাবিস্ নে।

সুভদ্রা। না।

কঞ্চুকী। তুই আলো দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ ?

সুভদ্রা। যেন বিদ্যুতের মত।

কঞ্চুকী। তবে এখনও তোর মন ভাল হয় নি! আয়—নে আমার হাত ধর।

সুভদ্রা। (কঞ্চুকীর হস্ত ধরিয়া) এ কি, এ কি দেখি,
ছানিত কিরণ মাখি, দিকচয় আমোদে মোদিনী ;

পুলক্-ঝলকে হৃদি-দৃষ্টি পূর্ণিত আলোকে !
উজ্জ্বল আলোক বিশ্বময় !
ওঠে যেন আলোক-সঙ্গীত—
আলোক মিশায়ে যায়।
বহে যেন আলোক-পবন,
বিজনীতে আলোকের কায় !
যেন আলোক-ঘটায় গঠিত এ কায়,
যেন আলোকের বন,
তরুলতা-ফল-পুষ্প আলোকে মগন !
আলোকের পাখী, আলোক নিরখি,
আলোক-সঙ্গীতে আলোক হৃদয়ে ধরে !
আলোক-গঠিত ঋজু পথ,
যেন ছায়া-পথ,
চল, বৃদ্ধ,—হও অগ্রসর।

কঞ্চুকী। তুই ঠেকে শিখেছিস্—ঠিক বুঝেছিস্। কিন্তু আমিও বুঝেছি—অত আলো ভাল নয়। র'য়ে স'য়ে দুটো হোঁচট খেয়ে যেদিকে হয়, যাই চল্। ভাবচিস্—কে এ বুড়ো ? অত ভাবনাতে তোর কাজ কি ? তুই আপনার কাজ গুড়ো। কেলে ছোঁড়া বলেছে, অম্বিকাদেবীর স্থানে চল। না চলিস্, বল্, আমি সাফ্ সোজা পথে চলে যাই। তোর কি চাই ? কেলে ছোঁড়ার কথায় তোর ভালই খুঁজি। যদি বুঝি সুজি, তোর ভালাই নেই, সোজাপথে আপ্নি চলে যাই।

সুভদ্রা। কহ বৃদ্ধ, কার কথা কহ তুমি ?
কেবা তব কালো ?

কঞ্চুকী। তার নামটী তোরে ব'ল্‌বো না,—গলা কাটলেও না। সে আমার মিতে। সে মানা ক'রে দিয়েছে—তার কথা না শুন্‌লে হয় ?

সুভদ্রা। মিত্র তব ?
কালো নাম কহ বার বার,
বুঝিলাম বরণ তাহার কালো।
কিরূপ গঠন ?—কিরূপ বদন ভাব ?
কি হেতু হিতৈষী মম ?
আমার কারণ—
কি হেতু বা অনুরোধ ক'রেছিলে তারে ?

কঞ্চুকী। হ্যা দেখ্, তুই অনেক বার জিজ্ঞাসা কচ্চিস্ বটে, সে কেমন ? আমিও মনে করি, তোরে বলি, কিন্তু বল্‌তে পারি না। তার যেই মুখ মনে পড়ে, আর সব গুলিয়ে যায়! আমি কে ভুলে যাই—কোথায় আছি, ভুলে যাই! সে কেমন হ'য়ে যায়! আমি কি তোর জন্যে উপরোধ ক'রেছিলুম, আমি আপনার রাজার জন্যে বলেছিলুম। আমি তোরে একটা কথা চুপি চুপি বলি শোন,—ওটা ঘুড়ী নয়,ওটা ডাইনী ছুঁড়ী। আমাদের রাজাকে পেয়েচে। তুই অম্বিকাদেবীর পূজা ক'র্‌লেই ওটা ছেড়ে পালাবে, আর তোরও ভাল হবে।

সুভদ্রা। এ কালোবরণ অন্য কেহ নহে আর,
মম প্রাণ ধন শ্রীমধুসূদন ;
নহে এ সঙ্কটে হিতৈষী কে হবে!
এই দীন বৃদ্ধ,
মিত্র এর দীননাথ বিনা কেবা ?
বুঝিতে না পারি—দৈবের অদ্ভুত সংঘটন।
প্রভু-ভক্ত প্রাচীন ব্রাহ্মণ,
পাইয়াছে ভক্তাধীনে প্রভু-ভক্তি বলে।
চল, বৃদ্ধ, তুমি মম অকূলে কাণ্ডারী।
চল চল—পূজি মা অম্বিকা।

বুঝিয়াছি কালো কেবা তব,
ভাণ্ডা'ও না আর, কৃষ্ণ নাম তার—
নহে অহেতু কি উপদেষ্টা হয় অবলার ?
হেতু-শূন্য দয়াপূর্ণ কেবা ?
কার ধ্যানে আর বাহ্যজ্ঞান হয় দূর !
নিশ্চয় অনাথনাথ কালো মিত্র তব।

কঞ্চুকী। চল্ চল্, বক্‌বি না যাবি ? রাতারাতি ফিরে আস্‌তে হবে। ঐ দেখ্—গাইতে গাইতে তারা আগে আগে যাচ্চে। ওরা চলে গেলে আর পথ চিন্‌তে পারবি নি। রাত দেখ্‌ছিস্, সাঁ—সাঁ ক'রছে !

উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

দ্বারকার কক্ষ

শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকী

কৃষ্ণ। দেখ দেখ মধ্যম পাণ্ডব !
চিরদিন ভীমসেন স্নেহ করে মোরে,
মম সহ দ্বন্দ্ব কভু করে ?
ব্যঙ্গ তুমি বোঝ নি, সাত্যকি ?
দেবগণে সমাচার দেছ অকারণে।

ভীমের প্রবেশ

এস ভাই, এস বৃকোদর !
দণ্ডীরে এনেছ সঙ্গে ল'য়ে ?

ভীম। না জানি কি গুরু অপরাধে,
বহু লজ্জা দিয়েছ, শ্রীহরি!
ত্রিভুবন অযশ গাহিবে—
দুর্য্যোধন সহায় হইলে।
অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে হয় সাধ।
হে মুরারি, তব পদ স্মরি করিয়াছি পণ,
রণে দুর্য্যোধনে করিব নিধন—
গদাঘাতে ভাঙি উরু।
মরমে দহিয়ে, তোমারে স্মরিয়ে
পাঞ্চালী খুলেছে বেণী!
যা'ক মম প্রতিজ্ঞা অতলে,
রহুক দ্রৌপদী এলোকেশী চিরদিন,
কুশলে কৌরব রহুক হস্তিনাপুরে,—
খেদ নাহি করি,
কিন্তু আশ্রিতে ত্যজিব—
এ কলঙ্ক অর্পিতে মাথায়
ইচ্ছা কিহে তব ইচ্ছাময়?
সন্ধি হেতু আসি নাই চক্রধারী।

কৃষ্ণ। কহ, বীর, কিবা প্রয়োজন?
কহ, তবে কিবা হেতু আগমন?

ভীম। মিনতি দাসের এই রাখ, যদুপতি,
উপস্থিত রণ, আমার কারণ,
আমি তব অরি,
নহে আর চারি পাণ্ডব বিরোধী তব।
বধিয়া আমায় বিবাদ ঘুচাও, প্রভু!

আসিয়াছি দ্বৈরথ-সমর আকিঞ্চনে;
আকিঞ্চনে করো না বঞ্চনা,
বাঞ্ছাকল্পতরু তব নাম।

কৃষ্ণ। বুঝিয়াছি, বৃকোদর, তব অহঙ্কার!
তুমি বলবান,
বাহুবলে নাহিক সমান তব,
তাই চাও যুদ্ধ মম সনে!
বুঝেছি কৌশল,
কিন্তু তুমি যদধিক ছল,
তা হ'তে অধিক ছল আমি।
বুঝাও আমায়,
শত্রু নহে আর চারি ভ্রাতা তব!
বুদ্ধিহীন হেন কি ভেবেছ মোরে?
প্রশ্রয় তোমায় নাহি দিলে যুধিষ্ঠির,
বল না কেমনে—
দণ্ডী সহ কর বাস বিরাটনগরে?
কেন বা অর্জ্জুন ভ্রমিয়া ভুবন,
সহায় করিবে যত ক্ষত্ররাজগণে?
সহদেব, নকুল দু'জনে,
প্রাণপণে যুদ্ধ আয়োজন কেন ক'রে?
কহি আমি শুনেছি যেমন।

ভীম। গিরিধারি! নাহি বাহুবল তব, চাহ বুঝাইতে—
তোমা হ'তে আমি বলাধিক!
ক্ষত্রিয়সমাজে কথা বটে সম্মানসূচক!
ছল নহি আমি, অতি ছল তুমি—

মুক্তকণ্ঠে করি হে স্বীকার।
ছলে চাহ ভুলাইতে,
ছলে কহ আশ্রিতে ত্যজিতে,
চতুরের চূড়ামণি তুমি!
কিন্তু শুনি, চিন্তামণি,
—কল্পতরু ধর নাম—
মিথ্যাবাদী নহে যুধিষ্ঠির!
অনল সমান হৃদি দগ্ধ হয় অপমানে,
সে অনল নির্ব্বাণ কারণে—
স্থান চাই তোমার চরণে!
সূতপুত্র কৌরবের ক্রীতদাস,
তাহারে সাধিল মাতা সাহায্য কারণ;—
স্বচক্ষে নেহারি তবু প্রাণ ধরি!
করি নাই আঁখি উৎপাটন!
দেহ রণ—লজ্জা রাখ, লজ্জানিবারণ!
কণ্ঠে প্রাণ থাকিতে আমার,
দুর্যোধন মৃত্যু নাহি হয়!
গদাধর, বধিয়া আমায়—
অপমানে কর ত্রাণ।

কৃষ্ণ। সম বল সহ রণ ক্ষত্রিয়-নিয়ম,
যেই জরাসন্ধ সহ রণে ভঙ্গ দিছি কতবার,
তৃণবৎ ছিঁড়িলে তাহারে!
ধরেছিনু ক্ষুদ্র গোবর্দ্ধন,
কিন্তু তব চরণের ঘায়—
গিরি-শির চূর্ণ শত শত!

নাহি হেন শক্তি মম জিনিব সবায় ;
ল'ব তুরঙ্গিণী—এই প্রতিজ্ঞা আমার—
ছলে বলে কৌশলে রাখিব সেই পণ !
পাইয়াছ অপমান চাহ বুঝাইতে,
কিন্তু কোন মতে স্থান মম নাহি পায় চিতে ;
জানিতাম সরল তোমায়,
দেখি তুমি আমা হ'তে অধিক চতুর !
ভাল, বল দেখি কিসে তুমি হতমান ?

ভীম। বুঝেও না বুঝে যেই জন,
কথার শকতি নাহি বুঝা'তে তাহায় !
রাধার নন্দন কর্ণ শত্রু বাল্যাবধি,
করিল পাণ্ডব-মাতা তাহারে মিনতি।
পাণ্ডবের কুলনারী আনি কেশে ধরি,
যেই অরি উরু দেখাইল,
সভামাঝে বসন-হরণ ক'রেছিল আকিঞ্চন,—
তারে পাণ্ডব-প্রধান করিয়ে সম্মান,
আবাহন করিল সমরে হ'তে সাথী !
হা কৃষ্ণ, এ হ'তে কিবা হবে হে দুর্গতি !
জানাব কাহায়, দীর্ঘ-শ্বাস ঢালি তব পায়,
সেই তপ্ত-শ্বাসে দগ্ধ হোক্ চরণ তোমার !

কৃষ্ণ। ভাল ভাল—শঠ বৃকোদর,
ঘুচাইলে চতুরালী-অহঙ্কার !
কর্ণ সহ কুন্তীদেবী কি কথা কহিল,
জানি আমি সে গুহ্যবারতা ;
শত্রু তুমি, কি হেতু তোমারে কব ?

মাতৃজ্ঞান করে কর্ণ তারে।
আসন্ন-সময়ে পদ বন্দিবারে
ক’রেছিল আকিঞ্চন,
দরশন পেয়েছিল সে কারণে তাঁর!
কৌরব পাণ্ডবে যদি মিলে এ আহবে,
তাহে তব কিবা অপমান?
বাড়িবে কেবল ভারতবংশের মান,
তোমার সম্মান অধিক বাড়িবে তাহে।
মম ভয়ে দণ্ডীরে ত্যজিল দুর্য্যোধন,
কিন্তু যথা অনল সদনে উত্তাপিত হয় কায়,
সেইরূপ তোমার প্রভায় প্রভাম্বিত দুর্য্যোধন।
অতুল বীরত্ব তব ক্ষত্রিয় ব্য’ভার—
পশিয়াছে হৃদয়ে তাহার!
ক্ষত্র-ধর্ম্ম শিখিয়াছে ক্ষত্রিয় সমাজ—
তব উচ্চ আদর্শ হেরিয়ে।
তাই ভয়ে যারে করিল বর্জ্জন,—
তাহার রক্ষণে পুনঃ প্রবেশিল রণে।
যাও যাও—কি বুঝাও ভীমসেন!
চাহ বধিয়া আমায় বিপদ করিতে দূর!
চাহ ভ্রাতৃগণের কল্যাণ;—
ভাব মনে ত্রিভুবন আমার সহায়,
পাছে হয় অকল্যাণ ভ্রাতার কাহার;—
তাই ছল করি আসি দ্বারকায় পূরাইবে অভিলাষ!
যাও যাও—দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ তোমা সহ কভু না করিব।

ভীম। অতি ছল, অতি খল, অতীব কুটীল,

তুমিই তোমার মাত্র উপমা কেবল ;
তুমি লজ্জাহীন, তোমারে কি লজ্জা দিব !
সম তব মান অপমান,
নহে ক্ষত্র হ'য়ে কহ, কৃষ্ণ, ক্ষত্রিয় সদনে,
পরাজয়-ভয়ে রণে হও পরাঙ্মুখ !
নিন্দা-স্তুতি সমান তোমার,
কি হইবে রুষ্ট কথা ক'য়ে ?
কিন্তু নাম ধর ভক্তাধীন,
কায়মনপ্রাণ অর্পণ করেছি রাঙ্গা পায়,
তথাপি যদ্যপি তুমি না বুঝ বেদনা,
রণস্থলে, দেবতামণ্ডলে,
উচ্চ কণ্ঠে করিব প্রচার—
নহ তুমি লজ্জানিবারণ !
নহ কভু ভক্তাধীন !
নহে কেন কর হতমান ?
হ'লে কণ্ঠাগত প্রাণ—
কৃষ্ণনাম আর না আনিব মুখে ! [প্রস্থান

সাত্যকি। এ লীলা কি, লীলাময়, বুঝাও আমায় !
আসি দ্বারকায় যে জন যা চায়
তারে কর তখনি অর্পণ।
কিন্তু ক্ষত্র তুমি, ক্ষত্র আসি মাগিল সংগ্রাম,
জলাঞ্জলি দিয়ে মানে, বিমুখ হইলে রণে !
তুরঙ্গিণী যদি প্রয়োজন,
পাইতে অশ্বিনী বৃকোদরে পরাজয়ি ;
পূর্ণ তব হ'ত অভিলাষ,—

নিবারণ হ'ত সেনানাশ।
দেব-নরে এ ঘোর সমরে,
না জানি অনর্থ কত হবে!
বুঝি, দেব, প্রলয় নিকট!

কৃষ্ণ। নিরাশ্রয়া অনাথিনী বালা,
কাঁদে মহাসঙ্কটে পড়িয়ে।
প্রভুভক্ত বৃদ্ধ চাহে প্রভুর কল্যাণ,—
ল'য়ে কৃষ্ণনাম এসেছিল দ্বারকায়।
অবলায় করিব বঞ্চিত—এই কি বিহিত?
প্রভুভক্ত জনে যদি ভক্তি নাহি পায়,
প্রভু-অনুগত কহ কে হবে ধরায়?
ব্যর্থ মম হবে কৃষ্ণনাম,
ধর্ম্মের হইবে অসম্মান!
সময়ে বুঝিবে প্রয়োজন;
যাও বীর, কর যদুসৈন্য সুসজ্জিত।

উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মন্ত্রণা-গৃহ

ভীষ্ম, দ্রোণ, কুন্তী ও অর্জ্জুন

অর্জ্জুন। কহ, পিতামহ,
ধ্বংস কি ভারতবংশ হবে, এ সময়ে ?
মম বুদ্ধি না যুয়ায়,
কোন দিকে ধায় এই ঘটনার স্রোত !
জান তুমি চিরদিন ভারতগৌরব,
মৃত্যু-ভয় শিক্ষা কভু শ্রীচরণে তব
করে নাই এ সন্তান।
কিন্তু, দেব, কি হবে না জানি !
বুঝি ত্বরা প্রলয় সম্ভব,
নহে অসম্ভব সম্ভব কি হেতু আজি হেরি,
পাণ্ডব-বিরোধী কেন পাণ্ডবের হরি ?

ভীষ্ম। অনন্ত ঘটনা-স্রোত বহিতেছে অনন্ত প্রভাবে,
কেবা উহা করিবে নির্ণয় !
মহামায়া-মাহাত্ম্য কি রবে—
ক্ষুদ্র নরে যদি তাঁর রহস্য ভেদিবে !
মায়ার সংসারে ধর্ম্ম মাত্র ধ্রুব তারা।

টলে মন সুপথে কুপথে মায়ার প্রভাব-বলে ;
ভগবান করেন ছলনা, সেই হেতু চক্রী তাঁর নাম।
কিন্তু তারই সার্থক জীবন—ধর্ম্ম যার জীবনে আশ্রয়।
কর্ত্তব্য তোমার বদ্ধ তোমার হৃদয়ে,
ধর্ম্ম-সেবা কর্ত্তব্য সাধন।
দান, ধ্যান, যাগ, যজ্ঞ প্রতিষ্ঠা যাহার—
নহে মাত্র ধর্ম্ম উপাসনা ;
ধর্ম্ম করে ঘৃণা,
কর্ত্তব্য হইতে কার্য্য না হ'লে উদ্ভব।
নিজ ধর্ম্ম বুঝহ অর্জ্জুন,
উপদেষ্টা এই স্থলে অকপট-হৃদি।
সখা কৃষ্ণ সনে যদি হইবারে বাদী
হৃদি তব করে হে বারণ—
ভীমসেনে করহ বর্জ্জন ;
অপযশ ভয়—তাহে কিবা হয়—
ধর্ম্ম অবলম্ব' তব—
নির্ভয়ে করহ, বীর, ধর্ম্ম উপাসনা।
কিন্তু যদি আশ্রিত-পালনে ক্ষত্র-ধর্ম্ম টানে,
অভয় হৃদয়ে কৃষ্ণ সনে পশ রণে।
তুচ্ছ কর জয়-পরাজয়,
দুখ-সুখ গণে নীচ জনে।
কিন্তু মনুষ্যত্ব-প্রার্থী যেই ভাগ্যবান নর,
শুভাশুভ না করে গণনা,
ঝম্প দেয় ধর্ম্ম লক্ষ্য করি।
কি কহ, আচার্য্য বীর ?

দ্রোণ। তব মুখে ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা করিয়ে শ্রবণ,
আর্দ্র হয় মন,
বেদ-বিধি-সার-বাক্য মুখাম্বুজে তব!

কুন্তী। কহ আর্য্য—মার্জ্জনা করিয়ে মা'র প্রাণ—
অবোধ আমার, দেব, এ পঞ্চ সন্তান,
ত্রাণ কি পাইবে কাল রণে?
জানি আমি অতি শ্রেয়ঃ ধর্ম্ম-উপাসনা,
জেনে শুনে তবু কাঁদে গো মায়ের প্রাণ।
মা'র প্রাণ চাহে সদা পুত্রের কল্যাণ,
ক্ষত্রিয় রমণী, বাঘিনী, সিংহিনী—সবারই মায়ের প্রাণ!
কহ দেব, ভারত বংশের চূড়া,
ভেঙ্গেছে কি কপাল আমার?

ভীষ্ম। শুন, বৎসে, ভবিষ্যৎ ইচ্ছায় যাঁহার,
জানে সেই ইচ্ছাময় ভবিষ্যৎ-ফল।
বৃকোদরে কালকূট করিল প্রদান
ঈর্ষ্যাবশে যেই কালে দুর্য্যোধন,
সে সময়, কেহ কি ভাবিত,
না হইয়ে মৃত, ভীমসেন আসিবে ফিরিয়ে—
শতগুণে বলীয়ান অমৃত পিয়িয়ে?
যতু-গৃহে হইলে দাহন,
কেবা, মাতা, জানিত তখন—
লক্ষ্মী-অংশে দ্রৌপদী সুন্দরী পাণ্ডব-রমণী হবে,
বলবান দ্রুপদ সহায়ে পাণ্ডব ফিরিবে রাজ্যে পুনঃ?
দ্বাদশ বৎসর বনে, দুর্ব্বাসা-পারণে,
অজ্ঞাত বৎসর মুগ্ধ করি সতর্ক দূতের আঁখি,—

সতর্কে ফিরিল যারা সন্ধানের হেতু—
এ দুর্দ্দিনে বিরাট সহায়,
এ সকল ভবিষ্যৎ-ফল গণনা-অতীত, মাতা।
কর যার ভয়—সেই জন তোমার সহায়,
বহু প্রীতি তাঁর ধর্ম্মে যাঁর স্থির মতি।

দ্রোণ। ভীষ্মদেব, উঠিতেছে মনে—
কৃষ্ণ সনে সন্ধি-প্রস্তাবনা,
ভারত বংশের শ্রেষ্ঠ উচিত তোমার!
চিত্তে যেবা লয়, কর তুমি মতিমান!

ভীষ্ম। চিত্তে আমি কর্ত্তব্য ক'রেছি স্থির,
কিন্তু বীর, অতি উগ্র বৃকোদর,
আসি পাছে করে সে উত্তর—
"পিতামহ, পাইয়াছ ডর দেবতার সনে রণে,
তাই সন্ধি করিছ প্রার্থনা।"
ক্ষত্র হ'য়ে ন্যায্য বাক্য সহিতে নারিব,
গর্জ্জিয়ে উঠিব—
সেই ক্ষণে যুদ্ধ দিব বৃকোদরে।

দ্রোণ। অলঙ্ঘ্য প্রতিজ্ঞা যাঁর প্রচার ভুবনে,
প্রতিজ্ঞা পালনে—
ক্ষত্রকুলান্তক রাম সহ বিরোধিল,
শত্রু-মুখে নাহিক প্রচার—রণে পৃষ্ঠ প্রদর্শন,
এ হেন স্পর্দ্ধা কিবা রাখে ভীমসেন,
হৃদয়ে এ চিন্তা দেয় স্থান!—
সুদৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ভীম আদর্শে তোমার।

ভীষ্ম। ভাল ভাল—কি কহ অর্জ্জুন,

কি কহ, মা কুন্তী দেবী ?
বিদুরে পাঠাই, মার্জ্জনা চাহিয়ে দণ্ডী হেতু।
হ'ত ভাল, বৃকোদর থাকিলে এ স্থানে।
আঃ—যুক্তি মত করি কার্য্য, কিবা কবে ভীম!
কি কহ আচার্য্য বীর ?
বুঝা'য়ো, আচার্য্য, ভীমসেনে ;
অকারণ দ্বন্দ্ব যদি মিটে, সেই ভাল।
হে আচার্য্য, কুলের গৌরব বৃকোদর!
অসম্মত ত্রিভুবন আশ্রয় প্রদানে—
করিল আশ্রয় দান!
রাখিল ক্ষত্রিয়-মান ক্ষত্র-কুলোত্তম!
তব যোগ্য অগ্রজ, হে পার্থ ধনুর্দ্ধর!
কহ কিবা ?—পাঠাই বিদুরে ?
ভারত বংশের এতে অসম্মান কিবা ?
অকারণ দ্বন্দ্বে নাহি প্রয়োজন।

অর্জ্জুন। দেব, তব বাক্য, এ বংশে কে করিবে লঙ্ঘন ?
দ্বন্দ্ব মাত্র করিয়াছে বৃকোদর,
নেতা তুমি এ সমরে।
ভীমসেন নহে ত অজ্ঞান,
তব দ্বন্দ্ব তব করে করিয়ে অর্পণ—
ভীমসেন নিশ্চিন্ত র'য়েছে।

ভীষ্ম। দেখ, দ্রোণ, বালকের বুঝ অভিপ্রায় ?
চায়—দ্বন্দ্ব যাতে হয়।
জানে বৃদ্ধ পিতামহ,
উত্তেজিত হবে শুনি উত্তেজনা-বাণী।

দেখ, দ্রোণ বীর—
উপস্থিত অরি—চাহে রণ,
বীর-দর্পে করি আক্রমণ।

দ্রোণ। তাহে তুমি হবে দোষী।
হ'ন কৃষ্ণ গোলোকের নাথ,
নর-দেহধারী বালক চক্ষেতে তব।
সামান্য কারণে এই দ্বন্দ্ব উপস্থিত ;
দুই পক্ষে বুঝাইতে উচিত তোমার।
সুভদ্রা সম্বন্ধে যদু পরম আত্মীয়।

ভীষ্ম। উচিত—উচিত।
পার্থ, করিলাম স্থির—
সমরে নাহিক প্রয়োজন।
করুক বিদুর তাঁর চরণ-গোচর।
আশ্রয় দিয়েছে ভীম,
আশ্রিতে বা ত্যজিবে কেমনে ?
পরিবর্ত্তে তার,
যেবা তব অমূল্য রতন হয় প্রয়োজন,
কহ আমি দিব তায় !
ল'য়ে যাব ভীমসেনে—মাগিতে মার্জ্জনা।
কিন্তু যদি চা'ন তিনি আশ্রিতে বর্জ্জন,
অনিবার্য্য রণ, ক্ষত্র হ'য়ে কি করিব আর !
দেখ হে আচার্য্য—এ যে সঙ্কটের স্থান,
যদ্যপিও ত্যজে ভীমসেন,
হইবে আশ্রয় দিতে বংশ-মান হেতু !
যুক্তিমত কর, দেব, এ মিনতি মম।

ব্যাকুল অন্তর—
পাণ্ডব-বান্ধব কৃষ্ণ সহ বিসম্বাদ !

ভীষ্ম । করিব, মা, যুক্তিমত ।

উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নিবিড় বনের অপর পার্শ্ব

সুভদ্রা ও কঞ্চুকী

সুভদ্রা । গভীরা রজনী, ভীষণ কান্তার—
কিন্তু হেথা কোথা অম্বিকার স্থান ?
অন্ধকার কাঁটাময় পথহীন বন,
কহ বৃদ্ধ, কোন্‌দিকে হব অগ্রসর ?
নাই সেই সঙ্গীতের ধ্বনি পথ-প্রদর্শনকারী ।
নীরব কানন যেন গাম্ভীর্য্যের নিভৃত আলয় ।
এ কি দাবানল ? অকস্মাৎ দীপ্তি কি অদূরে ?
উঠিতেছে স্বর্ণ-বর্ণ-শিখা ।
হয় যেন আনাগোনা কত !
এই কি দেবীর স্থান ?

কঞ্চুকী । হুঁ—হুঁ, সে বলেছে যে, যেখানে কাঁটা বন জ্বল্‌বে, সেই স্থান ।

সুভদ্রা । কোথা মা ত্র্যম্বক-জায়া, দেখা দে অম্বিকে,
ঠেকে দায় রাঙা পায় ল'য়েছি আশ্রয়—

তার' তারা, তাপিতা তনয়া !
বর দে, মা বরাভয়করা,
রণজয় দে রণরঙ্গিনি,
তেজোময়ী তড়িৎ-হাসিনী, কলুষনাশিনী,
করালিনী, কপালমালিনী,—
হে দুর্গে, দুর্গতি বার !
অভয়ে আশ্রয়দাত্রী বিশ্বকর্ত্রী শিবে,
অশিব কর মা দূর।
এস, মাগো, আশুতোষ-জায়া,
পদ-ছায়া দে মা অনাথায়।
দৈত্য-দম্ভ-হারিণী জননি,
রণজয় যাচে মা নন্দিনী—
বঞ্চনা ক'র না ত্রিনয়না !

গীত

শিবদে শশীশেখরা, শিবে শিব-সীমন্তিনী।
ভুলনা ভুবনেশ্বরী ভীত-চিত বিভাসিনী ॥
স্মরি পদ হররাণী, আশ্রিতে অভয় দানি,
তোমা বিনা নাহি জানি জননি, দেহি অভয়া অভয়বাণী,
প্রসীদ প্রসন্নময়ী প্রপন্নে পদদায়িনী ॥

কঞ্চুকী। এ বেশ বল্‌তে পারে। আমি অত [illegible]নি না। তুই মা অন্তর্য্যামী, মনের কথা বুঝে নে—আমায় বর দে। ছুঁড়ি যেন একেবারেই ছুঁড়ি হ'য়ে যায়, ঘুড়ী হ'য়ে রাজাকে পিঠে ক'রে আর না পালায়। আমি ওদের বংশে অনেক দিন আছি, ওদের সর্ব্বনাশ কি দেখ্‌তে পারি ? দণ্ডীরাজাকে রাখ মা, ঐ ছুঁড়িকে উড়িয়ে দে, যেমন ফুঁ দিয়ে অসুর উড়িয়ে দিস্ !

সুভদ্রা আশ্রিত-পালিকে, অম্বিকে, কালিকে,
শিবরাণী লজ্জানিবারিণী।
রুধির মগনা, রঙ্গিনী লগনা,
ঘোরাননা রণ-বিহারিণী॥
বরাভয় করা, খড়্গ শূলধরা,
শবাসনা শশাঙ্ক-শেখরী।
শ্মশান-বাসিনী, অসুর-ত্রাসিনী,
কপালিনী চণ্ডী চণ্ড অরি॥
ভীমা ভয়ঙ্করী, ঈশানী ঈশ্বরী,
মহামায়া মহিষমর্দ্দিনী।
পেয়েছি মা ভয়, হওগো সদয়
জয় দে মা যোগিনী-সঙ্গিনী॥

গীত

ধিয়া তাধিয়া নরমালী।
ঘোরাননা রক্তদশনা রণাঙ্গনা করালী॥
অট্ট অট্ট হাস ত্রিপুর-ত্রাস, প্রলয় জলদ ঘন গভীর ভাষ,
দম্ভ বিনাশ, অসুর হ্রাস, কোটী অরুণ-ছটা চরণে বিকাশ,
মানস সকাশ, আশ্রিত আশ, যামিনী রূপিণী,
অম্বে জগদম্বে, জয়ন্তে জয়দে কালী।
অম্বিকে ত্র্যম্বক কামিনী কপালী॥

জয়ার প্রবেশ

জয়া। সকাতর প্রাণে, কে তোমরা দুইজনে,
আসিয়াছ অম্বিকার করিতে অর্চ্চনা?
ভাগ্যবান ভাগ্যবতী তোমা দোঁহে,
উন্মত্ত ভৈরব-কৃত রক্ষিত এ স্থান।

পীঠস্থান, পড়িয়াছে সতী-পদাঙ্গুলী—
তেজোময়ী শিখা ওই হের বিদ্যমান,
হবে দোঁহে সিদ্ধ-মনস্কাম,—
করেছেন মহাদেবী অর্চ্চনা গ্রহণ।

কঞ্চুকী। তুই কে ?

জয়া। মায়ের কিঙ্করী।

কঞ্চুকী। বল্‌লি না—আঙ্গুল পড়েছে। তোর মা কোথা ?

জয়া। অংশ নাই অনন্তের শুনরে অজ্ঞান,
বিশ্বময়ী ভুবনব্যাপিনী।
কেশব-অস্ত্রের ঘায়, শ্রীঅঙ্গ যথায় হইল পতন,
পূর্ণ ভাবে প্রকট তথায় দেবী।

কঞ্চুকী। তুই ত' তার দাসী ? তোর কথায় যাব না। দেবীকে দেখা দিতে বলগে যা, নইলে আমি রইলেম। (সুভদ্রার প্রতি) তুমি যাওতো যাও বাছা, যার জন্যে এলুম, সে রইল আগুনে চাপা। আমি তা যাব না ! যা যা, দেখা দিতে ব'ল্‌গে যা।

জয়া। নিতান্ত করেছ, বৃদ্ধ, মরণ কামনা !

কঞ্চুকী। তুই বেটী দাসী কি না—তোর দাসীর মতই বুদ্ধি ! বুড়ো হ'য়েছি,মলুমই বা—তা'তে এল' গেল' কি ? শোন শোন,—ওকে যা ব'ল্‌তে হয় বল ; আমি এখানে রইলুম—আমায় তাড়াতে পার্‌বি না। তুইও নয়—তোর ভৈরবের বাবাও নয়।

জয়া। জননীর হ'য়েছে বাসনা,
প্রকাশিত হইবারে পাণ্ডব-পূজায়।
দেব-দেব অদূরে ছিঁড়িল জটা
করি ধূমময় স্থান রোষে, উঠে তায়
অমৃত ভৈরব সতী-অঙ্গ রক্ষার কারণ।

অমৃত ভৈরব আর অম্বিকা ভৈরবী,
প্রকাশ করিবে যেই, এই দেব-দেবী,
পৃথিবীতে পরাজয় নাহি কভু তার।
বল' যুধিষ্ঠিরে—করে মন্দির নির্ম্মাণ—
ভৈরব-ভৈরবীস্থান।
কর এই সিন্দূর গ্রহণ;
আইস মোর সাথে,
করিব বর্ণন—সিন্দূর-মাহাত্ম্য কিবা।
কব, বৎসে, গোপনে তোমায়। উভয়ের প্রস্থান

কঞ্চুকী। যা বেটী, কে তোর ভৈরব আছে, দেখি কে আমায় তাড়ায়! আমি বামুনের ছেলে, এই গায়ত্রী নিয়ে ব'স ম। তোকে না দেখে আমি দাসীর কথায় যাব না।

দৈববাণী। যাও, বৎস, রণস্থলে পাবে দরশন!
হবে তব বাসনা পূরণ,
রাজা তব ফিরিবে অবন্তীপুরে।
তুমি প্রিয় কিঙ্কর আমার—
পূর্ণ যবে হবে অভিলাষ,
পাবে স্থান কৈলাস-আলয়ে।

কঞ্চুকী। আচ্ছা বেটী,—আজ কথা শুনে গেলুম। রণস্থলে যদি দেখ্‌তে না পাই, ফের চ'লে আস্‌বো, এইতো পথ চিন্‌লুম।

সুভদ্রার পুনঃ প্রবেশ

তোর কাজ হ'য়েছে, তোর মুখ দেখেই আমি ঠাওর পেয়েছি; আমারও কাজ হ'য়েছে। চল্‌—এখন ফিরি। উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর-পার্শ্বস্থ পথ

দণ্ডী ও উর্ব্বশী

দণ্ডী। শুন, প্রিয়ে, ভদ্র আর না হেরি এ স্থানে,
মিলি দেবগণ, অচিরে করিবে আক্রমণ।
অসুরারি দলবলে পশিবে সংগ্রামে,
সাধ্য কেবা ধরে ত্রিভুবনে—
নিবারে এ দুর্ম্মদ বাহিনী!
সহায় সহিত নাশ পাণ্ডব হইবে।
উপায় না রবে—বধিবে আমায়,
কৃষ্ণ লবে তোমারে কাড়িয়ে।
প্রাতে যবে হবে তব অশ্বিনী-আকার,
পলাইব দুই জনে,
রহিব নিভৃত স্থানে লোক-অগোচর।

উর্ব্বশী। রাজা, নাহি যাব এ স্থান ত্যজিয়ে,
কেন তুমি মজ' মোর আশে?
অকপটে বলেছি তোমায়,
কাঁদে প্রাণ থাকিয়ে ধরায়।
কর তুমি প্রেম-আলাপন,
বিষবৎ হয় জ্ঞান।
দিবস-যামিনী—অশ্বিনী-কামিনী,
কহ, কত সয়—ত্রিদিব-মোহিনী আমি!

দণ্ডী। এই কিরে তোর আচরণ ?
ছিলি গহন কাননে, সিংহাসনে দি'ছি স্থান !
ত্যজি রাজ্য, ত্যজি প্রণয়িনী,
বংশধর নন্দনে ত্যজিয়ে,
আছি তোর সনে পরাশ্রয়ে।
এত যত্নে তোর নাহি উঠে মন ?
তুই বারবিলাসিনী,
পাষাণী প্রণয়হীনা !
যোগ্য শাপ দেয় নাই মুনি,—
অহল্যা সমান
উচিত আছিল তোর প্রস্তর হইতে।
কালি বল্গা দিয়ে মুখে,
চালাইব সুতীক্ষ্ণ চাবুক ঘায়,—
প্রবেশিব সাগর-মাঝারে,
দেহ তোর মকর-কুম্ভীরে খাবে।

উর্ব্বশী। সেও ভাল তোমার প্রণয়-ভাষ হ'তে !
মকর-দংশন নয় তীক্ষ্ণতর তত,
তব কর-পরশন যথা।
প্রেম-আশে দেবগণে করিয়াছে সেবা,
প্রেমের গৌরব কিবা তব ?
ভাব, রাজ্যধন করেছ বর্জ্জন ?—
একচ্ছত্র রাজাগণে,
দ্বিজে দান করিয়ে পৃথিবী
তপ করি ঊর্দ্ধ পদে,
দেখা পায় মম নর-কলেবর ত্যজি।

অতীত যদ্যপি পুনঃ হয় তিন দিন,
তোর সহ হয় মম বাস,
অগ্নি-কুণ্ডে করিব প্রবেশ,—
বিষ তোর বচনে স্পর্শনে !

দণ্ডী। প্রাতে বুঝাইব অগ্নি শীতল কেমন,
তুষানলে মায়ারূপী অশ্বিনী পুড়াব ;
দ্বারকায় দগ্ধ-মুণ্ড ল'য়ে দেখাইব,
বিবাদ ঘুচাব,
আশ্রয়দাত্রীর হিত করিব নিশ্চিত—
দুশ্চারিণি, দগ্ধ করে তোরে।

প্রস্থান

উর্ব্বশী। হায় হায় ! হেন কায়—না দহে অনল,
সলিলে না হরে প্রাণ-বায়ু,
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে নাহিক নিধন,
আকাশ-নির্ম্মিত কায়া !
হরি হরি, দীনবন্ধু, পতিতপাবন,
যদি দুহিতায় করেছ স্মরণ,
হে মধুসূদন, কি হেতু বিলম্ব কর !
কর পদাশ্রিতে আশ্রয় প্রদান,
ভগবান, কর ত্রাণ সঙ্কট-সাগরে।

অর্জ্জুনের প্রবেশ

অর্জ্জুন। উপযুক্ত যন্ত্রিগণে, বিশ্বকর্ম্মা সম সুনিপুণ,
নির্ম্মিল মন্দির দুই অতি সুগঠন।
বন্দি দেবীর চরণ, উল্লসিত মন,

রণজয় করিব নিশ্চয় ;
জ্ঞান হয় শতগুণ বল মম ভুজে।
শুনি সৈন্য-কল-কলধ্বনি—
ভীমসেন সাজায় বাহিনী।
আসিতেছে দেব অনীকিনী,
শূলপাণি সেনাপতি,
বারিব শঙ্করে রণে অম্বিকার বরে।
বিষাদিনী প্রান্তরে কে নারী ?
কহ, মাতা, ত্রিদিববাসিনী,
ত্রিদিব ত্যজিয়ে কেন মর্ত্ত্যে আগমন ?

উর্ব্বশী। যেই অশ্বিনীর তরে বেধেছে সমর,
আমি সেই অশ্বিনী অর্জ্জুন !
কামিনী যামিনীযোগে অশ্বিনী দিবায়,
দুর্ব্বাশার অভিশাপে এ দশা আমার !
কিন্তু শুন, বীরমণি,
প্রাতে যবে হইব অশ্বিনী,
পৃষ্ঠে মোর করি আরোহণ,
পলাইবে দণ্ডীরাজা ক্ষত্রিয় অধম !
ভাবে মনে—দেব-রণে নাহিক নিস্তার,
কৌরব-পাণ্ডব-বংশ হইবে নিপাত—
কৃষ্ণ লবে অশ্বিনী কাড়িয়ে।
ত্রিভুবনে এ তত্ত্ব না হইবে গোচর,
কবে, প্রাণভয়ে—
পাণ্ডব ত্যজিল দণ্ডীরাজে।

অর্জ্জুন। এতক্ষণে বুঝিলাম দ্বন্দ্ব কি কারণ ;

কেন দণ্ডী ঝাঁপ দিতে চাহিল সলিলে
কহ, মাতা, কিসে শাপ হইবে মোচন ?
যদি সাধ্য হয়, করিব নিশ্চয়,
অকপটে জানাও, জননি !

উর্ব্বশী। অষ্টবজ্র হইলে মিলন,
হবে মম শাপ বিমোচন।

অর্জ্জুন। তবে—তব দুঃখ দূর অচিরে হইবে—
অষ্টবজ্র নিশ্চয় মিলিবে মহারণে।

উর্ব্বশী। কিন্তু ভাবি, বীরমণি, আমার কারণে
পাণ্ডুবংশ-অকল্যাণ হয় বা এ রণে।

অর্জ্জুন। শুন, বরাননে, খাণ্ডব-দাহনে
গদা, পাশ, বজ্র, দণ্ড, শক্তির প্রভায়,
গুরুর কৃপায় হয় নাই নিধন আমার,
অষ্টবজ্র সম্মিলন পাণ্ডব না ডরে।
এস, অভয়ে আলয়ে মম ;
দয়াময় জগন্নাথ প্রসন্ন তোমায়,
রাখিবেন পায়, তাই রণ-আয়োজন।
এস ত্বরা, বিলম্ব না কর।
শুন সৈন্য-কোলাহল—
যেতে হবে রণে।

উভয়ের প্রস্থান

দণ্ডীর প্রবেশ

দণ্ডী। বুঝেছি, উর্ব্বশী, তোর মন—
অর্জ্জুন তোমার প্রিয় !
ধিক্, ধিক্—কালামুখী লাজ নাই তোর !

লোক-মুখে আছি অবগত,
স্বর্গে গেলি ভজিতে তাহারে,
দূর করে দিল তোরে।
এবে আসিয়া ধরায়,
দুশ্চারিণি, ফের তার পায়।
ফাল্গুনীর নাহি আর সে চিত্ত-সংযম।
কত দিন থাকে আর,
নারী হ'য়ে যাচে বার বার,
মতি স্থির পুরুষের রহে কত দিন ?
ভাল, রস-রঙ্গ প্রেম ভঙ্গ করিব নিশ্চয়,
যে ব্যথা বেজেছে, তার দিব প্রতিশোধ।

প্রস্থান

ঘেসেড়া ও ঘেসেড়ানীর প্রবেশ

স্ত্রী-ঘে। দেখ্‌লি মুখপোড়া—ঘোড়াভূত নয় ? ঐ অর্জ্জুন ঠাকুরকেও পেলে ! সোমত্ত মানুষ, একলা মাঠ দিয়ে যাচ্চে, অমনি পেছু নিয়েছে। মাঠের ধারে আর থাক্‌বো না, চল—এখান থেকে পালাই !

পু-ঘে। তাইত রে দেখেছিস—কেমন সুন্দরী হয় ! ঐ অর্জ্জুন-ঠাকুর—যে কারো পানে চায় না, ওকে—কি না সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেল ! যা ব'লেছিস্, ঘোড়াভূতই বটে ! কাল সকালে গিয়েই ধর্ম্মরাজকে ব'লবো।

ঝাঁটা, শিল ও কলসী লইয়া কঞ্চুকীর প্রবেশ

কঞ্চুকী। থাক্ বেটী থাক্—কোথায় যাস আমি দেখ্‌ছি। তবেরে বেটি, এ মাঠ থেকে ঘরে উঠেছ ! আমি কঞ্চুকী, আমি কি তোরে ছাড়ি ! নে, বল বেটী, তুই কি নিয়ে যাবি ? শিল নিবি, না ঝাঁটা নিবি—না কলসী নিবি ?

পু-ঘে। ঠাকুর, তুমি কাকে ব'ল্‌চ ?

কঞ্চুকী। তুই পালা পালা,—তুই ছেলেমানুষ বুঝ্‌বি নি। ও রাজা-রাজড়া ছেড়ে তোকে পেতে এসেছে। তুই সরে প্রড়—আমি বেটীকে ঝাঁটা মুখে দিয়ে তাড়াচ্চি।

স্ত্রী-ঘে। ও মুখপোড়া—তোকে বল্লুম, ও বুড়ো ভারি গুণিন্‌। এই ছাখ—কি সর্ব্বনাশ করে! ব'ল্‌ছে—আমায় ঝাঁটা মুখে দেবে।

কঞ্চুকী। ঝাঁটা মুখে নিবি নি, তবে কি মুখে নিবি ? শিল না কলসী ? আমি তোরে না তাড়িয়ে যাচ্চি নে।

স্ত্রী-ঘে। এই সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে! ও বাবা, আমি শিল কি ক'রে মুখে দেব ?

পু-ঘে। দেখ' ঠাকুর, ও আমার ইস্তিরী! তুমি যা বলচ'—ও ঘোড়াভূত-টুত—তা নয়।

কঞ্চুকী। তুই ছোঁড়া, কি জান্‌বি। ভূত যদি নয়, তো ঘুড়ি হয় কেন ? যত বেটী যেখানে ঘুড়ি হয়, সব আমি তাড়াব।

স্ত্রী-ঘে। ও মুখপোড়া, আমি আবার ঘুড়ি হ'য়েছি কবে ?

কঞ্চুকী। হ'স না তো কি ? আমায় ও বলেচে, তুই রেতের বেলায় ঘুড়ি হোস্‌, এই ভোরের বেলায় ছুঁড়ি হয়েছিস্‌।

স্ত্রী-ঘে। না বাবা, দোহাই বাবা,—আমি ঘুড়ি হই নেই বাবা!

কঞ্চুকী। না হ'স্‌ নেই হবি। এই শীল মুখে কর। যা অম্‌নি নদী পেরিয়ে বেরিয়ে যা। নইলে আঁস বঁটী দিয়ে তোর নাক কাট্‌বো।

পু-ঘে। দেখ গা, ও ঘুড়ি হয় না।

কঞ্চুকী। হয়, তুই রাত্তিরে ঘুমিয়ে পড়িস্‌, ঠাওর পাস নে। এই মাঠে চরে; খাব্‌লা খাব্‌লা ঘাস খেয়েছে—এই আমি মাঠে দেখে এলুম।

পু-ঘে। ও তো ঘাস খায় নি—ঘাস কেটে এনেছে।

কঞ্চুকী। কাট্‌বে কেন ? দাঁতে ক'রে ছিঁড়েছে। তুই হলুদ পুড়িয়ে ওর নাকে ধর দেখি, তিড়িং তিড়িং ক'রে নাচ্‌বে এখন; যেমন সে দিন

তিড়িং তিড়িং ক’রেছিল! আর তুইও তো সে দিন বল্লি, যে রেতের বেলায় ঘুড়ী হয়।

পু-ঘে। সে বাবা, আমি মিছি মিছি ক’রে ব’লেছিলুম। ওকে শিল খাইও না বাবা—ও বেশ রেঁধে দেয় বাবা! তুমি বল তো, ওর হাতের একদিন তোমায় শাকসড়সড়ি খাওয়াই বাবা, ওকে গাঙ্-পার করো না বাবা!

কঞ্চুকী। ডাইনি নয়?

পু-ঘে। না বাবা, ও আমার ইস্তিরী বাবা, ওকে গাঙ্-পার করো না বাবা! ওর আগেকার মিন্সে মরতে বাবা, আমি ওকে নিয়ে ঘর ক’রচি।

কঞ্চুকী। ঐ দেখ দেখি, তবে ব’লছিস্ ডা’ন নয়! একটার ঘাড় ভেঙ্গেছে, এবার তোর ঘাড় ভাঙ্গবার জন্ত শাকসড়সড়ি খাওয়াচ্চে! বল বেটী বল—কি নিয়ে যাবি?

স্ত্রী-ঘে। আমি শিল পারবো না—ঝাঁটা।

কঞ্চুকী। তবে নে,—যা গাঙ্ পেরিয়ে যা।

স্ত্রী-ঘে। (ঝাঁটা লইয়া) ওরে বাবা রে—ওরে বাবা রে—কোথাকার দস্যি বুড়োরে!

প্রস্থান

পু-ঘে। ও খেঁদী—ও খেঁদী,—গাঙ্ পেরুস্‌নি!

প্রস্থান

কঞ্চুকী। সে বেটীকে শীল দিয়ে তাড়াব,—আজ এই ঘুড়ীর বংশ নির্ব্বংশ ক’চ্চি।

প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

দ্বারকার কক্ষ

কৃষ্ণ, সাত্যকি ও দণ্ডী

কৃষ্ণ। শুন হে সাত্যকি, কিবা কহে দণ্ডীরাজ!
চাহে রাজা অশ্বিনী করিতে সমর্পণ,
নিবারণ করে ধনঞ্জয়।
পাণ্ডবের চরিত্র বুঝহ মতিমান!

সাত্যকি। শুন, অবন্তি-ঈশ্বর,
তুমি কি সম্মত, ভূপ, তুরঙ্গিণী দানে?
প্রতিবাদী অর্জ্জুন তাহায়?

দণ্ডী। আমি বুঝিলাম মনে, অশ্বিনী কারণে
কৃষ্ণ সনে বিবাদের নাহি প্রয়োজন;
আসিতেছি অশ্বিনী লইয়ে,
কাড়িয়া লইল পার্থবীর।
কর, যদুপতি, পাণ্ডবে সংহার,
অর্জ্জুনের আগে বধ প্রাণ;
তবে জ্বালা হইবে নির্ব্বাণ!
নিল কাড়ি অশ্বিনী আমার,
বুঝ আচরণ,
অশ্বিনীর আশে মোরে দিয়েছে আশ্রয়!
অতি দুরাশয়!
আমি দিব অশ্বিনী তোমায়।

আমার অশ্বিনী, আমি করি সমর্পণ,
পাণ্ডবের কিবা আছে অধিকার ?

কৃষ্ণ। দেখ, দেখ—
কি শক্রতা মম সনে সাধিছে পাণ্ডব !

বিদুরের প্রবেশ

শুন শুন, বিদুর কি বলে,
অর্জ্জুন কৌশল-পটু,
চাটুবাক্যে চাহে বুঝি ভুলা'তে আমায় !

বিদুর। শুন যদুনাথ,
প্রণিপাত ভীষ্মদেব করেছেন পায়,
মিনতি তাঁহার—
পাণ্ডব তোমার চিরাশ্রিত,
কর, প্রভু, রোষ সম্বরণ ;
দণ্ডীরাজ ল'য়েছে আশ্রয়,
ক্ষত্র হ'য়ে কিরূপে ত্যজিবে এবে তায়।
ক্ষত্র-ধর্ম্ম আশ্রিতপালন—তব উপদেশ, প্রভু !

কৃষ্ণ। কোথা দণ্ডীরাজ কহ, বিদুর সুমতি ?
হের রাজা উপস্থিত আমার সদন।
এ তো নয় আশ্রিতে আশ্রয়দান,
পাণ্ডব অশ্বিনী লবে বঞ্চিয়া আমায় !
জন্মিয়াছে সুবুদ্ধি রাজার,
দিতে চায় অশ্বিনী আমারে,
জোরে পার্থ রাখিয়াছে কাড়ি !

বিদুর। চমৎকার কথা কিবা কহ যদুপতি !

কৃষ্ণ। কর চক্ষু-কর্ণে বিবাদভঞ্জন।
এই দণ্ডীরাজে হের সম্মুখে তোমার ;
লয়ে যাও ভীষ্মের সদন,
স্বরূপ অবস্থা রাজা করিবে প্রচার !
তবু যদি কন ভীষ্ম ক্ষমা দিতে রণে,
যুদ্ধ না করিব আর করি অঙ্গীকার।
কিন্তু বুঝাইও অর্জ্জুনের আচরণ,
দ্বন্দ্ব করি অশ্বিনী কারণ,
নাহি জানি তাহাতে পার্থের প্রয়োজন।
যাও, নরপতি, বিদুর সংহতি।
ক'র তুমি স্বরূপবর্ণন,
অর্জ্জুনের আচরণ জানাও সকল।

দণ্ডী। শঙ্কা হয়, পাণ্ডব-আলয় পুনঃ যেতে !

কৃষ্ণ। তবে মিথ্যা কথা তোমার সকলি।
রেখেছ অশ্বিনী কোথা করিয়ে গোপন,
ভাণ্ডাইতে দোষার্পণ কর পার্থোপরে।
যাও, হেথা তব নহে স্থান,
পাণ্ডব-আশ্রিত যেই—অরি সে আমার।

দণ্ডী। দেহ পদে স্থান,
ফিরে গেলে পাণ্ডব বধিবে।

কৃষ্ণ। পাবে তায় উপযুক্ত ফল,
ছল করি দোষ দেহ আশ্রয়দাতার !
বুঝিলাম বিবরণ—
এসেছিলে মম স্থানে হবে না প্রচার ;
রহ গিয়ে পাণ্ডব-আলয়ে।

ত্রিভুবনে কোথা তুমি পাবে না আশ্রয়!
আন যদি অশ্বিনী ত্বরিত,
তবে তব হিত,
নহে পাণ্ডব সহিত বধ করিব তোমায়।

দণ্ডী। এ কি, একে হ'ল আর,
প্রাণরক্ষা ভার—
সুভদ্রার অন্তঃপুরে রব লুকাইয়ে।
পুত্র বলি সম্বোধন করিয়াছে সতী,
জননী বিহনে নাই আমার নিষ্কৃতি।

দণ্ডীর প্রস্থান

বিদুর। হে শ্রীপতি,
মম প্রতি অনুমতি কিবা?
তুমি পাণ্ডবের সখা, বিদিত সংসারে;
অহঙ্কার করে তারা সেই অহঙ্কারে।

কৃষ্ণ। দেখি তুমি বাকপটুতায় সুনিপুণ,
শুন মম দৃঢ় এ বচন,—
সন্ধি নাহি হবে বিনা অশ্বিনী অর্পণে।

বিদুর। কপটের চূড়ামণি তুমি, চিন্তামণি,
জানি আমি বহুদিন।
সুমতি কুমতি দাতা—
কুমতি দানিয়ে পুনঃ কর তারে নাশ।
ধার্ম্মিক পাণ্ডবগণে দিয়েছ সুমতি,
কৃষ্ণময় সবার অন্তর—
কুমতি না পাবে তথা স্থান।
ক্ষত্র-ধর্ম্ম ত্যজি নাহি অধর্ম্ম অর্জ্জিবে।

কৃষ্ণ। অতি সুমতি সুজন—
আচরণ বোঝে ত্রিসংসার!
চিরদিন যাচি যার হিত,
সেই মম শত্রু হ'ল শেষ?
উপহাস করে লোকে!
স্নেহে কহি হিত বাণী এখনো তোমায়,
আত্মীয়গণের যদি মাগহ কল্যাণ,
বুঝাইয়ে আন তুরঙ্গিণী।
দেখে যাও রণসজ্জা মোর,
কেহ নাহি পাইবে নিস্তার।

বিদুর। হাসি পায় যদুপতি, কথায় তোমার,
আছে কপটতা, নাহি স্নেহ তব হৃদে!
করি তোমারে আশ্রয়,
কে কোথায় আছে সুখে?
যে জন ক'রেছে তব আশ,
হেন কোথা কেবা শ্রীনিবাস,
সর্ব্বনাশ কর নাই যার?
তব আচরণ মাত্র সঙ্গত তোমাতে!
করি ধর্ম্মাশ্রয় ধার্ম্মিক সুজন
পাণ্ডুপুত্রগণ পরাজয় করিবে তোমারে।
ধর্ম্মবল ত্রিভুবন প্রত্যক্ষ বুঝিবে।
প্রয়োজন নাহি মম কটক চর্চ্চিয়ে,
প্রের দূত আমার সংহতি,
দেখাইব ক্ষত্রিয়ের সমর-উৎসাহ।
কর্ত্তব্যের অনুরোধে ভীষ্ম মহাশয়

যাদবের কল্যাণ কারণ,
ক'রেছেন বীরবর সন্ধির প্রস্তাব।

কৃষ্ণ। ছল এত কৌরব পাণ্ডব,
নাহি মম ছিল অনুভব!
কথায় কথায়, দূত আসি মিনতি জানায়,
সন্ধি কর পাণ্ডবের সনে।
দ্বন্দ্ব অশ্বিনীর হেতু—
অশ্বিনী না দিবে যদি পণ,
তবে কেন সন্ধির প্রার্থনা?
বুঝি অভিপ্রায়,
নাহি করি সৈন্য সমাবেশ,
অনায়াসে হয় জয়লাভ।
সে বাসনা কভু না পূরিবে,
ছলে মোরে ভুলা'তে নারিবে।
যাও হে বিদুর, কহ শান্তনুকুমারে,
যুদ্ধে নাহি দিব ক্ষমা তুরঙ্গিণী বিনা।

বিদুর। তোমা সম চক্রী কেবা কহ চক্রধারী,
কেবা জানে কিবা চক্র আছে তব মনে!
পরস্ব লালসা সদা—
মনোচর ননীচোরা নাম;
যার যেই সুন্দর রতন, তব আকিঞ্চন,
না দিলে বিবাদ সেই ক্ষণে।
দ্বন্দ্ব যদি সাধ, ঘুচাও বিবাদ,
সমরে ভারতবংশ নহে পরাঙ্মুখ।
অশ্বিনী কারণ, যথাসাধ্য কর তুমি রণ,

যাদব-বিক্রম যত ভীষ্মের বিদিত ;
একা রণে জিনে পার্থ সুভদ্রা-হরণে !
নমস্কার, ফুরাইল দৌত্যকার্য্য মম।

প্রস্থান

সাত্যকি। ভাল, প্রভু, দণ্ডীর কি আচরণ ?

কৃষ্ণ। অকৃতজ্ঞ মূঢ় জন জেন সর্ব্বকাল।
আশ্রয়-দাতার দুষ্ট অনিষ্ট সাধিতে,
এসেছিল ক'রে ছল ;
বধিতাম নিশ্চয় দুর্জ্জনে,
নারিলাম ভক্তের কারণে।
প্রভুভক্ত কঞ্চুকী পাইবে তাহে ব্যথা,
সেই হেতু দুষ্টের নিস্তার।

রুক্মিণীর প্রবেশ

রুক্মিণী। হরি, সত্য হেরি সমর উদ্যোগ,
কোলাহলে চতুরঙ্গ অনীকিনী চলে।
অমর সমরে আগুয়ান,
যক্ষ, রক্ষ, দানা—
গর্জ্জি চলে কোটী কোটী সেনা,
প্রলয় কি নিকট মুরারি ?
পুনঃ, প্রভু, বুঝিতে না পারি—
পাণ্ডবনাশের কেন হেন আয়োজন।
তোমারি আশ্রিত পঞ্চজন।
সমকক্ষ কেবা তার তোমা সহ রণে ?
দেব হলধরে কে সমরে বারে ?
তবে কেন হেরি হেন আয়োজন ?

কৃষ্ণ। জান না, প্রেয়সি, তুমি পাণ্ডব-বিক্রম,
ভারতবংশীয় বীরগণে নাহি জান।
এত সৈন্য করি সংযোজন,
তবু নাহি বুঝে মম মন—
নিশ্চয় জিনিব রণ! একক অর্জ্জুন—
পরাজিল ত্রিভুবনে খাণ্ডবদাহনে।
অগ্নির রক্ষায় আমি ছিলাম সহায়,
বাহুবল দেখেছি তখন।
দেব হ'তে উদ্ভব সকলে,
দেব-তেজে পূর্ণ সবে।
মান-রক্ষা হেতু যাই রণে,
কে জানে কি হয় শেষে!

রুক্মিণী। অন্ত কেবা পায় ওহে শ্রীকান্ত তোমার,
এত চিন্তা পাণ্ডব-বিক্রমে?
তাই, চিন্তামণি, সংশয় না যায়,
জিন বা না জিন রণ!
ঐ পাণ্ডব-নিধন নাই ব্যাসের বচন;
জন্মিল প্রত্যয় আজি তাহে, নারায়ণ!

কৃষ্ণ। প্রিয়ে, তব মনে হেন কি হে লয়,
রণে মম হবে পরাজয়?

রুক্মিণী। বুঝিতে না পারি এ কি বাদ,
প্রকারে করিছ আশীর্ব্বাদ,
প্রকারে শ্রীমুখে কহ পাণ্ডবের জয়!
যেবা ইচ্ছা কর, ইচ্ছাময়,
আমার সর্ব্বস্ব তুমি থাকে যেন মনে।

কৃষ্ণ। ভেব না, প্রেয়সি, পুনঃ ভেটিব ত্বরায়।

রুক্মিণী। নাম তব হৃদে রাখি ধরি,
অধিক কি পারি—আমি নারী!

প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

মন্দিরসংলগ্ন পথ

দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও কৌরব-পাণ্ডব-মহিলাগণ

দ্রৌপদী। অমৃত বাবার স্থান আর কত দূর—
শ্রীমন্দির অম্বিকাদেবীর কোথা?

সুভদ্রা। হের দুই ধ্বজা উড়িতেছে দূরে,
পাণ্ডবের জয় যেন করিছে প্রকাশ।
মাতার বচন, সাধ্বি, অন্যথা না হবে।
পূজিয়া বিজয়দাতা অমৃত বাবায়,
রণজয় অসংশয় হবে, যাজ্ঞসেনী!

মহিলাগণের গীত

নাচে ক্ষেপা ভোলা ভাবে টল্ টল্ টল্।
চল্ ঢল্ ঢল্ শিরে গঙ্গাজল ॥
রজতবরণ রজত হাসি,
মন বিকাশি ভোলা প্রেম পিয়াসী;
ঢুলু ঢুলু কিবা আঁখি ঢলে,
শশী কপালে ধিকি আগুন জ্বলে,
চল্ চল্ চল্ দিব বিল্বদল, ভালবাসে পাগল ॥

সকলের প্রস্থান

ভীমের প্রবেশ

ভীম। নেতাগণ গেল সবে পূজার কারণ ;
সহসা হইলে আক্রমণ,
অসহায় সেনাগণ পড়িবে প্রমাদে।
উল্লসিত সেনা,
উত্তেজিত পদাতি অবধি।

কুন্তীর প্রবেশ

কুন্তী। এ কি, ভীম, তব আচরণ ?
সকলি অদৃষ্টগুণে দেখি !
পূজিবারে রুদ্রদেব অমৃত ভৈরবে,
কৌরব পাণ্ডব মিলি যাবে রণজয়-বর-আশে।
কি সাহসে তুমি রহ বাসে,
অগৌরব করিয়ে ভৈরবে ?
অম্বিকার পূজক ব্রাহ্মণ দেখেছে স্বপন,
পূজিলে ভৈরবে রণজয় হবে,
দেবীর আদেশ শু ।
কার বলে কহ তুমি হেন অভিমানী ?
দেবী-বাক্য কর হেলা ?

ভীম। চিরদিন জান ত, জননি,
কৃষ্ণ বিনা অন্য দেব-দেবী নাহি জানি।
বিক্রীত সে পায়, আমি ক্রীতদাস,
কেমনে করিব, দেবি, অন্যে উপাসনা ?

কুন্তী। সেই হেতু যুদ্ধ-সাধ তার সনে !

ভীম। মাতা, ভে'ব না বিষাদ—

কেবা করে বাদ ?
কে দেছে আশ্রয় কত অনাথ দণ্ডীরে ?
বিহনে অনাথনাথ কে আশ্রয়দাতা !
কার দয়ার প্রবাহ—বহিতেছে মোর হৃদে ?
কার বলে ত্রিভুবন অরি,
তবু মম হৃদয় অটল !
কৃষ্ণভক্ত আমি, নাহি কৃষ্ণ সনে বাদ,
কার্য্য তাঁর আশ্রিত রক্ষণ ;
সে কার্য্যে নিযুক্ত আমি কিঙ্কর তাঁহার।

কুন্তী। দেবদেবী পূজিতে কি আছে দোষ ?
হরের পূজায় কি হরির অসন্তোষ ?
এ অতি বিদ্বেষ তব !

ভীম। মহাদেব পিতা, মহেশ্বরী জগন্মাতা,
জানি আমি চিরদিন কৃষ্ণের বচনে।
কিন্তু মাতা,
মাতা পিতা হন কি বিরূপ পর সম—
সন্তান না করিলে কামনা ?
না চাহিতে স্তন্য দান করেছ, জননি,
তদবধি জানি,
জগৎপিতা, জগন্মাতা দিবেন নিশ্চয়—
শ্রেয় বস্তু আমার সংসারে যাহা হয়।
পরে যেই সে করে কামনা ;
পিতা মাতা প্রয়োজন আপনি জোগায়।
মাতা, আমি বুঝিতে না পারি—
ব্যোম্ ব্যোম্ রব করি মুখে,

বগল বাজায়ে পূজি মহাদেবে—
পুনঃ তার কামনা হৃদয়ে রহে !

কুন্তী। তবে কেন নাহি পূজ হেন মহাদেবে ?

ভীম। পীতাম্বরে পূজি দিবানিশি,
দিগম্বর পান সেই পূজা।
হর-হরি এক আত্মা নাহি তার ভেদ।
মম মনে নাহি, মাতা, দ্বিধা—
দ্বিধা না করিব হরি-হর।

কুন্তী। রণজয়-কামনা কি নাহিক তোমার ?

ভীম। বাসনা-সমষ্টি মাত্র মানব-জীবন।
হবে যবে বাসনা বর্জ্জন—
সেই দিন দেহ নাহি রবে।
সে বাসনা—পূরাতে সক্ষম বাঞ্ছাকল্পতরু শ্যাম।
তাঁর ইচ্ছা ফলে—ইচ্ছা আমার বিফল।

কুন্তী। হয় যদি কামনা উদয়, হরি যদি বাঞ্ছাকল্পতরু,
কি কারণ বাঞ্ছা পূর্ণ নাহি কর
বাঞ্ছামত মাগি বর ?

ভীম। আর্ত্ত যেই—সেই করে বরের প্রার্থনা।
ডাকে বিপদভঞ্জনে বিপদে হইতে পার।
কিন্তু মহা সম্পদ আমার,
আমি বর কি হেতু মাগিব ?

কুন্তী। সম্পদ তোমার ?
হায় হায় কি কব অদৃষ্ট মোর !

ভীম। কারে কহ সম্পদ, জননি ?
ত্রিভুবন করিয়ে সহায়,

হরি কার হয় অরি ?
কোন্ ক্ষত্র রণী হেন লভেছে সমর ?
সম্মুখ সমরে তনুক্ষয়—ক্ষত্রিয়ের বিপদ সে নয় !
কর গো কল্পনা, মাতা, আছে তো মরণ ?
কর মা কল্পনা—ভীম মরিবে কি রূপে ?
সাগরে অরির ডরে পশি—
কিম্বা রোগে-তাপে হীন দেহ বহি ?
ধর্ম্মের কারণে, বক্ষ দেব রণে,
হরির সম্মুখে হইব সমরশায়ী—
বাঞ্ছনীয় মৃত্যু কি ভীমের ইহা হ'তে ?
আসিবেন শঙ্কর সমরে,
পূজিব সে পদাম্বুজ হেরিব যখন।

কুন্তী। শিব সহ কর যুদ্ধ সাধ !

ভীম। উচ্চ অরি সহ যুদ্ধ বীরের বাসনা।

কুন্তী। বিধাতা হইলে বাদী আছে কি উপায় !

প্রস্থান

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

প্রাঙ্গণ

কঞ্চুকী ও উর্ব্বশী

কঞ্চুকী। আচ্ছা—ঘুড়ীর বাচ্ছা ঘুড়ী ডাইনি বটে ! যারে দেখে—তারে পায়, মেয়ে-মদ্দ বাছে না। অর্জ্জুনের সঙ্গে ফুস্ ফুস্ করে—ভদ্রাদেবীর সঙ্গে ফুস্ ফুস্ করে। রাজাকে ছেড়েছে, আমার হাড়ে বাতাস লেগেছে।

এদের বুঝি বংশটা খেয়ে যায়! দিক্ না—বনের ঘুড়ী বনে ছেড়ে। রেতে মানুষ হয়—ডালে উঠে ব'সবে এখন (উর্ব্বশীকে দেখিয়া) কি ভাব্‌চে!—আর কি ভাব্‌বে—কার সর্ব্বনাশ ক'র্‌বে, ঠাওরাচ্চে।

উর্ব্বশী। এত দিনে পূরে নি কি ধাতার বাসনা!
হেরে দূরে মরীচিকা তৃষিত নয়ন,
ভাবিলাম অষ্টবজ্র হবে সম্মিলন
দেবনরে সমর উদ্যোগে।
কিন্তু হায়!
দণ্ডীরাজা চায় অর্পিতে আমায়—
হবে তায় বিবাদ ভঞ্জন।
কিসে তবে শাপান্ত হইবে?
দুস্তরে কে নিস্তারে আমারে!
বিলাসিনী বামা, শিখি নাই ভজন-সাধন,
শ্রীমধুসূদনে কেমনে ডাকিব!
শ্রীচরণ কেমনে পাইব!
ভ্রমিতাম তপঃ ভঙ্গ করি;
ধর্ম্ম পথে অরি, মহাপাপে সহি মনস্তাপ!

কঞ্চুকী। বিজির বিজির ক'রে আজ রাতটে বকো। কাল নয় পরশু—শিল মুখে ক'রে পালাতে হ'চ্চে। রাজার ঘাড় থেকে তোমায় ঝাড়িয়ে তাড়াচ্ছি।

উর্ব্বশী। আমি না গেলে—তুই কেমন করে তাড়াবি?

কঞ্চুকী। কি ক'রে তাড়াব? তবে আর মিতে কি ব'লে দিলে? অম্বিকা-দেবীর স্থানে অন্ধকারে তবে কি ক'র্‌তে গেলুম? তুই যেথাকার ডা'ন, সেখানে তোকে চালান না দিয়ে আমি আর নিশ্চিন্ত হ'চ্চি না।

। অম্বিকাদেবী কি ব'লেছেন?

কঞ্চুকী। সে দেখ্‌তে পাবি ; যখন গাঙ্‌ পার হ'য়ে যাবি—তখন বুঝ্‌তে পার্‌বি।

উর্ব্বশী। তুই কি আমায় তাড়াবার জন্য এসেছিস্‌ ?

কঞ্চুকী। তা নয় তো কি—তুই ঘাড়ে চাপবি, ঘাড় পেতে দিতে এসেছি !

উর্ব্বশী। আচ্ছা, আমি কে বল দেখি ?

কঞ্চুকী। তোর কে কুলুচী দেখছে বল ? কোন্‌ শ্যাওড়াবনের কি হবি—আর কি !

উর্ব্বশী। আমি অপ্সরী।

কঞ্চুকী। বটে !—তোরা কি মুখে ক'রে যাস্‌ বল ?—আমায় বাগিয়ে রাখ্‌তে হবে। শিল, নোড়া, খোন্তা, ঝাঁটা যা পছন্দ হয়—জোগাড় ক'রে রাখ্‌চি।

উর্ব্বশী। তোদের রাজা কোথায় ?

কঞ্চুকী। সে সন্ধান তোরে বলি ! আমায় ন্যাকা পেলি আর কি ! আচ্ছা তোর ঘোড়া-রোগ হলো কেন ?

উর্ব্বশী। তুই ঠিক ব'লছিস্‌—আমায় তাড়াবি ?

কঞ্চুকী। ঠিক্‌। তোরে একটা ভাল কথা বলি, শেষটা কেন নাকাল হ'য়ে যাবি। ছ্যাখ্‌, বোঝ্‌—তোকে যেতেই হবে। আমার মিতে যখন ব'লেছে—তোরে যেতেই হবে। তুই তো শুধু ঘুড়ী হোস—সে মাছ হয়, বরা হয় আরও কত কি হয়—তার সঙ্গে তুই পার্‌বি ?

উর্ব্বশী। হে ব্রাহ্মণ, শ্রীচরণ দেহ মোর শিরে,
কৃষ্ণ তব মিতা ?
দুহিতায় এতদিনে পড়েছে কি মনে !
দ্বিজোত্তম, কর আশীর্ব্বাদ,
পুরে যেন সাধ, কর পার—অকূল পাথার !
ব'ল মিতারে তোমার,
যন্ত্রণা সহিতে আর নারি।

কঞ্চুকী। ও বাবা, এ যে মস্তর ঝাড়্‌ছে—আমার বুক কেমন ক'চ্চে! আমার ঘাড়ে চাপ্‌বার যোগাড় ক'চ্চে না কি? না না, কথা ভাল নয়—সরে পড়ি!

প্রস্থান

উর্ব্বশী। দীননাথ, একান্ত ভরসা তব;
অন্তর বিকল—পল বহে বর্ষ সম।
দৈত্য-অরি, দুস্তরে কাণ্ডারী!—
দুর্গতি কর হে দূর।

সুভদ্রার প্রবেশ

কাঁপে প্রাণ সন্ধির প্রস্তাবে।
শুনি চন্দ্রাননি,
দণ্ডী চায় যদুনাথে অর্পিতে আমায়;
হবে তায় রণ নিবারণ।
দুরন্ত সন্তাপে তবে কিসে পাব ত্রাণ?

সুভদ্রা। কর, মাতা, শোক সম্বরণ।
দণ্ডী যদি চাহে তোমা করিতে অর্পণ,
তথাপি না ত্যজিব তোমারে।
কিবা ভয়? রহ অসংশয়,
দণ্ডী সনে দিছি আমি তোমারে আশ্রয়।

উর্ব্বশী। শুন ভদ্রা, সংশয় উদয় হয় মনে,
শাপমুক্তা হব অষ্টবজ্র দরশনে।
কিন্তু নারী আমি,
অষ্টবজ্র কেমনে দেখিব?
রণস্থলে কেমনে মা যাব?

মূৰ্চ্ছিতা হইব অস্ত্রনাদ শুনি কাণে।
শুন নাই বজ্রের ঝঙ্কার,
বজ্র বলি যেই শব্দ ধরায় প্রচার—
শতকোটী গর্জ্জন তাহার,
বৃত্রাসুরঘাতী বজ্র-ঝঙ্কারের সহ,
না হয় তুলনা!
অষ্টবজ্র না জানি কেমন!
না জানি কি গভীর গর্জ্জন—
নিয়ত উত্থিত তাহে।
ব্রহ্মশির, নারায়ণ, পাশুপত আদি
মহা অস্ত্র বজ্র যাহে বারে,
গভীর ঝঙ্কারে কেমনে রহিব স্থির!
দিবসে বাধিবে রণ,
জান আমি দিবসে অন্ধিনী,
জ্বালাইতে অনুতাপ স্মৃতি মাত্র জাগে,
নহে অন্ধ সম প্রকৃতি সকলি!
রণস্থলে কি রূপে যাইব?
অষ্টবজ্র কেমনে হেরিব?
শাপ, মাতা, কিসে হবে বিমোচন!

সুভদ্রা। ঠাকুরাণি, দুশ্চিন্তা ক'র না অকারণ!
কৃষ্ণমাতা কাত্যায়নী তোমার সহায়।
আমি দাসী তাঁর, প্রসাদে তাঁহার—
রণ-স্থলে আমি ল'য়ে যাব।
মিছে কেন ভাব?—
ক'রেছেন ঈশানী উপায়।

উর্ব্বশী। তব ভাবে, সুহাসিনি, অন্তর জুড়ায়।
কিন্তু ক্ষম মাতা,
তবু মনে না হয় প্রত্যয়,
নারী তুমি, কেমনে যাইবে রণে?
শুনেছি, মা, রণ-কোলাহল,
দৈত্যদল আক্রমিলে স্বর্গপুরী।
উঠে শিহরি অন্তর, মনে হ'লে রণনাদ!
সামান্য গো নহে রণস্থল,
ঢাকি রবি-শশী-তারা,
দেখেছ, মা, ঘোরতর বারি-বরিষণ,
দামিনী দলক, কঠোর নিনাদ ধ্বনি,
সেইমত অস্ত্রধারা হয় বরিষণ।
ঘন ঘন অস্ত্রদীপ্তি চমকে আঁধারে।
পুনঃ পুনঃ কঠোর নিনাদ,
পুনঃ পুনঃ ঘোর অন্ধকার!

সুভদ্রা। ওই মত ধরণীতে হয় বহু রণ;
দেখিয়াছি ঐ মত অস্ত্র-বরিষণ,
মহাঅস্ত্র চমক চপলা সম।
ওই মত অস্ত্রের নিনাদ,
শুনিয়াছি উদ্বাহের দিনে।
অশ্ব-রজ্জু সে সময়ে ছিল করে মম।
নিশ্চয় অশ্বিনী ল'য়ে যাব রণ-স্থলে।
তবু যদি সন্দ দূর না হয়, সুন্দরি,
কৃষ্ণমাতা কাত্যায়নী কৃষ্ণ-অনুরোধে—
আবির্ভাব রণাঙ্গনা হইয়ে হৃদয়ে,

সুরেশ্বরী শক্তিদান করিবে আমায়।
দেব-দৈত্য-নরমাঝে নির্ভয়ে পশিব,
করিব তোমারে সাথী করি অঙ্গীকার।

উর্ব্বশী। কুলাঙ্গনা তুমি, নাহি পরদৃষ্টি সহে,
বিশেষতঃ পাণ্ডব-আশ্রয়ে—
দেখেছি, মা, পাণ্ডবের কুলবধূ-রীতি।
স্বর্গমর্ত্ত্যরসাতল আদি সমরে হইবে প্রতিবাদী,
কেমনে মা পাণ্ডবঘরণি—
দিনমণি না স্পর্শে যাহারে—
কুলাচার-বর্জ্জিত ব্যাভার—
সমরে হইবে উপস্থিত?
কবে কিবা পতি, দেবর, ভাসুর,
বীরশ্রেষ্ঠ শ্বশুর ঠাকুর—প্রতিবাসী জ্ঞাতিগণে?
কহ গো কেমনে, রণস্থলে পশিবে মা তুমি?
আমা হেতু হবে কি গো কলঙ্ক-সঞ্চার!

সুভদ্রা। চিন্তা দূর কর, ঠাকুরাণি!
তুমি মম কুলের জননী—
চন্দ্রবংশধর পুরুরবা-বিমোহিনী।
ঠাকুরাণি, যাব তব সাথে—লাজ কিবা তাতে?
দোষী কেবা করিবে আমায়?
পুত্রবধূ—কুলাঙ্গনা-অনুগামী সদা।

উর্ব্বশী। জিতেন্দ্রিয় পতির কথায়
শিখিয়াছ—আমি কুলনারী।
কিন্তু, মাতা, লাজ পরিহরি
পাপ ব্যক্ত করি মা তোমায়;—

স্বর্গে যবে হেরিনু অর্জ্জুনে,
পুরুরবা-নারী আমি হ'নু বিস্মরণ,
বুঝ, মাতা, সে লাজের কথা।
মন দিয়া শুন, বৎসে, সন্দেহ কারণ,—
হের, শুভে, আকাশ-নির্ম্মিত এই তনু,
নাহি কভু ক্ষয়;
কিন্তু ব্যোমকেশ শূলাঘাতে করে ব্যোম নাশ,
সেই শূলী আগত সংগ্রামে!
যাহে হয় প্রলয় উদয়—
হেন ত্রিশূল-অনলে পরমাণু হবে পুনঃ তনু!

সুভদ্রা। যারে হেরি শিব শবময়,
ধূলায় লুটায় রাঙ্গা-পদ লয় হৃদিমাঝে!
সেই অম্বিকা সহায়, ত্র্যম্বকে কি ভয়?
অভয় হৃদয়ে তুমি রহ, সুকেশিনি!
দেখেছ পতাকা মম ঘরে,
রক্তিম পতাকা ওই দেবীর সিন্দূরে—
যে সিন্দূর কিঙ্করী,—মাতার প্রসাদ আনি দিল।
সিন্দূরে আরক্ত ধ্বজা পবনে উড়িবে,
উড়াইবে মহাঅস্ত্র যত—ঝটিকায় তৃণ হেন।
শঙ্কা ত্যজ শশাঙ্ক-আননি!—
বুঝি আসিছেন ভীষ্মদেব।
জ্ঞান হয় অনুরোধ অশ্বিনী কারণ। উর্ব্বশীর প্রস্থান

ভীম ও ভীষ্মের প্রবেশ

ভীম। শুন, মাতা, পিতামহ স্বরূপ কহিল,
তার যদি হ'য়ে থাকে মন,

কৃষ্ণে করে অশ্বিনী অর্পণ,—
বিবাদ তাহার হেতু, আর কিসে বাদ ?
রণ নাহি প্রয়োজন।

সুভদ্রা। হে আর্য্য ! মার্জ্জনা কর অবলা দাসীরে,
পিতামহ দেন হেন উপদেশ ?
কব আমি অভিমন্যে,
পিতামহ হেতু চিতা করিতে প্রস্তুত।
ইচ্ছা-মৃত্যু যদি—তবু মৃত্যু নিকট উঁহার।

ভীষ্ম। নাতিনী হইয়ে কহ মোরে কটুবাণী !
ন্যায্য কথা ! কেন দ্বন্দ্ব কিবা প্রয়োজন ?
ভাবে সুভদ্রা সুন্দরী, শঙ্করেরে ডরি
করি আমি রণ পরিহার।
শুন বৃকোদর,
বহু অস্ত্র-প্রভা আমি দেখেছি সমরে,
সত্য কহি,
ত্রিশূল-প্রভাব দেখিতে বড়ই সাধ,
কিন্তু দণ্ডী ঘটায় প্রমাদ, ঘুচায় বিবাদ ;
নেতা-পদ দিয়াছ আমায়,
কহ, কিরূপে করিব আমি অন্যায় আচার ?

ভীম। শুন বীরবর, ভারত-ঈশ্বর,
কুললক্ষ্মী ভদ্রা মাতা কুলরীতি জানে।
কুলরীতি কহে, দেব, কুলাঙ্গনাগণে ;
ভদ্রা লজ্জাশীলা হইয়ে বিকলা,
মনোখেদে রুষ্টকথা কহিল তোমায়।
জিজ্ঞাসি মাতায়—তাঁর অভিপ্রায়।

ভীষ্ম। বৃকোদর, স্থূলবুদ্ধি কে বলে তোমারে?
অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তব!
ভাল ভাল, বুঝি কুলরীতি;
কহে হৃদয় আমার—নিশ্চয় সমর শ্রেয়।

ভীম। শুন, মাতা, খুল্লতাত-বাণী যবে শ্রবণে পশিল,
উদয় হইল মনে
এক ঘায় নাশি পাতকীরে।
কিন্তু পুত্র সম্বোধন, সাধ্বি, করেছ তাহায়,
করিলাম রোষ সম্বরণ।
পুনঃ আচার্য্য-বচনে—
পিতামহ ক'রেছেন স্থির,
সমরে নাহিক প্রয়োজন।
এ বচনে প্রথমতঃ উঠেছিল মনে,
সেই মত কহিলাম পিতামহে।
কবে ত্রিভুবন মিলি,
ভয়ে অনেক বুঝায়ে, বৃদ্ধ গঙ্গার নন্দন
করিবারে অশ্বিনী অর্পণ—
উপদেশ দিয়াছেন অবন্তি-ঈশ্বরে!
বীরবাক্যে বীরশ্রেষ্ঠ বীর,
মধুর সম্ভাষে কহিল আমায়,
"বৃকোদর, প্রাণ কিরে না চায় আমার—
শঙ্করের সহ রণ।"
লজ্জা হ'ল বৃদ্ধের বচনে।
বুঝিলাম যার ধন—সেই করে সমর্পণ,
বাদী কেন হব, করে যদি শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ!

সুভদ্রা। ভারতবংশের রীতি শুনেছি যেমন,
আর্য্যগণ সমীপে বর্ণিব সেই মত।
সূর্য্যবংশ প্রকট ত্রেতায়,
রামচন্দ্র সূর্য্যবংশধর,
একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপিলা ধরায়।
চন্দ্রবংশ উদয় দ্বাপরে।
মহা-বংশোদ্ভূত পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজগণে,
করিল ভারত অধিকার।
ভরত হইতে নাম ভারতভূমির।
পররাজ্য ধন, বাহুবলে ক্ষত্রিয় গ্রহণ করে।
অন্যায় সমরে পিতামহ হরিতে গোধন
মৎস্যরাজ্যে করিলেন আগমন।
দণ্ডী আছিল আশ্রয়ে, পেয়ে ভয়—
হয় যদি অরির আশ্রিত,
অশ্বিনী রতন তার রাজ-প্রয়োজন;
এ হেন রতন, অনুমানি করিত অর্জ্জন
বীর্য্যবান্ ভারতের রাজগণে,—
পরে নারায়ণে করিত অর্পণ,
নারায়ণ জানাইলে প্রয়োজন।
সাক্ষী তার পিতামহ ভারতপ্রবর,
সম্মুখ সমরে—অস্ত্র ত্যাগ করাইল ভৃগুরামে;
পরে যথাবিধি করিলেন স্তুতি।
নাগ, নর, অমর প্রভৃতি,
দেখেছিল ভারতবংশের রীতি।

ভীষ্ম। সত্য, ভীম, ভারতবংশের এই রীতি।

বৃদ্ধ হ'য়েছি সম্প্রতি ;
কহে পাছে উগ্র আজ' প্রাচীন বয়সে,
সেই হেতু সন্ধিকথা আনি মুখে।
সত্য মম কুললক্ষ্মী দেছে উপদেশ!

ভীম। তবে রণ—রণ পিতামহ!
হে বীরকেশরি, পদে নিবেদন—
ব্যূহ যবে করিবে স্থাপন,
হলধর-সম্মুখে স্থাপিও, প্রভু, মোরে।
শুনি বীর মহা বলধর—
যাদব সেনার নেতা।
আক্রমিব চক্রধরে বিমুখি তাঁহারে।
কুললক্ষ্মী—কুলদেবী মম!
ঘৃতস্রোত দানে যথা প্রবল অনল
ক্ষণকাল হয় হীনবল—হইতে উজ্জ্বলতর,
সেইরূপ প্রজ্জ্বলিত সমর-উৎসাহ—
সন্ধির প্রস্তাবে—
হ'য়েছিল হীনবল ক্ষণকাল তরে।

ভীষ্ম। শুন ভীম, নাহি আর কথার সময়,
মহাদেবী কুললক্ষ্মী মম!
জিনিয়া সমর—
করিব অশ্বিনী দান কৃষ্ণের চরণে।
চল, চল—
সন্ধির প্রস্তাব শুনি নিরুৎসাহ সেনা।
চল বৃকোদর—বংশধর বংশের গৌরব—
মিলাইলে শঙ্করে সমরে। সকলের প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বনপথ

দণ্ডী ও সুভদ্রা

দণ্ডী। মা গো,
যাদব বিরূপ মম দৈব বিড়ম্বনে,
কর্ম্মদোষে করিলাম বিপক্ষ পাণ্ডবে-
ছিল ভাল গঙ্গাজলে তনু বিসর্জ্জন।

সুভদ্রা। বৎস, শুনেছি সকল বিবরণ,
ঈর্ষ্যাবশে গিয়েছিলে কৃষ্ণের সদন।
কিন্তু তুমি ত্যজ ভয়-মন;
পুত্র বলি দিয়েছি আশ্বাস,
কৃষ্ণকণ্ঠে যাবৎ রহিবে মম প্রাণ,
জেন' বৎস,
নাহিক তোমার অকল্যাণ।
কিন্তু হায় অকারণ,
পার্থোপরে বিদ্বেষ তোমার।
জানিহ নিশ্চয়, জিতেন্দ্রিয় ধনঞ্জয়—
মাতৃজ্ঞান করে বীর উর্ব্বশী দেবীরে।

দণ্ডী। বৃথা মা করুণাময়ি, কর গো ভৎর্সনা!
জান না যন্ত্রণা,
হৃদি-মাঝে জলে তুষানল,
প্রতিদানহীন প্রেমাগুন!
ধূমাচ্ছন্ন মস্তিষ্ক আমার—
হিতাহিত নাহিক বিচার—
মরি, মাতা, পিশাচীর প্রেমের তৃষায়।

সুভদ্রা। ছিঃ ছিঃ—কেন মোহে কর আত্ম-বিসর্জ্জন।
যে নহে তোমার—
কেন বার বার আকিঞ্চন তার?
বিবেক-আশ্রয়ে কর ইন্দ্রিয় নিগ্রহ,
অকারণ কেন জ্বল' বাসনা তৃষায়?

দণ্ডী। মাতা,
সত্য করি নিবেদন পাদ-পদ্মে তব,
অনুতাপ-তাপে তৃষা হইয়াছে নাশ।
রাজার নন্দন, পিশাচী কারণ,
পিতৃ-রাজ্য দি'ছি বিসর্জ্জন!
পতিপ্রাণা রমণী বঞ্চিয়ে—
আত্মজে ত্যজিয়ে—
হইলাম শ্রীকৃষ্ণ-বিরোধী।
প্রাণ তুচ্ছ জ্ঞানে জাহ্নবী-জীবনে—
তনুত্যাগ সঙ্কল্প করিনু।
শুন মাতা,
পাইলাম প্রতিদান কিবা।
কহে দুষ্টা, যাইলে নিকটে—

শ্বাস-বায়ু বাজে তার কায়।
ঘৃণায় সে ফিরিয়া না চায়,
এ জ্বালায় কার মতি রহে স্থির ?
মজিলাম প্রেতিনী আনিয়ে বন হ'তে !
সংশয় জীবন,
শুনি বিবরণ অর্জ্জুন বধিবে প্রাণ !

সুভদ্রা। অবগত নহ, বৎস, পাণ্ডব-চরিত।
কুৎসা কিবা ছার—
নারীহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা করিয়ে,
হইলে শরণাগত—রাখিত পাণ্ডব।
বংশধরে করিয়ে সংহার,
কেহ যদি মাগে পরিহার,
তখনি নিস্তার তার পাণ্ডবের করে।
কিন্তু কর দুরাশা বর্জ্জন,
ধরায় না ফুটে কভু স্বর্গের কুসুম !
উর্ব্বশী জননী, ইন্দ্র-সোহাগিনী,
ঋষি-শাপে ধরণীবাসিনী।
কর তুমি প্রেমের গরিমা ?
ধরায় বাঁধিতে চাও ত্রিদিব-রঞ্জিনী !
জেন, বৎস,—প্রেম নয় স্বার্থপর,
আত্ম-ত্যাগ প্রেমের লক্ষণ,
মোহ মাত্র প্রেমের এ ভাণে।
যদি প্রেম হইত বিকাশ,
হেরি তার বদনে নিরাশ—
অশ্রুধার ঝরিত তোমার

দুঃখ-ভার মোচন কারণ,
কায়মন করিতে অর্পণ।
পর-দুঃখে শিক্ষা কর আত্ম-বিসর্জ্জন,
ধন্য হবে মানব জীবন,
আত্ম-ত্যাগী পায় মাত্র আনন্দ আস্বাদ,
নহে বিষাদ—বিষাদ—
বিষাদ-পূরিত এই ধরা !
শুন, দূর সৈন্য-কোলাহল,
আসন্ন সমর—
নাহি ভয়—রহ স্থির চিতে।
নাহি আর কথার সময়—
বহু কার্য্য আছে মম।

প্রস্থান

দণ্ডী। জীবন-মমতা ধন্য, ধন্য রূপ-তৃষা,
ফুরা'ল সকলি, তবু আকাঙ্ক্ষা রহিল,
হায় যদি উর্ব্বশী চাহিত ফিরে !

প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রণস্থল

ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠির

যুধি। হের দূরে, ভারত-প্রধান,
দেবসেনাগণে আগুয়ান পুনঃ রণে।

হের পুনঃ সাজায়ে বাহিনী
ত্রিপুরারি অগ্রসর বৃষধ্বজ-রথে ;
শুন ঘন ঘন পিনাক টঙ্কার,
বিদ্যুৎঝলার সম দেব-অস্ত্র ঝলে !
হের ঐরাবতে পুরন্দর চলে,
আক্রমিতে দুর্য্যোধনে।
শক্তিধর লক্ষ্য করি আসে ধনঞ্জয়ে।
ভীম-গদাধর যক্ষের ঈশ্বর,
যক্ষ দল বলে—
ধায় দ্রুত পাঞ্চালে করিতে আক্রমণ।
আসে তূর্ণ দানবীয় সেনা
বিরাটের বল চূর্ণ হেতু।
হের বিভীষণ, অনল সমান রোষে
রক্ষগণে করে উত্তেজনা
ঘটোৎকচ নাশ হেতু।
কৃষ্ণ, হলধর, প্রদ্যুম্ন প্রখর—
যদুগণে উৎসাহ প্রদানে
ভীমসেনে লক্ষ্য করি।
পবন, শমন, বরুণ, তপন,
বিরিঞ্চি, অনল মহাবল
সহ নিজ দল বল—
চলে বামপাশে বেড়িতে বাহিনী।
আসে অরি প্রলয়-প্লাবন !

ভীষ্ম। শুন, যুধিষ্ঠির, হও স্থির—
পুনঃ দেবসেনা মুহূর্ত্তে ফেরাব।

অস্ত্র ধনু বশিষ্ঠ দানিল—
ভুবন বুঝিল তার বল ;
হের ধনু কোদণ্ড সমান,
মূর্ত্তিমান মহাবাণ তূণে ;
বারিব শঙ্করে, অসুর, অমরে,
যাদব-গৌরব লাঘব করিব রণে।
ক্ষত্র অস্ত্রধর, হও অগ্রসর—
আসন্ন সমর পুনঃ।
দল' পুনঃ দেব-দৈত্যদলে—
বাহুবলে প্রভুত্ব স্থাপহ ভূমণ্ডলে !
ধাও, বীর, বিরিঞ্চিরে কর নিবারণ,
রুধি আমি কৈলাসীয় ঠাট।

উত্তরের প্রস্থান

দুর্য্যোধন ও কর্ণের প্রবেশ

দুর্য্যো। হের, সখা, একেশ্বর বৃকোদর
চূর্ণ করে যাদব-বাহিনী।
পুরন্দরে সত্বরে আক্রমি আমি।
শমনে দমিছে অশ্বত্থামা,—
রোধ, বীর, অন্য দেবগণে।

দুর্য্যোধনের প্রস্থান

কর্ণ। নির্লজ্জ এ দেবসেনাগণ,
সমরে না রহে স্থির,
দেখি পুনঃ কি সাহসে আছে।

প্রস্থান

ভীমের প্রবেশ

ভীম। হে অর্জ্জুন, শক্তিধরে নিবার সত্বরে,
হের শিখী' পরে ধায় তারকারি,
শঙ্করের সাহায্য কারণে আক্রমিতে পিতামহে।
ধন্য ধন্য ভারতপ্রবর,
খরতর অস্ত্রের নির্ঝর,
ঢাকিয়াছে ত্রিপুরারি,—
রজত ভূধর কুজ্ঝটিকায় আচ্ছাদিত যেন!
সহদেব, নকুল সুমতি—
ধাও দ্রুতগতি,—
পুরন্দরে সাহায্য প্রদানে
পশে রণে অশ্বিনী কুমার—
ধাও দ্রুতগতি, দেবদর্প কর চুর!
ঘটোৎকচ, হের কি কৌতুক,
দর্প করে রক্ষ সেনাগণে,
কতক্ষণ সহ, বীর!
ধৃষ্টদ্যুম্ন, ধৃষ্ট দৈত্য দলে—
দল বাহুবলে।
অভয় হৃদয়ে সৈন্যাধ্যক্ষচয়,—
দেহ হানা—দেব-সেনা এখনি ভাঙ্গিব।
রহ রহ যক্ষের ঈশ্বর,
হুঙ্কার ঘুচাই তব। প্রস্থান

দ্রোণের প্রবেশ

দ্রোণ। যুঝে অশ্বত্থামা মৃত্যুনাথ সনে,
কৃপাচার্য্য, শীঘ্র পশ' সাহায্যে তাহার। প্রস্থান

ভীষ্মের পুনঃ প্রবেশ

ভীষ্ম। নেহার, অর্জ্জুন, একা বৃকোদর—
পশিয়াছে বিপক্ষবাহিনী ভেদি।
অনল উথাল ছাড় অস্ত্রজাল,
বিদ্ধ শীঘ্র বিপক্ষবাহিনী।
ধন্য বৃকোদর, ধন্য গদাধর—
একা রোধে শত যোধে।
এস, রথীবৃন্দ, দ্বন্দ্ব করি অবসান—
বলবান্ শত্রু পরাজয়ি।

প্রস্থান

উভয় দিক হইতে ভীম ও বলরামের প্রবেশ

বল। কোথা যাও, রণ মোরে দেহ বৃকোদর,—
হলের ফলকে পাঠাইব ছায়ালোকে।
কর, দুষ্ট, যাদবে চালন—
হেন স্পর্দ্ধা হীন জন হ'য়ে ?

ভীম। হলধর, কেমনে কহিলে কহ হীন জন ?
যাদব-বিক্রম পঞ্চবার পরীক্ষিত রণে।
শস্য জন্মে হলের ফলক সঞ্চালনে—
বীরদেহে নাহি পশে।

কৃষ্ণের প্রবেশ

কৃষ্ণ। ভীমে বধি বধহ পাণ্ডবে।

ভীম। ডাক, হরি, আর কেবা সহায় তোমার !
দেখ চেয়ে, ফিরে নাহি চায়—
শৃগালের প্রায় পলায় স্বপক্ষীয় বীরগণ।

যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান

ভীষ্ম ও মহাদেবের প্রবেশ

মহা। নির্ম্মূল করিব ক্ষত্রকুল।

ভীষ্ম। কৃত্তিবাস, করিয়াছ বিক্রম প্রকাশ—
কর পুনঃ যথা অভিলাষ, দেব!

যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান

ইন্দ্র ও অর্জ্জুনের প্রবেশ

ইন্দ্র। বিনাশিব পাণ্ডবে এখনি।

অর্জ্জুন। ত্রিদিব-ঈশ্বর,
বিফল গর্জ্জনে পাণ্ডব না পাবে ডর।

যুদ্ধ করিতে করিতে বীরগণের প্রবেশ ও প্রস্থান

বলরাম ও প্রদ্যুম্নের প্রবেশ

বল। হে প্রদ্যুম্ন, কেন মোরে বার—
বৃকোদর বধুক আমায়,
ঘুচুক দারুণ জ্বালা!
গোবিন্দ অনন্ত বলি করে ব্যাখ্যা মম,
পরাক্রম বিদিত হইল
ভীমসেন বারে মোরে।
ধিক্ ধিক্ শতধিক্ এ জীবনে—
ধিক্ হলধর নামে—
সংগ্রামে সামান্য নরে করে পরাজয়!
ছেদি বাহু অগ্নি-কুণ্ডে প্রদানি আহুতি,
তুষানলে ত্যজি হেয় প্রাণ—
তবে জ্বালা হইবে নির্ব্বাণ!
জিনে মোরে কুন্তীর নন্দন,

বৃথা প্রাণ ধরি, ত্যজ সম্বরারি,
ছিঃ ছিঃ—কেন মাতৃ-গর্ভে না হ'ল মরণ!
ভুবন হেরিল—গৌরব টুটিল—
পরাজিল—পরাজিল বার বার!

প্রদ্যুম্ন। শুন শুন, বীর অবতার,
কুক্ষণে যাদবসেনা রণে আগুসার,
কব, দেব, কি অধিক আর—
বার বার সূতপুত্র করে পরাজয়!
হেরি, দেব, দুর্দ্দিন উদয়,—
না জানি কি মায়ার প্রভাবে—
প্রবল ভারতবংশ যাদব-সংগ্রামে।
কৃষ্ণসনে করিয়া যুকতি,
কর, রথি, যে হয় বিহিত।
রণে যাওয়া নহে তো উচিত,
জর জর কলেবর তব;—
দাসে ভিক্ষা দেহ, দেব, যেও না সমরে।

বল। শুন কথা, প্রদ্যুম্ন, নিশ্চিত—
গোবিন্দ পাণ্ডব সনে প্রীত,
এ সকল তাহারি কৌশল দেখি।
প্রাণ দিব তাহারি সম্মুখে—
বার বার অপমান পাণ্ডবের হাতে!

উভয়ের প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকির প্রবেশ

সাত্যকি। চক্রধর, হের দেব অদ্ভুত সমর,
দেব, রক্ষ, যক্ষের ঈশ্বর,

পুনঃ ভঙ্গিয়ান হের বিপক্ষ বিক্রমে !
হলধর অসক্ত সমরে,
উদাস তোমারে হেরি, হরি !
এ তত্ত্ব বুঝিতে কিছু নারি,
কার বলে বলীয়ান অরি—
শমনে সমরে বারে !
হের, দেব, ধূমহীন অগ্নির সমান—
দ্রোণ বীর্য্যবান্,
ত্যজে অস্ত্র—প্রদীপ্ত সংসার তেজে !
আশ্চর্য্য কথন, গঙ্গাধরে গঙ্গার নন্দন
নিবারণ করে অনায়াসে ।
শুন পুনঃ পুনঃ গাণ্ডীব-ঝঙ্কার,
স্বপক্ষ আকুল মহারণে।
জিনি শত পবন-হুঙ্কার,
পর্ব্বত-আকার গদা করিছে ঝঙ্কার—
বৃকোদর সঞ্চালনে।
রামশিষ্য কর্ণ মহাশূর, দর্প করে চুর !—
হের, ঐরাবত ফেরে কৌরবপতির গদা ঘায় ।
বিরিঞ্চি সমরে নহে স্থির—
খণ্ড তনু যুধিষ্ঠির শরে !
পরাজয় নিশ্চয় নেহারি,
করহ উপায়—
নহে যায় যায়, হয় সর্ব্বনাশ ;
বীরগণ হতাশ গণিছে !

কৃষ্ণ । যাও তুমি সত্বর সাত্যকি,—

নমস্কার দেহ মম শঙ্কর-চরণে,
কহ দেবদেবে এ আহবে ধরিতে ত্রিশূল,
বিরিঞ্চিরে লইবারে কমণ্ডলু;
ইন্দ্রে কহ—
বজ্র ল'য়ে করে—সংহারে বিপক্ষদলে;
মহাপাশ ধরুন বরুণ,
শক্তিধরে শক্তি লইবারে কহ,
কহ মৃত্যুনাথে দণ্ডহাতে অরাতি নাশিতে,
আমি চক্র করিব ধারণ—
রিপুকুল করিতে নিধন।
আগত যামিনী,
তাহে যেন কেহ নাহি রণে দেয় ক্ষমা।
দিবানিশি করিব সমর,
রিপুক্ষয় যদবধি নাহি হয়।

উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

শিবির-অভ্যন্তর

ব্রহ্মা, মহাদেব, ইন্দ্র, কৃষ্ণ, কার্ত্তিক ও দেবসৈন্যগণ

ব্রহ্মা। সৃষ্টিনাশ কর, কৃত্তিবাস—
ধরি শূল নির্ম্মূল করহ ক্ষত্র-কুল!
অপমান প্রাণে নাহি সহে!

দাবানল সম হৃদি দহে,
অমরে জিনিল নরে !
ত্রিপুরারি, তারকারি, মুরারিচালিত—
দেবসেনা সাগর-তরঙ্গ সম,
বিমুখিল কৌরব-পাণ্ডব !
বজ্র করে ধর, বজ্রধর,
মহাপাশ নিক্ষেপ' বরুণ,
লোকহর দণ্ডধর—ধর প্রহরণ,
ভস্ম হ'ক ভীষ্ম—অদ্ভুত রহস্য—
স্থান নাই লজ্জা রাখিবার !

মহা। কার বলে বলী আজি নর !
কহ মুরহর,
কি মায়া-আচ্ছন্ন দেবসেনা ?
যোগ-দৃষ্টি আচ্ছন্ন আমার,
নরঅস্ত্রে বিকল শরীর।

কৃষ্ণ। দেবদেব, এই সে মন্ত্রণা,
উপায় নাহিক ইহা বিনা—
মহাঅস্ত্র নিক্ষেপ উচিত।
হিতাহিত কি আর বিচার,
যায় সৃষ্টি যাক ছারখার—
পরিহার মানিতে নারিব, বধিব দুর্ম্মদ অরি।

মহা। ইহা বিনা উপায় নাহিক, দেবসেনা,
ধর নিজ প্রহরণ, প্রবেশ সমরে।

দেব-সৈন্য। জয় জয় মহাদেব, পিনাকি, ত্রিশূলি !
দলি শত্রু—চল রণ-স্থলে।

ইন্দ্র। দেব দিগম্বর, করি যোড়কর।
নিবেদন জানাই চরণে—
খাণ্ডব দাহনে,
ব্যর্থ বজ্র পাণ্ডবের রণে—
সে সময়ে, পাশদণ্ড আদি প্রহরণ,
নিস্তেজ অর্জ্জুন-শরে!
ভাবি তাই পাছে লজ্জা পাই—
মহা অস্ত্র ধরি পুনঃ।
বিশেষতঃ বুঝ দিগম্বর,
কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা অমর সংসারে;
অশ্বত্থামা শুনিলে মরণ,
তবে হবে দ্রোণের পতন;
ইচ্ছামৃত্যু গঙ্গার নন্দন।
নাহি হবে পাণ্ডব নিধন, ব্যাসের বচন,
ব্যাস নারায়ণ—
দেবদেব, কহ তুমি বার বার।
তবে হে সংহারকারী, হে ত্রিশূলধারী,
তবে অস্ত্র ত্যাগে কহ কিবা ফল?
হবে মাত্র দানব প্রবল—
সপ্ত বজ্র ব্যর্থ হেরি রণে।
কৃষ্ণ। চক্র মম ব্যর্থ কভু নয়—
লোকক্ষয় শূল নহে বিফল ত্রিকালে।
কার্ত্তিক। দেব ত্রিলোচন, পদে নিবেদন—
হেন রঙ্গ কভু না নেহারি,
রহে মৃত্তিকায় মৃত্তিকার কায়,

মহা অস্ত্র দেহে নাহি পশে !
গাণ্ডীব-ঝঙ্কারে বধির শ্রবণ ;
অবশ্য রয়েছে কোন নিগূঢ় কারণ !
নরে করে ভুবন বিজয়,
হেন অসম্ভব কিসে হইল সম্ভব—
পঞ্চানন পরাভব রণে !
জ্ঞান হয়,
মায়ের প্রভায় ঘটে হেন অঘটন।

মহা। যেবা হয় শূলক্ষেপ করিব নিশ্চয়,
দেখি, কে সহে প্রভাব তার ?
চল—চল অমরমণ্ডল,
গর্ব্বিত ভারতবংশ ধ্বংস করি রণে।

দেব-সৈন্য। জয় জয় ত্রিপুরারি !

প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

অন্তঃপুর

ভীম ও দ্রৌপদী

ভীম। শুন সুকেশিনি,
কেন তুমি হও অভিমানী ?
সহদেব, নকুল দুর্ব্বার,

পরাজিয়ে অশ্বিনী কুমারদ্বয়ে—
পুরন্দরে বিমুখি সমরে, রক্ষিয়াছে দুর্য্যোধনে
দুঃশাসন হয় নি নিধন,
গদাঘাতে করিছি বারণ—
দেব-অস্ত্রাঘাত তার প্রতি।
জিয়ে সে দুর্ম্মতি শত ভাই দুর্য্যোধন
অদ্ভুত এ ভুজদ্বয় বলে ;
ধৃতরাষ্ট্র বংশধর রয়েছে কুশলে—
রণস্থলে গদা ঘায় হইতে নিধন।
ত্যজ শোক মন—তব প্রতিজ্ঞাপূরণ,
এলোকেশি, বেণীর বন্ধন—
হবে, সাধিব, কৃষ্ণসখাগুণে।
গদা ধরি রক্ষা করি কৌরবের দল,
কেশব সহায় তায়!
তাঁরি পদধ্যানে—
শব সম হেরি, দেবি, বিপক্ষ-বাহিনী।

দ্রৌপদী। শুন, বীরমণি, নহি অভিমানী,
দুঃশাসন-বক্ষ-রক্ত করিব দর্শন—
নহে মম পণ,
প্রতিজ্ঞা তোমার বীরেশ্বর!
পাণ্ডব-ঘরণী, এলায়েছে বেণী,
পুনঃ বেণী করিব বন্ধন—
দুঃশাসন পড়িলে সমরে।
কিন্তু তার বধভার নহে ত আমার—
প্রতিজ্ঞা তোমার।

কি তোমারে কব মন-খেদ,—
সুভদ্রার সনে কথা ক'য়ে,
গেল পার্থ সমরে সাজিয়ে,
না আসিল মম অন্তঃপুরে।
হয় তাই মনে—বুঝি পাণ্ডুপুত্রগণে,
সভাস্থলে অপমান না সহিল,
বুঝি মনে মনে সকলে ভাবিল,
পঞ্চ স্বামী—বেশ্যা মধ্যে গণ্য তার!

ভীম। শুন, দেবি, যুধিষ্ঠির তব স্বামী,
কটুবাণী কেন কহ দ্রুপদনন্দিনি!
তুমি রাজ্যেশ্বরী,
তব অপমান করিয়াছে কৌরব-প্রধান,
প্রতিদানে পাণ্ডব বিমুখ—
কেন হেন মনে দেহ স্থান?
শুন, সতি, এ ঘোর সমরে,—
লক্ষ্য ছিল কৌরবের শত ভ্রাতা প্রতি;
রক্ষিতে সবায়—
হের অস্ত্রঘায় খণ্ড খণ্ড তনু মম!
রণজয় হইবে নিশ্চয়।
অনিবার্য্য কৌরব-পাণ্ডবে রণ;
কেন, সতি, হ'তেছ বিমন?
সতীর সম্মান—রাখিবেন ভগবান।

দ্রৌপদী। বৃকোদর,
তব উপরোধে সহি মাত্র তাপ-ভার।

ভীম। আক্রমণে আসে পুনঃ অরি!

শুন গভীর গর্জ্জন—
বীরাঙ্গনা, শুন পুনঃ গভীর গর্জ্জন,
উপস্থিত রণ।

দ্রৌপদী। মম পণ—অর্পিত তোমার পায়!

উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

মন্ত্রণা-গৃহ

ভীষ্ম ও জনৈক দূতের প্রবেশ

দূত। ভীষ্মদেব, রণে পুনঃ সজ্জিত অমর।

ভীষ্ম। বুঝেছি লক্ষণে—
অভিমানে ক্ষুব্ধ দেবদল—
ফিরে নাই ত্রিদিব-আলয়।
অনিবার্য্য নিশা রণ;
পার যদি আন কিবা অন্য সমাচার।

দূতের প্রস্থান

ভীমের প্রবেশ

আসন্ন সমর,
কোথা তুমি ছিলে বৃকোদর?
ভেবেছ কি পরাজিত অসুরারি অরি—
ফিরে যাবে আপন আলয়ে?
সেনাপতি শঙ্কর আপনি!

যাও, কর উৎসাহিত সেনানিনিচয়,
সহজে কি দেবসেনা চায় পরাজয় ?
অসুরারিদল ফিরে ফিরে, বৃকোদর,
সমরে মানিয়ে পরাজয় ?
যাও ভীম, নিশারণ জানিহ নিশ্চয়,
উত্তেজিত কর ক্লান্ত সৈন্যাধ্যক্ষগণে।

ভীম। যাই দেব, বীরশ্রেষ্ঠ পিতামহ,
অপরাধ করহ মার্জ্জনা। ভীমের প্রস্থান

ভীষ্ম। রহ সবে সতর্ক প্রস্তুত,
নিশায় বাধিবে রণ পুনঃ।
দৃঢ় প্রহরণে রহ সাবধানে,
যুদ্ধে অরি পুনঃ বিমুখিব!
মৃত্যু নাই অসুরারি দলে—
জিয়ে তাই দারুণ প্রহারে।
শক্তিহীন জর জর কলেবর সবে।
নাগ, রক্ষ, দানবীয় চমূ,
পলায়েছে নিজ স্থানে।
লজ্জা-ভরে যাদব না ফিরে ঘরে,
আছে মাত্র যাদব, অমর—
পরাভূত অন্য শত্রু যত।

অর্জ্জুন ও দ্রোণের প্রবেশ

অর্জ্জুন। শুনি, দেব, দেবসেনা করেছে মন্ত্রণা,
শূল আদি সপ্ত বজ্র চালিবে সমরে।
হের, আর্য্য, পাশুপত অস্ত্র গর্জ্জে তূণে,

দে'ছেন পার্ব্বতীনাথ এ দাসে কৃপায় ;
শূল তায় পাবে পরাজয় শুনেছি শ্রীমুখে তাঁর।
অস্ত্রের প্রভাবে বিফল হইবে
দেবের অমৃত পান।
ধরি অস্ত্র, যা হবার হবে—
পৃষ্ঠ কেন দিব রণে!

ভীষ্ম। পৃষ্ঠ দিব রণে ?
শুন, ধনঞ্জয়, কভু কি এ হয়—
ধনু করে অরাতি দেখিবে পৃষ্ঠদেশ !
মহাঅস্ত্র অবশ্য ত্যজিব,
সপ্তবজ্র ভস্মসাৎ করিব পলকে।
শ্রীরামের শিক্ষা দাতা বশিষ্ঠ ধীমান,
ক'রেছেন ধনুর্ব্বাণ দান,
কোটী বজ্র তূণে আছে মম।
সত্য কিম্বা মিথ্যা কহে বৃদ্ধ পিতামহ,
পথিকের প্রায় বীর দাঁড়ায়ে দেখহ—
একা রথে নিবারি অমরে।

দ্রোণ। বীরবর,
আমি জানি একা তুমি সক্ষম সমরে !
কিন্তু বীর, অন্য ধনুর্দ্ধরে মহা অস্ত্র ধরে,
অব্যর্থ অমর প্রহরণ, ব্যর্থ হয় যার তেজে!
ব্রহ্মশির অশ্বথামা ধরে,
ব্রহ্মার নাহিক তাহে ত্রাণ ;
ভগদত্ত নরক নন্দন,
রাখে সে বৈষ্ণব অস্ত্র অব্যর্থ বিশিখ ;

ধরে গদা যুধামন্যু বীর,
অস্ত্রধারী অরির নিস্তার নাহি তায় !
রামশিষ্য কর্ণ মতিমান,
মহা অস্ত্র রাম কৈল দান—
সে শরে সম্বরে কে সংসারে ;
গুরুর কৃপায়—অস্ত্র মম আছে তূণে ।
আজ্ঞা তুমি দেহ, বীরবর,
নহে নিশ্বাস ছাড়িবে যত ক্ষত্র অস্ত্রধর,
মহা রণে যদি নাহি মিশে ।
বীরবৃন্দে, ধনুর্দ্ধর, বলহ সত্বর,
দৃঢ় প্রহরণে—আক্রমণে হোক্ অগ্রসর

ভীষ্ম । যথা কথা কহেছ, সুমতি,
বৃহস্পতি বুদ্ধির প্রভায় !
শীঘ্র যাও—রথীবৃন্দে কহ, মহামতি,
আশুবাড়ি হানা দিতে রণে ।
এস—সৈন্য সাজাই, অর্জ্জুন !

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

বনপথ

। ও সুভদ্রা

উর্ব্বশী । ছিনু তুরঙ্গিণী, রণবার্ত্তা কিছুই না জানি,
সুলোচনা, কর মা বর্ণনা—

কি হ'ল সমরে আজি ?
আইল শর্ব্বরী, কেন কৃশোদরি,
শুনি তবু সৈন্য-কোলাহল ?
বীরকণ্ঠে শুন, বালা, সৈন্য-উত্তেজনা,
অস্ত্রের ঝন্ঝনা,
কম্পে ধরা রথগ্রাম-সঞ্চালনে !
সংগ্রাম কি বাধিবে নিশায় ?

সুভদ্রা। লোকমুখে এই মাত্র শুনি সমাচার,
পাঁচ বার পরাভব দেব-অনীকিনী।
বার্ত্তা শুনি, পুনঃ আক্রমিবে—
না জানি কি হবে—
নর নয় অমর অরাতি !

উর্ব্বশী। অগ্নিশিখা প্রায়
অস্ত্র-দীপ্তি নেহার গগনে—
ঘোরনিশা প্রদীপ্ত আভায় !
জ্ঞান হয় দূরে হেরি অসুরারিদল,
যেন সমুদ্র-কল্লোলে,—
সপ্ত বজ্র বুঝি মিলিয়াছে, সুবদনি,
রিপুধ্বংস-সঙ্কল্পে ধরেছে দেবগণ !

সুভদ্রা। সত্য তুমি বলেছ, সুন্দরি,
সত্য তব অনুমান।
গর্জ্জে অস্ত্র, আভা উঠে ব্যোমদেশে ;
এ সময় কোথা মা অম্বিকে,
আশ্রিত-পালিকে,
এস এস, হও হৃদে অধিষ্ঠান !

বিশ্বকর্ত্রী শক্তিরূপা তেজের আকর,
নিজ তেজে তেজোময়ী কর দুহিতায় !
জয় দেবি, জয় মহেশ্বরি,
জয় মা শঙ্করি, চন্দ্রচূড়া ব্যোমকেশি !
জয় মাতা চণ্ডবিনাশিনি, মুণ্ডবিঘাতিনি,
শুম্ভহন্ত্রি, নিশুম্ভনাশিনি, মহিষমর্দ্দিনি, জয় !
জয় ভয়ঙ্করি, সংহাররূপিনি,
ত্র্যম্বকত্রাসিনি, মহাবিদ্যা জয় করালিনি !
এস জগন্মাতা—ডাকিছে দুহিতা—
এস, সতি, সতীর আশ্রয়ে।
চল, চল, চল মা উর্ব্বশি,
চল রণে পশি—
এস এস অষ্টবজ্র করিতে দর্শন।
নাহি ভয়, চল সাথে নির্ভয় হৃদয় !
এস পাছে লক্ষ্য রাখি পতাকায়।
আদ্যাশক্তি-শক্তিপূর্ণা আজি তাঁর দাসী ;
এস, হের স্বচক্ষে, রূপসি,
মার তেজে, তেজস্বিনী নন্দিনী কেমন !

প্রস্থান

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

রণস্থল

দেব ও পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্তগণের পরস্পর সম্মুখবর্ত্তী হইয়া দণ্ডায়মান

মহাদেব। মেনে লও পরাজয়, গঙ্গার তনয়!

ভীষ্ম। গঙ্গাধর, করহ মার্জ্জনা,
রাখিতে নারিব আজ্ঞা তব।
মেগে লব পরাজয় ক্ষত্র-পুত্র হ'য়ে—
হেন দীক্ষা নাহি মম গুরুর প্রসাদে।

মহাদেব। ত্যজি শূল, কি কহ মুরারি?

কৃষ্ণ। অজ্ঞান ক্ষত্রিয়গণ, শুন, শূলপাণি,
বুঝাইয়ে কহি পুনঃ—
শুন শুন ক্ষত্রিয়মণ্ডল,
অকারণ নাহি কর বল,
প্রবল অমর-তেজ বারিতে নারিবে,
ভস্ম হবে মহা প্রহরণে!
মাগি ক্ষমা ফেরহ কুশলে।

ভীষ্ম। চক্রধর, বার বার দেখায়েছ ডর,
ফল তাহে ফলে নি মুরারি!
ধর্ম্মবলে ক্ষত্রকুল বলী,
দেববলে দলি দেখাইবে ধর্ম্মের প্রভাব!
হান ত্বরা শূল, চক্র—আছে যা সম্বল।

মহাদেব। হান অস্ত্র, হয় হ'ক, বিশ্বের সংহার!

সুভদ্রার প্রবেশ

সুভদ্রা। সম্বর সম্বর, শূলপাণি,
মহেশ্বরী-মহিমা বুঝিয়ে।

হের পতাকা দাসীর করে,
রক্তবর্ণ দেবীর সিন্দুরে,
অস্ত্রপ্রভা করেছে হরণ—
যষ্ঠি সম নিস্তেজ এখন।
প্রভাময়ী সিন্দুর-আভায়
হরিয়াছে প্রভা তার!
দণ্ডধর-দণ্ডে নাহি বল,
শক্তিহীন-শক্তি শক্তিধারী,
হের, হরি, চক্র তব আভাহীন!

মহাদেব। কে ভীষণা, কে গো রণাঙ্গনা,
শূলধর শঙ্কর সম্মুখে রহ?
তত্ত্ব এ তো নহে সাধারণ;
দেখ, বিধি, যার বিধি সৃষ্টি-স্থিতি লয়—
সেই মহাশক্তির প্রভাব!
হের অট্টহাস—দিক সুপ্রকাশ,
রণে আসে কপালমালিনী!
শুন খড়্গ গর্জ্জে ঘন ঘন—
মৈ'ষাসুর নিধনে যেমন!
তাথেই তাথেই নৃত্য ধেই ধেই,
ঘোর রোলে ডাকিনী যোগিনী নাচে!
গণ্ডগোল—শুন ঘোর রোল—
মা ভৈ মা ভৈ—দূর ধ্বনি!
হের পতাকা মোহিনী, মহাশক্তি অংশে বীরনারী
করে ধরি স্থিরা রণস্থলে!
রণে ক্ষমা দেহ, দেবগণ!

ভীষ্ম। অস্ত্র সম্বরণ কর, ক্ষত্রিয় সকল,
রণ-ভূমে আসে ভীমা রুধিরদশনা,
রক্তবীজ-বিনাশিনী!
হের উষা হীনপ্রভা চরণ-আভায়!
ডাক মায়, বল—"জয় জগজ্জননি"!

সকলে। জয় জয় জগজ্জননি!

পট পরিবর্ত্তন

যোগিনীগণের সহিত কালীর আবির্ভাব

যোগিনীগণের গীত

হিলি হিলি হিলি হিলি কিলি কিলি কিলি কিলি পিব রুধিরধার
ধবক্ ধবক্ ধবক্ ধবক্ কপালে খেলা, পরি নর-শির-হার॥
নর-কর-সারি কিঙ্কিনী পরি, লগনা মগনা রণকেলি করি,
হুঙ্কার ঘোর দিশা বিভোর, গভীর তান, হান্ হান্ হান্ হান্,
মাতঙ্গিনী রণরঙ্গিনী সমরে বিহরে, অরিদলনী পদ-ভার॥

সকলে। জয় জয় জগন্মাতা!

সুভদ্রা। শাপ-মুক্ত—কর অষ্টবজ্র দরশন!

দণ্ডীর সহিত কঞ্চুকীর প্রবেশ

কঞ্চুকী। মিতে, এই তোর মা? বাঃ বাঃ মিতে, কি তোর মা রে! জয় মা, আমার মিতের মা! (উর্ব্বশীর প্রতি) কেমন বেটী, এবার গাঙ্ পারে যা—আমার মিতে তেমন মিতে নয়। মিতে, রাজাটাকে পায়ে রাখিস্, ওর উপর রাগিস্ নে।

কৃষ্ণ। তা কি হয়, মিতে! তুমি যার অভয়দাতা, তার কিসের ভয়?
শাপ-মুক্তা উর্ব্বশী,—দ্বন্দ্ব কিবা আর!

মহাদেব। চক্রি, চক্র সকলি তোমার!
ভক্তাধীন পাণ্ডবের বাড়ালে গৌরব—
পরাভবি পিণাকধারীরে!
ইথে কৃষ্ণ, আনন্দ অপার—
কৃষ্ণ-প্রেমে পরাজয় মম।

কৃষ্ণ। জিজ্ঞাস মায়েরে, শূলপাণি,
লীলা মার, আমি মাত্র লীলার আধার।

ভীষ্ম। মহেশ্বর, ক্ষত্রিয় সেনার আমি নেতা;
সবার কারণে, মাগি আমি মার্জ্জনা চরণে।

মহাদেব। গঙ্গার নন্দন,
ক্ষত্রগণ নিজ ধর্ম্ম করেছে পালন।
ধর্ম্মরাজ, হোক্ ধর্ম্ম পঞ্চভ্রাতা-সাথী।
বৃকোদর, নাহি ভবে তোমার সোসর,
উমা আশ্রিতপালিনী—
সদয়া তোমার প্রতি।
মহাশক্তি-অংশে জন্ম তব, ভদ্রা মাতা,
পূজা তব প্রিয় অম্বিকার,
বীরাঙ্গনা. রণাঙ্গনা অতি প্রীত আশ্রিত-রক্ষণে

উর্ব্বশী। নমস্তে কালিকে করালবদনী।
তারা বাঘাম্বরা বিভূষণা-ফণি॥
নমস্তে ষোড়শী পঞ্চ প্রেতাসনা।
ভুবন-ঈশ্বরী আরক্তবরণা॥
ভৈরবত্রাসিনী ভৈরবী নমস্তে।
রুধির-দশনা নমঃ ছিন্নমস্তে॥
ভীমা ধূমাবতী ধূর্জ্জটি-গ্রাসিনী।

বগলা অসুরে মুদ্গরে নাশিনী ॥
মাতঙ্গী শ্যামাঙ্গী নম রক্তাম্বরা ।
নমঃ মহালক্ষ্মী শিরে সুধা-ঝারা ॥
নমঃ মহাবিদ্যা অবিদ্যাবারিণী ।
কেশব-জননী তার নিস্তারিণী ।

গীত

কৃষ্ণমাতা কাত্যায়নী, নকুল-কুল-কামিনী ।
নিবিড় নীরদ নিরুপমা বামা নব-নিশাকর-ভালিনী ॥
গোপিনীগণ শ্যামমোহিনী, পূজি তোমা মৃগ-ইন্দ্র-বাহিনী,
নগেন্দ্র-নন্দিনী উমা-আসনা, পূরিল হৃদয়-বাসনা,
চরণ-অরুণ-কিরণ-পরশে হরণ দুখযামিনী ॥

(সুভদ্রার প্রতি) বৎসে,
শাপমুক্ত তোমার প্রসাদে ।
(দণ্ডীর প্রতি) দণ্ডীরাজ,
বহু যত্ন ক'রেছ দাসীরে ;
যাই নিজালয়—
মহাশয়, নিজগুণে কর হে মার্জ্জনা ।

নারদ ও দুর্ব্বাসার প্রবেশ

দুর্ব্বাসা । শাপ দিয়ে পাইয়াছি বহু মনস্তাপ,
ক্ষম গো, জননি !

উর্ব্বশী । শাপ নয়, বর তব, দেব !

কঞ্চুকী । দূর দূর ! (দণ্ডীর প্রতি) রাজা, আপদ যা'ক ! চল, ভালয় ভালয় দেশে চ'লে যাই । (নারদের প্রতি) দেব, ঠাকুর, এসেছ— বেশ ক'রেছ, আর কোঁদল বাধিও না ।

নারদ। আরে না ঠাকুর, তোমার মিতেই কোঁদলের মূলাধার। অষ্ট বজ্র মেলালে!

কঞ্চুকী। বেশ ক'র্লে! (উর্ব্বশীর প্রতি) দূর হ', বেটী, দূর হ'।

কৃষ্ণ। শোক ত্যজ, অবন্তি-ঈশ্বর,
উর্ব্বশীর কৃপায় হেরিলে মহামায়ী—
নরজন্ম সার্থক তোমার!

দণ্ডী। হে মুরারী, ধন্ত আমি তোমার কৃপায়!
(কঞ্চুকীর প্রতি) হে ব্রাহ্মণ,
শুভক্ষণে রাজ-গৃহে তব পদার্পণ,
সফল জনম—পিতৃলোক পাইল উদ্ধার।

কঞ্চুকী। মিতে, একটা কথা বলি। এই হানাহানিতে অনেক মরেচে, তাদের বাঁচিয়ে দে।

কৃষ্ণ। ঐ ত্যাখ্ মিতে, মার চরণ-প্রভায় সব বেঁচে উঠেছে।

সমবেত সঙ্গীত

হের হর-মনোমোহিনী কে বলেরে কালো মেয়ে!
আমার মায়ের রূপে ভুবন আলো, চোখ থাকে তো দেখ্ না চেয়ে॥
বিমল হাসি ক্ষরে শশী,
অরুণ পড়ে নখে খসি,
এলোকেশী শ্যামা ষোড়শী ;—
ভ্রমর ভ্রমে, কমল ভ্রমে, বিভোর ভোলা চরণ পেয়ে!

যবনিকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা